এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর : ২০১১-২০১২

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১১-২০১২

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

ওয়েবসাইট : www.lged.gov.bd

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

জুলাই, ২০১২

প্রচ্ছদ পরিচিতি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক পটুয়াখালী জেলার নবগঠিত রাঙ্গাবালি উপজেলা কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও উপস্থিত সকলকে কমপ্লেক্সের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত করছেন।

গার্বেজ ডাম্প ট্রাক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি, এলজিডি'র সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান এবং এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশুদেরকে উৎসাহিত করছেন।

উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন, উপজেলা-সালথা, জেলা-ফরিদপুর।

গোপালগঞ্জ পৌরসভার মরা মধুমতি নদীতে দু'লেন বিশিষ্ট ৪০ মিঃ ট্রাফিক আর্চ ব্রিজ, ফুটপাত সড়ক ও নির্মিত ঘাট।

সংকলন, সম্পাদনা ও প্রকাশনায়
প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট
এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।

সূচিপত্র

বর্ণনা	পৃষ্ঠা নং
Abbreviations	i
১.০ প্রারম্ভ	১
১.১ এলজিইডি'র মূখ্য অধিকারক্ষেত্র	১
১.২ এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রধান প্রধান কর্মকাণ্ডসমূহ	২
১.৩ অন্যান্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত এলজিইডি'র ভৌত কর্মকাণ্ড	২
১.৪ এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থাপিত বিভিন্ন ইউনিটসমূহ	৩
২.০ ২০১১-২০১২ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক পরিচালিত প্রধান প্রধান কার্যক্রম ঃ	৪
২.১ প্রশাসনিক ইউনিট	৪
২.১.১ প্রশাসনিক	৪
২.১.১.১ সাংগঠনিক কাঠামোতে পদ সৃষ্টি ও চাকুরী স্থায়ীকরণ	৪
২.১.১.২ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদোন্নতি ও নিয়োগ প্রদান	৪
২.১.১.৩ প্রশাসনিক শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম	৫
২.১.২ আইন সংক্রান্ত	৬
২.১.৩ রাজস্ব আয়	৬
২.১.৪ আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা (অডিট)	৭
২.২ ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি) ইউনিট	৮
২.২.১ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS)	৮
২.২.২ জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS)	৮
২.৩ পরিকল্পনা ইউনিট	৯
২.৩.১ গ্রামীণ সড়ক মহাপরিকল্পনা (Rural Road Master Plan)	৯
২.৩.১.১ গ্রামীণ সড়ক মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্য	৯
২.৩.১.২ গ্রামীণ সড়ক মহাপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য তথ্যাদি	৯
২.৩.২ নগরায়ন ও নগর মহাপরিকল্পনা	১০
২.৪ ডিজাইন ইউনিট	১২
২.৪.১ ব্রিজ ডিজাইন সেকশন	১২
২.৪.২ ভবন ও সড়ক ডিজাইন সেকশন	১৩
২.৫ মনিটরিং ও মূল্যায়ণ ইউনিট	১৪
২.৫.১ প্রতিবেদন প্রণয়ন	১৪
২.৫.২ মাসিক প্রাক-পর্যালোচনা সভা	১৪
২.৫.৩ মাসিক পর্যালোচনা সভা	১৪
২.৫.৪ ২০১১-১২ অর্থবছরের এলজিইডি'র উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা	১৫
২.৫.৫ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীবর্গ এবং জাতীয় সংসদের জন্য তথ্য সরবরাহ	১৬
২.৫.৬ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ	১৬
২.৫.৭ ২০১১-১২ অর্থবছরে পরিদর্শন টীমের প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ	১৭
২.৫.৮ ২০১১-১২ অর্থবছরে ভৌত কর্মসূচি বাস্তবায়ন	১৮
২.৫.৯ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এলজিইডি'র সম্পৃক্ততা	২৬
২.৫.৯.১ ২০১১-১২ অর্থবছরে কৃষি সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম	২৮
২.৫.৯.২ পানি সম্পদ সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম	২৮

২.৫.১০ ২০১১-১২ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ ২৯
২.৫.১১ ২০১১-১২ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ ৩১
২.৫.১২ ২০১১-১২ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী অবকাঠামোসমূহের সচিত্র প্রতিবেদন ৩২
২.৫.১৩ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ৩৫
২.৬ রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট ৩৭
২.৬.১ রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম ৩৭
২.৬.২ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বরাদ্দ ও ব্যয় ৩৭
২.৭ নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট ৩৯
২.৭.১ অবকাঠামো উন্নয়ন ৩৯
২.৭.২ পরিচালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ৪০
২.৭.৩ দক্ষতাবৃদ্ধি ৪১
২.৭.৩.১ "মিউনিসিপ্যাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রাম" এর কার্যক্রমসমূহ ৪১
২.৭.৩.২ কেন্দ্রীয় মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট কর্তৃক সম্পাদিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৪২
২.৭.৩.৩ আঞ্চলিক মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট কর্তৃক সম্পাদিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৪২
২.৭.৩.৪ MSU-UMSU কার্যক্রমের সাফল্য ৪৪
২.৮ সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট ৪৫
২.৮.১ এলজিইডি'র ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ৪৬
২.৮.১.১ বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প ৪৬
২.৮.১.২ অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প ৪৭
২.৮.১.৩ রাজস্ব বাজেটের আওতায় সেচ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম ৪৮
২.৯ প্রশিক্ষণ ইউনিট ৪৯
২.৯.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণার্থীদের বিবরণ ৪৯
২.৯.২ বিদেশে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা সংক্রান্ত তথ্যাদি ৫০
২.৯.৩ জাতীয় কর্মশালা / সেমিনার ৫২
২.১০ প্রকিউরমেন্ট ইউনিট ৫৬
২.১১ মান নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ৫৮
২.১১.১ মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীর বিবরণ ৫৮
২.১১.২ মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে বিদ্যমান পরীক্ষা সুবিধাদি ৫৮
২.১১.৩ মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীসমূহে ২০১১-১২ অর্থবছরে সংগৃহীত যন্ত্রপাতি ৫৯
২.১১.৪ মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৫৯
২.১১.৫ ল্যাবরেটরী পরীক্ষা সংক্রান্ত সরকারী ফি আদায় সংক্রান্ত মনিটরিং ৫৯
২.১২ প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট ৬০
৩.০ দারিদ্র বিমোচন ৬২
৩.১ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ৬২
৩.১.১ "রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ৬২
৩.১.২ "কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ৬৪
৩.১.৩ "কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচী-২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংগ-৩); পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলা" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ৬৫
৩.১.৪ "চর অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ৬৭
৩.১.৫ "দরিদ্র জনগোষ্ঠির দুর্যোগ সহন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ৬৮
৩.১.৬ "অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ৬৯

৩.২ নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ৬৯
৩.৩ অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সৃষ্ট কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য বিমোচন ৭১
৪.০ এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত ব্যতিক্রমধর্মী কার্যক্রম ৭২
৪.১ রাবার ড্যাম কৃষি উৎপাদনে একটি বাস্তবতা ৭২
৪.২ ই-গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট ৭৩
৪.৩ জেন্ডার ও উন্নয়ন (GAD) ৭৩
৫.০ ২০১১-১২ অর্থবছরে এলজিইডি'র কর্মকাণ্ড পরিদর্শনে মন্ত্রণালয় ও এলজিইডি'র উর্দ্ধতন কর্মকর্তা এবং আগত প্রতিনিধি ও মিশনসমূহ ৭৮
৬.০ ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রকাশনা ৮৪
৭.০ বিভিন্ন প্রদর্শনীতে এলজিইডি'র অংশগ্রহণ ৮৫
৮.০ ২০১১-১২ অর্থবছরে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত এলজিইডি'র উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রতিবেদন ৮৭
৮.১ চিরিরবন্দরে রাবার ড্যাম প্রকল্পের সাফল্য-৫০ হাজার কৃষকের মুখে হাসি ৮৭
৮.২ বগুড়ার সারিয়াকান্দির ধু-ধু চরে গাড়ি ঘোড়া চলছে পাকা রাস্তায়, পাল্টে যাচ্ছে দুর্গম চরাঞ্চলের চিত্র ৮৭
৮.৩ গোপালগঞ্জে নির্মিত হচ্ছে গৃহহারা ২'শ পবিারের হাউজিং প্রকল্প ৮৭
৮.৪ চলনবিলে সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ শেষ পর্যায়ে কয়েক লাখ মানুষ উপকৃত হবে ৮৮
৯.০ ২০১১-১২ অর্থবছরে এলজিইডি সম্পর্কিত বহির্মূল্যায়ন ৮৯
৯.১ কমিউনিটি ড্রাইভেন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি) প্রোগ্রামে এলজিইডি'র প্রতিনিধি এবং দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-২) কে সোকেস হিসেবে মনোনয়ন ৮৯
১০.০ ২০১১-১২ অর্থবছরে এলজিইডি'র উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ৯০
১০.১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট টুংগীপাড়া পৌরসভার মহাপরিকল্পনা উপস্থাপন ৯০
১০.২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলাধীন দহগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন উদ্বোধন ৯০
১০.৩ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক কোটালীপাড়া নবনির্মিত পৌর ভবন উদ্বোধন ও কোটালীপাড়া উপজেলা কমপ্লেক্স এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ৯১
১০.৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক পটুয়াখালীর নবগঠিত রাঙ্গাবালি উপজেলা কমপ্লেক্স এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ৯২
১০.৫ এলজিআরডি'র মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক "দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্পভুক্ত ৩৫ টি পৌরসভায় গার্বেজ ডাম্প ট্রাক হস্তান্তর ৯২
১০.৬ বিজয়ের ৪০ বছর পূর্তিতে এলজিইডি ৯৩
১০.৭ মাননীয় রেলমন্ত্রী কর্তৃক নির্মিত বানিয়াচং-আজমিরিগঞ্জ ভায়া শিবপাশা পাকা সড়কের উদ্বোধন ৯৪
১০.৮ নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সংগে ঋণচুক্তি স্বাক্ষর ৯৫
১০.৯ রাজধানীর যানজট নিরসনে মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণের লক্ষ্যে ঋণচুক্তি স্বাক্ষর ৯৫
১০.১০ জিআইজেড (GIZ) এর সংগে দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের ইমপ্লিমেন্টেশন এগ্রিমেন্ট' শীর্ষক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর ৯৫
১১.০ ২০১১-১২ অর্থবছরে এলজিইডি'র অর্জন/প্রাপ্ত প্রশংসা ৯৬
১১.১ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এর ক্রেস্ট ও সনদপত্র অর্জন ৯৬
১১.২ বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০১১ উপলক্ষ্যে পরিবেশ মেলায় পুরস্কার অর্জন ৯৬
১১.৩ 'তথ্য মেলা-২০১১' এ এলজিইডি, কিশোরগঞ্জের স্টল শ্রেষ্ঠ স্টল হিসেবে পুরস্কৃত ৯৭
১১.৪ জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১১ এ প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কার অর্জন ৯৭

Abbreviations

ADB	-	Asian Development Bank
ADP	-	Annual Development Progamme
BARI	-	Bangladesh Agricultural Research Institute
BIM	-	Bangladesh Institute of Management
BRRI	-	Bangladesh Rice Research Institute
CBO	-	Community Based Organization
CDC	-	Community Development Committee
CDD	-	Community Driven Development
CDTA	-	Capacity Development Technical Assistance
CFW	-	Cash For Work
CIDA	-	Canadian International Development Agency
CMSU	-	Central Municipal Support Unit
CPT	-	Cone Penetration Test
CPTU	-	Central Procurement Technical Unit
CPWF	-	Challenge Program on Water and Food
DAE	-	Department of Agricultural Extension
DANIDA	-	Danish International Development Agency
DFC	-	Danida Fellowship Centre
DFID	-	Department for International Development
DLS	-	Department of Livestock Services
DPEC	-	Departmental Project Evaluation Committee
ECNEC	-	Executive Committee of the National Economic Council
E-GP	-	Electronic Government Procurement
ERD	-	Economic Relations Division
ESCB	-	Engineering Staff College, Bangladesh
FAPAD	-	Foreign Aided Project Audit Directorate
FSDD	-	Feasibility Study and Detailed Design
GAD	-	Gender and Development
GAP	-	Gender Action Plan
GAAP	-	Governance and Accountability Action Plan
GICD	-	Governance Improvement & Capacity Development
GIS	-	Geographic Information System
GIZ	-	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
ICT	-	Information and Communication Technology
IDA	-	International Development Association
IDB	-	Islamic Development Bank
IEB	-	Indian Economy Blog
IEI	-	Institution of Engineers (India)
IFAD	-	International Fund for Agricultural Development
IMED	-	Implementation, Monitoring and Evaluation Division
JDCF	-	Japan Debt Cancellation Fund
JFPR	-	Japan Fund for Poverty Reduction
JICA	-	Japan International Cooperation Agency
KfW	-	Kreditanstalt für Wiederaufbau
LGED	-	Local Government Engineering Department
LAN	-	Local Area Network
LCS	-	Labour Contracting Societies

MIDPCR	-	Market Infrastructure Development Project in Charland Regions
MIS	-	Management Information System
MSU	-	Municipal Support Unit
NORAD	-	Norwegian Agency for Development Cooperation
OFID	-	OPEC Fund for International Development
ORAF	-	Operational Risk Assessment Framework
UMPS	-	Urban Management Policy Statement
PBMC	-	Performance Based Maintenance Contract
PCR	-	Project Completion Report
PEC	-	Project Evaluation Committee
PPRP-II	-	Second Public Procurement Reform Project
PPR-2008	-	The Public Procurement Rules, 2008
PRA	-	Participatory Rural Appraisal
PROMIS	-	Procurement Management Information System
RERMP	-	Rural Employment and Road Maintenance Programme
RDS	-	Rural Development Strategy
RFLDC	-	Regional Fisheries and Livestock Development Component
RIIP-II	-	Second Rural Infrastructure Improvement Project
RTIP-II	-	Second Rural Transport Improvement Project
RUMSU	-	Regional Urban Management Support Unit
SCG	-	Savings and Credit Group
SFD	-	Saudi Fund for Development
SIC	-	Slum Improvement Committee
SWBRDP	-	South-West Bangladesh Rural Infrastructure Development Project
TLCC	-	Town Level Coordination Committee
UGIAP	-	Urban Governance Improvement Program
UGIIP-I	-	Urban Governance and Infrastructure Improvement Project-I
UGIIP-II	-	Second Urban Governance and Infrastructure Improvement Project
UK	-	United Kingdom
UNDP	-	United Nations Development Program
UMSU	-	Urban Management Support Unit
USAID	-	United States Agency for International Development
TA MSP-2	-	Technical Assistance for Municipal Services Project-2
WAN	-	Wide Area Network
WFP	-	World Food Program
WLCC	-	Ward Level Coordination Committee

২০১১-১২ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন

১.০ প্রারম্ভ

দেশের জনসাধারণকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় আন্তরিকতার সঙ্গে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় স্থানীয় সরকার বিভাগের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরী সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়া, পল্লী ও নগর অঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নে এলজিইডি এক সফল ভূমিকা রেখে চলেছে। সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের ভোক্তাগণকে সম্পৃক্ত করে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের কাছে সুফল পৌঁছে দেয়াই এলজিইডি'র মূলনীতি। এভাবেই বাংলাদেশের পল্লী এমনকি শহর অঞ্চলের সর্ব স্তরের মানুষের, বিশেষ করে হত দরিদ্রের জীবন মান উন্নয়নে সুস্পষ্ট অবদান রেখে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে সরকারের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে এলজিইডি তার দায়িত্ব পালনে সর্বদা ব্রতী।

সরকার কর্তৃক প্রণীত পল্লী উন্নয়ন কৌশল (Rural Development Strategy), নগর ব্যবস্থাপনা নীতিমালা (Urban Management Policy Statement), জাতীয় পানি নীতিমালা (National Water Policy) এবং জাতীয় দারিদ্র বিমোচন কৌশল-২ (সংশোধিত), ২০০৯-১১ এর আলোকে সমগ্র দেশের সুষম উন্নয়নে এলজিইডি তার উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। আর এই সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল এবং বৈদেশিক আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রদত্ত বরাদ্দানুযায়ী এলজিইডি তার সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসমূহ প্রণয়ন, পরিচালন ও বাস্তবায়ন করেছে।

১.১ এলজিইডি'র মুখ্য অধিকারক্ষেত্র

এলজিইডি কর্তৃক প্রতিপালিত দায়িত্বসমূহের মধ্যে প্রধান প্রধান কর্মকাণ্ড নিচে প্রদত্ত অনুচিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে।

অনুচিত্র-১ ঃ

১.২ এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রধান প্রধান কর্মকাণ্ডসমূহ

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এলজিইডি'র উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ সাধারণতঃ গ্রামীণ, নগর এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নকে ঘিরে পরিকল্পিত, পরিচালিত এবং বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এরূপ এলাকা ও অবকাঠামোভিত্তিক ভৌত অঙ্গসমূহের বিবরণ সম্বলিত এ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা বক্স-১ এ প্রদান করা হয়েছে।

বক্স-১ এলজিইডি'র প্রধান প্রধান কর্মকাণ্ড

গ্রামীণ অবকাঠামো	নগর অবকাঠামো	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন
➢ সড়ক, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন/রক্ষণাবেক্ষণ ➢ গ্রোথসেন্টার/হাটবাজার উন্নয়ন/সংস্কার ➢ ঘাট/জেটি নির্মাণ ➢ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ ➢ উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ➢ ঘূর্ণিঝড়/ বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ➢ বৃক্ষরোপণ	➢ সড়ক/ফুটপাত নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ ➢ নর্দমা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ ➢ বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ ➢ বাজার উন্নয়ন ➢ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ➢ কমিউনিটি ল্যাট্রিন/স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ ➢ ক্ষুদ্র-ঋণ কর্মসূচি	➢ স্লুইস গেট নির্মাণ ➢ রাবার ড্যাম নির্মাণ ➢ খাল খনন ও পুনঃখনন ➢ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ ➢ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা

১.৩ অন্যান্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত এলজিইডি'র ভৌত কর্মকাণ্ড

স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি কৃষি মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বেশকিছু উন্নয়ন প্রকল্প এলজিইডি সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়ন করে আসছে। এরূপ প্রকল্পের ভৌত অঙ্গসমূহের বিবরণ বক্স-২ এ প্রদান করা হয়েছে।

বক্স-২ এলজিইডি'র অধীন অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রধান প্রধান কর্মকাণ্ড

অঙ্গের নাম
➢ সড়ক, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ ➢ বাজার উন্নয়ন ➢ ল্যান্ডিং স্টেজ/ঘাট/জেটি নির্মাণ ➢ রাবার ড্যাম নির্মাণ ➢ রেগুলেটর নির্মাণ ➢ ড্রেন নির্মাণ/পুনঃখনন/মেরামত ➢ কমিউনিটি ল্যাট্রিন/সেপটিক ট্যাংক/টয়লেট/পাবলিক টয়লেট ➢ চর এলাকায় সাইক্লোন সেন্টার ও কিল্লা নির্মাণ ➢ প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ ও ২/৩ কক্ষ সম্প্রসারণ ➢ পিটিআই ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ

বক্স-১ ও ২ এ বর্ণিত কর্মসূচিসহ অন্যান্য কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) ও অন্যান্য মন্ত্রণালয় হতে উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় এলজিইডি'র অনুকূলে প্রাপ্ত মোট বরাদ্দের পরিমান ৬,০৫৯.৩৬ কোটি টাকা। প্রাপ্ত বরাদ্দের মধ্যে ৫,৮৮৩.১৫ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ এলজিইডি বাস্তবায়ন

করেছে যা সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মোট বাজেটের (৪১,০০০.০০ কোটি টাকা) শতকরা ১৪.৩৫ ভাগ। নিম্নের অনুচিত্রে ২০১১-১২ অর্থবছরে এলজিডি, অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও রাজস্ব কর্মসূচির প্রাপ্ত বরাদ্দের শতকরা হার দেখানো হ'লো।

অনুচিত্র-২ ২০১১-১২ অর্থবছরে এলজিইডি'র আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্দের আনুপাতিক চিত্র

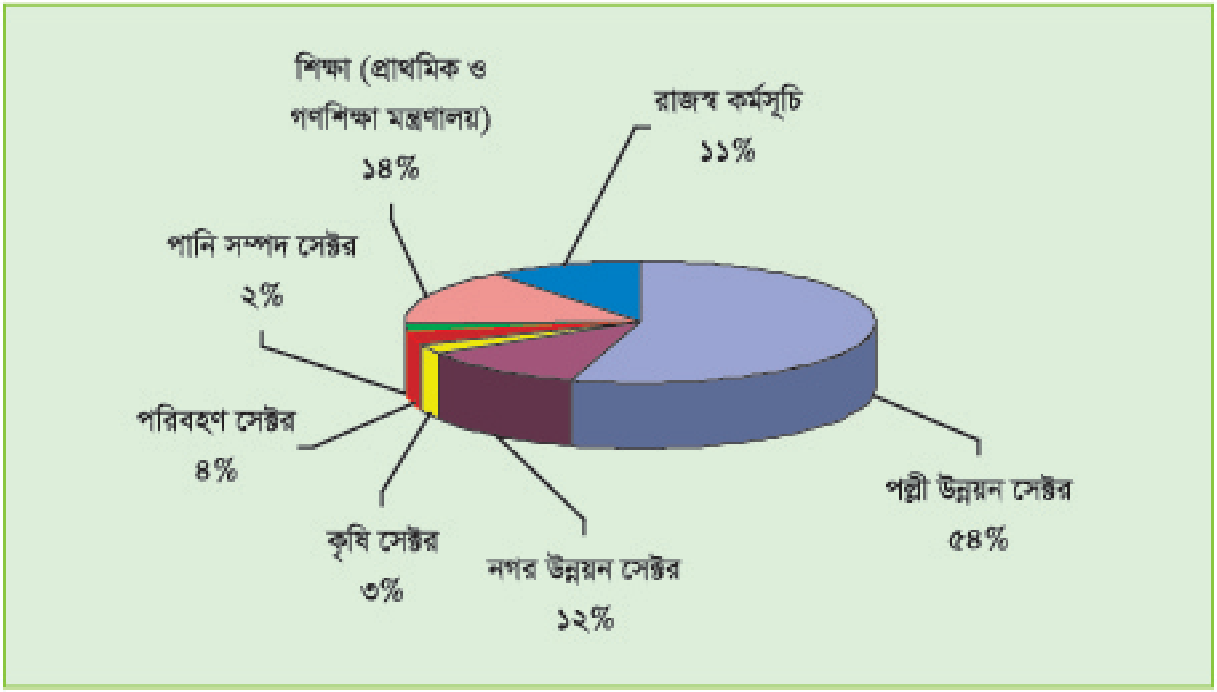

১.৪ এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থাপিত বিভিন্ন ইউনিটসমূহ

অর্পিত দায়িত্বাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে এলজিইডি তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছুবার জন্য নিচে প্রদত্ত বক্স-৩ এ প্রদর্শিত এলজিইডি'র সদর দপ্তরে স্থাপিত ১২ টি ইউনিটের প্রত্যেকটির সক্রিয়তা এবং পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং এর যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনায় একটি নিয়মতান্ত্রিক ও যথোপযোগী পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে।

বক্স-৩ ঃ এলজিইডি'র সদর দপ্তরে স্থাপিত ইউনিটসমূহ

১)	প্রশাসনিক	৭)	নগর ব্যবস্থাপনা
২)	ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি)	৮)	পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট
৩)	পরিকল্পনা	৯)	প্রশিক্ষণ
৪)	ডিজাইন	১০)	প্রকিওরমেন্ট
৫)	প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন	১১)	মান নিয়ন্ত্রণ
৬)	রক্ষণাবেক্ষণ	১২)	প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা

২.০ ২০১১-২০১২ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক পরিচালিত প্রধান প্রধান কার্যক্রম ঃ

২.১ প্রশাসনিক ইউনিট

২.১.১ প্রশাসনিক

এলজিইডি'র উপর অর্পিত দায়িত্বাবলী সুষ্ঠুভাবে পালনের লক্ষ্যে এলজিইডি'র সাংগঠনিক কাঠামোতে সদর দপ্তর পর্যায়ে ২০৯ জন (মোট জনবলের ১.৯৪%), রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগে নব সৃষ্ট পদে ২২ জন (মোট জনবলের ০.২০%), ১৪ টি আঞ্চলিক পর্যায়ে ১০৮ জন (মোট জনবলের ১%), জেলা পর্যায়ে ১০২৬ জন (মোট জনবলের ৯.৫৩%), জেলা পরিষদে (প্রেষণে) ২০৪ জন (মোট জনবলের ১.৯%) এবং উপজেলা পর্যায়ে ৯,১৯৮ জন (মোট জনবলের ৮৫.৪%), অর্থাৎ সর্বমোট ১০,৭৬৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিভিন্ন পদে কর্মরত আছেন।

২.১.১.১ সাংগঠনিক কাঠামোতে পদ সৃষ্টি ও চাকুরী স্থায়ীকরণ

মাঠ পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, তদারকি ও মনিটরিং-এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোকে শক্তিশালী করা ও কার্যক্রম বেগবান করার জন্য ২০১১-১২ অর্থবছরে মোট ৩৬৮ টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এলজিইডি'র সদর দপ্তর পর্যায়ে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ১ টি; তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ৩ টি; নির্বাহী প্রকৌশলী ২০ টি এবং রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর ২ টি পদসহ ২২ টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশের এলজিইডি'র ইতিপূর্বের ১০ টি অঞ্চলের স্থলে ১৪ টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে যার মোট জনবল ১০৮ জন। এছাড়া, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাক্রমে ১৭২ টি ও নবসৃষ্ট উপজেলাসমূহে ৭৫ টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। অধিকন্তু সদর দপ্তরে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট সৃষ্টিসহ ১২ জন জনবল বিশিষ্ট নতুন সেটআপ সৃষ্টি করা হয়েছে।

২.১.১.২ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদোন্নতি ও নিয়োগ প্রদান

২০১১-১২ অর্থবছরে পদোন্নতি প্রদান সম্পর্কিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

১। ৩ জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান;

২। ২৯ জনকে নির্বাহী প্রকৌশলী পদ থেকে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান;

৩। ১১৭ জনকে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী/উপজেলা প্রকৌশলী পদ থেকে নির্বাহী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান;

৪। ৬৯ জনকে সহকারী প্রকৌশলী (পুরঃ)' পদ থেকে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী/উপজেলা প্রকৌশলী (৬ষ্ঠ গ্রেড) পদে পদোন্নতি প্রদান;

৫। ৩০ জনকে উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ থেকে সহকারী প্রকৌশলী/ উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান; এবং

৬। ৩৭ জনকে হিসাব সহকারী/অফিস সহকারী পদ থেকে প্রচলিত পদ্ধতিতে হিসাবরক্ষক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

নতুন নিয়োগঃ

১। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মোট ১১০ জন সহকারী প্রকৌশলীর চাকুরী রাজস্ব খাতে নিয়মিত করণপূর্বক পদায়ন করা হয়েছে।

২। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসাবে উপ-সহকারী প্রকৌশলী/সমমানের পদধারী মোট ৭০১ জনের চাকুরী রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণের মাধ্যমে পদায়ন করা হয়েছে।

২.১.১.৩ প্রশাসনিক শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম

কর্তব্যকর্মে অবহেলা কিংবা উন্নয়ন কাজে পরিলক্ষিত ত্রুটির সংগে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিদর্শন টীম বা তদন্ত কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে এলজিইডি'র কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ ভেদে বিভিন্ন মাত্রার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১২ সময়ে ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মোট ৩০ টি বিভাগীয় মামলা দায়েরের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়, যার মধ্যে ৫ জনকে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি প্রদান করা হয়েছে; অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ১১ জনকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে এবং ১৪ টি মামলা তদন্তাধীন রয়েছে।

এলজিইডি'র ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ৬৫ টি বিভাগীয় মামলার বিপরীতে মোট ১৯ জনকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি, ৩ জনকে চাকুরী হতে অপসারণ করা এবং ৫ জনকে বিভিন্ন মাত্রার শাস্তি আরোপ করা হয়। এছাড়া ৩৮ টি বিভাগীয় মামলা বর্তমানে তদন্ত প্রক্রিয়াধীন আছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত মামলাসমূহের বর্তমান অবস্থা নিম্নরূপঃ

সারনি-১ ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা

ক্রমিক নং	পদের নাম	মোট মামলার সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত মামলা		অনিস্পত্তি মামলার সংখ্যা
			অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের সংখ্যা	শাস্তি আরোপের সংখ্যা	
১)	প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা	৩০	১১	৫	১৪

সারনি-২ ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী

ক্রমিক নং	পদের নাম	মোট মামলার সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত মামলা		অনিস্পত্তি মামলার সংখ্যা
			অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের সংখ্যা	অন্যান্য শাস্তি আরোপের সংখ্যা	
১)	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	৫৭	১৫	৬	৩৬
২)	নক্সাকার (উপ-সহকারী প্রকৌশলী)	৮	৪	২	২
	মোট	৬৫	১৯	৮	৩৮

এলজিইডি'র উন্নয়নমূলক কাজ সুষ্ঠু বাস্তবায়নে বা প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনায় কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যর্থ হয়েছেন মর্মে প্রতীয়মান হবার ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে কৈফিয়ত তলব করা হয়। তদ্‌প্রেক্ষিতে উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী সন্তোষজনক জবাব প্রদানে অক্ষমতার ক্ষেত্রে যথাযথ তদন্তের পর বিভাগীয় মামলা দায়েরসহ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ সম্পর্কিত তথ্যাদি নিচের সারনি ৩-এ প্রদান করা হয়েছে।

সারনি- ৩ ২০১১-১২ অর্থবছরে কৈফিয়ত তলব সংক্রান্ত তথ্যাদি

ক্রমিক নং	পদের নাম	কৈফিয়ত তলবের সংখ্যা
১)	প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলী	৯৩
২)	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	৭১
৩)	নক্সাকার (উপ-সহকারী প্রকৌশলী)	০৮
	মোট	১৭২

২.১.২ আইন সংক্রান্ত

একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর (প্রশাসন) অধীনে এলজিইডি সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের যাবতীয় আইন সংক্রান্ত কার্যক্রম আইন শাখার মাধ্যমে বাস্তবায়িত, সমন্বিত ও পরিচালিত হচ্ছে। এই দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ লঙ্ঘন, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী রাজস্ব বাজেটে আত্তীকরন, এলজিইডি'র উন্নয়নমূলক কাজের জন্য জমি অধিগ্রহণ এবং দরপত্রে প্রকিউরমেন্ট বিধিমালার লঙ্ঘনজনিত কারণে আইনগত সমস্যাগুলো ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় আইন সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে। এই সমস্যাগুলির যথাযথ সমাধানের স্বার্থে পৃথক একটি আইন শাখার প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে ২০০৯ সালে এলজিইডি'র সদর দপ্তরে আইন শাখার কার্যক্রম শুরু হয়। এলজিইডি'র একজন নির্বাহী প্রকৌশলী, একজন সহকারী প্রকৌশলী, একজন আইন পরামর্শক এবং দুই জন অফিসারের প্রত্যেকের মাধ্যমে আইন শাখার যাবতীয় মামলা/মোকদ্দমা পরিচালনা ও অন্যান্য কাজ পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৯৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজে বাধা, প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাজস্বখাতে আত্তীকরণ, চাকুরীতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ এবং সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ লঙ্ঘনজনিত প্রদত্ত বিভাগীয় শাস্তির বিপক্ষে এলজিইডি'কে পক্ষভূক্ত করে দায়েরকৃত মোকদ্দমার সংখ্যা প্রায় ৩৪৭ টি। তন্মধ্যে রাজস্ব বাজেটে আত্তীকরণের মাধ্যমে ২০২ টি মোকদ্দমা নিস্পত্তি করা হয়েছে। এছাড়া, উন্নয়নমূলক কাজের অর্থাৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত মোকদ্দমার সংখ্যা ৭০ টি। যেগুলি প্রকল্প পরিচালকের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

২০১১ সালে হাইকোর্ট ডিভিশনে দায়েরকৃত আত্তীকরণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত ৮২ টি মোকদ্দমার মধ্যে ৩৫ টি মোকদ্দমা হাইকোর্ট ডিভিশনে এবং ২১ টি মামলা সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে নিস্পত্তি হয়েছে। ২০ টি মোকদ্দমা লীভ টু আপীলে অনুমতির অপেক্ষায় আছে এবং বাকীগুলো হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন। এছাড়া, ২০১২ সালের জুন মাস পর্যন্ত মোট ২৩ টি রীট পিটিশন মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে দাখিল হয়। রীট পিটিশনগুলির রুলনিশি জারী হয়েছে, যার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে আইন শাখার মাধ্যমে সরকার পক্ষের লিখিত জবাব সচিব মহোদয়ের মাধ্যমে আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

এছাড়া, কর্তব্য কর্মে অবহেলা, অসদাচরণ এবং উন্নয়নমূলক কাজে ত্রুটির সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তি প্রদান করার প্রেক্ষিতে, তারা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে ৪৭ টি মামলা দায়ের করেন। এগুলির মধ্যে ১৮ টি মামলার চূড়ান্ত নিস্পত্তি হয়েছে এবং ২৯ টি মামলা প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন আছে।

২.১.৩ রাজস্ব আয়

২০১১-১২ অর্থবছরে এলজিইডি'র রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ১৫৮.৭২ কোটি টাকায় অর্থ মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করে। এলজিইডিতে রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎসগুলি হচ্ছে দরপত্র সিডিউল বিক্রয়, ল্যাবরেটরী টেষ্ট ফি, ঠিকাদারী তালিকাভুক্তি ফি, ঠিকাদারী কাজে আরোপিত জরিমানা ও দন্ড, যানবাহন/রোড রোলার ভাড়া, ইত্যাদি। ২০১১-১২ অর্থবছরে মোট রাজস্ব প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ১৭৬.৫৮ কোটি টাকা, যার অঙ্গভিত্তিক তথ্যাদি সারনি ৪-এ প্রদর্শিত হয়েছে।

সারনি- ৪ ২০১১-১২ অর্থবছরে এলজিইডি'র রাজস্ব আয়ের উৎসভিত্তিক তথ্যাদি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	আয়ের উৎস	আয়ের লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত আয়	শতকরা হার
১	ফার্ম ও কোম্পানী সমূহের রেজিষ্ট্রেশন ফি (ঠিকাদারী লাইসেন্স তালিকাভুক্তি)	৪০০.০০	৩৩৯.২৭	৮৪%
২	লাইসেন্স ফিস্ (লাইসেন্স নবায়ন ফি)	৬০০.০০	৫০৩.১৫	৮৩%
৩	ঠিকাদারী কাজের বিপরীতে জরিমান ও দন্ড	৮০০.০০	৭১৪.৫০	৮৯%

ক্রমিক নং	আয়ের উৎস	আয়ের লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত আয়	শতকরা হার
৪	বাজেয়াপ্ত জামানত/বায়না	৫০০.০০	৩৯৪.০৩	৭৮%
৫	ল্যাবরেটরী টেষ্ট ফিস	৫০০০.০০	৫২২৩.১৩	১০৪%
৬	পরীক্ষা ফি	৫.০০	২০.৮১	৪১৬%
৭	এলজিইডি'র যানবাহন ব্যবহার বাবদ ভাড়া	২.৫০	২.৬১	১০৪%
৮	ভাড়া (আবাসিক)	১৫.০০	২৯.০৬	১৯৩%
৯	ভাড়া (অনাবাসিক)	৯৯.৬৪	২৪.৯১	২৫%
১০	এলজিইডি'র নির্মাণ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ব্যবহার বাবদ ভাড়া	২৩০০.০০	২০৬৪.৩৯	৮৯%
১১	টেন্ডার ও অন্যান্য দলিল পত্রাদি বিক্রয়	৪২০০.০০	৪৬৮৫.২৪	১১১%
১২	অব্যবহৃত ও অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিক্রয়	৫০.০০	৪৮.৬৪	৯৭%
১৩	প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থ আদায়	১২০০.০০	২৪২৩.৯৩	২০১%
১৪	বিবিধ রাজস্ব প্রাপ্তি	৭০০.০০	১১৮৪.৬৩	১৬৯%
	মোট	১৫৮৭২.৫০	১৭৬৫৮.৩০	১১১%

২.১.৪ আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা (অডিট)

বরাদ্দকৃত সরকারী অর্থের যথাযথ ব্যবহার ও আর্থিক শৃংখলা রক্ষায় এলজিইডি নিরীক্ষা কার্যক্রমের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এজন্য বিভিন্ন পর্যায়ে উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিস্পত্তির লক্ষ্যে এলজিইডি'র বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের পরিচালকগণ FAPAD অধিদপ্তর, জিওবি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ এবং জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীগণ পূর্ত অডিট অধিদপ্তর (Works Audit) অফিসের সাথে সমন্বয় করে স্ব-স্ব নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার মাধ্যমে অডিট আপত্তির জবাব সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে প্রেরণপূর্বক নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। অডিট আপত্তির গুরুত্বভেদে প্রয়োজনে দ্বি-পক্ষীয়/ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপত্তিসমূহ নিস্পত্তি করা হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে অডিট আপত্তির সারসংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

১। বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত অনিস্পত্তি ৪৭৬ টি এবং ২০১১-১২ অর্থবছরের নতুন ১৪৭ টিসহ মোট ৬২৩ টি উত্থাপিত অডিট আপত্তির মধ্যে ১৯১ টির নিস্পত্তি হয়েছে। বর্তমানে ৪৩২ টি অনিস্পন্ন আছে;

২। জিওবি প্রকল্পে মোট ২০৩ টি আপত্তির মধ্যে ৫৮ টি নিস্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিস্পন্ন আপত্তির সংখ্যা ১৪৫ টি।

৩। পূর্ত অডিটের ক্ষেত্রে মোট ১,২৮৩ টি আপত্তির মধ্যে ৮৮ টি নিস্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিস্পন্ন আছে ১,১৯৫ টি।

সারনি- ৫ এলজিইডি'র সূচনাকাল থেকে ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত অডিট সংক্রান্ত তথ্য

অডিট আপত্তির ধরন	আপত্তির সংখ্যা	নিস্পত্তির সংখ্যা	অনিস্পত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের অডিট আপত্তি	৫,২৭৯	৪,৮৪৭	৪৩২	৩০৮.৫৬
পূর্ত কাজের অডিট আপত্তি	৫,২৯১	৫,০৯৬	১,১৯৫	৬৫১.৯৭
জিওবি (প্রকল্প)	৫১৫	৩৭০	১৪৫	৪০৮.৮৭
মোট	১২,০৮৫	১০,৩১৩	১,৭৭২	১,৩৬৯.৪০

২.২ ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি) ইউনিট

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরী সহায়তা প্রদান, পল্লী ও শহর অঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য দূরীকরণে এলজিইডি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম দেশে-বিদেশে এবং উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে সব সময় প্রশংসিত হয়ে আসছে। এ সফলতার পিছনে একটি অন্যতম নিয়ামক শক্তি হলো প্রতিষ্ঠানটির কাজকর্মের সংগে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ। Information and Communication Technology (ICT)-র ব্যবহার এলজিইডি'র কর্মব্যবস্থাপনাকে বরাবরই প্রভাবান্বিত করে আসছে। সারাদেশের অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরীবিক্ষণ গতিশীল ও কার্যকর করতে এলজিইডি'র MIS ও GIS ইউনিট ICT ভিত্তিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে।

২.২.১ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS)

ICT প্রয়োগের মাধ্যমে এলজিইডির উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং এলজিইডি'র MIS Development এর ক্ষেত্রে MIS সেকশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে MIS সেকশন নিচে বর্ণিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলি সম্পাদন করেছেঃ

১) এলজিইডি'র সেবাসমূহ সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য ডাইনামিক ওয়েব পোর্টাল (www.lged.gov.bd) তৈরী করা হয়েছে, যেখানে এলজিইডি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। তথ্যবহুল ওয়েবসাইটটিতে চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় গৃহীত স্কীমসমূহের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করার পাশাপাশি দেশের সকল জেলা ও উপজেলার ম্যাপসমূহ ডাউনলোড করা সম্ভব।

২) জেলা, উপজেলা ও এলজিইডি'র সদর দপ্তর পর্যায়ের সকল দরপত্রের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ও কার্যাদেশ এলজিইডি'র ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে।

৩) এলজিইডি সদর দপ্তরে বিভিন্ন সার্ভারের মাধ্যমে প্রায় ৮০০ টি কম্পিউটার Local Area Network (LAN) এর আওতায় আনা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

৪) এলজিইডি সদর দপ্তরে 10 mbps ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে প্রায় ৬০০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত এ সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫) এলজিইডি'র নিজস্ব domain এ সদর দপ্তর, অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল অফিসে ই-মেইল সেবা চালু করার মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের অফিসের সাথে তথ্য আদান প্রদান সহজতর হয়েছে।

৬) সদর দপ্তর থেকে এলজিইডি'র প্রত্যেক স্তরের কর্মকর্তার কাছে দ্রুততার সঙ্গে জরুরী বার্তা পাঠানোর জন্য মোবাইল SMS Broadcast সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

৭) এলজিইডি সদর দপ্তরে নিজস্ব FTP সার্ভার চালুকরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এর মাধ্যমে এলজিইডি'র প্রত্যেক স্তরের অফিসের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি, ছবি ও ভিডিও ফাইল সহজে আদান প্রদান করা সম্ভব হবে।

৮) এলজিইডি'র জন্য খসড়া MIS-Strategy & Action Plan প্রস্তুত করা হয়েছে। এর আওতায় সদর দপ্তরে Wide Area Network (WAN) System বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

২.২.২ জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS)

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কাজে প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এলজিইডি'র GIS সেকশন গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এলজিইডি'র GIS সেকশন কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

১) মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেশের সকল উপজেলা সড়কসমূহের তথ্য হালনাগাদ করে উপজেলা ম্যাপসমূহ হালনাগাদ করা হয়েছে।

২) দেশের সকল জেলার জেলা ম্যাপসমূহ মুদ্রণ করা হয়েছে। এতে করে জনসাধারণ সহনীয় মূল্যে জেলা ম্যাপ সংগ্রহ করতে পারবে।

৩) দেশের সকল মৌজার মৌজা বাউন্ডারী, মৌজার নাম ও মৌজা নং সংশোধন করে উপজেলা ভিত্তিক সংশোধিত মৌজা বাউন্ডারী Layer প্রস্তুত করা হয়েছে। এর ফলে GIS ডাটাবেজ সমৃদ্ধ হয়েছে এবং উপজেলা ম্যাপসমূহ আরো বেশী তথ্যবহুল হয়েছে।

৪) "Development of Disaster Damage Database and Mapping" শীর্ষক কার্যক্রমের আওতায় ৪৮ টি জেলার ৮০ টি উপজেলায় কার্যক্রমটি সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এর আওতায় অর্ন্তভুক্ত জেলা ও উপজেলাসমূহের উপজেলার সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের "Rural Infrastructure Disaster Damage Database and Mapping" শীর্ষক কর্মশালার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যা বন্যা কবলিত উপজেলার ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর বন্যা পরবর্তী তথ্য সংগ্রহ ও এ সংক্রান্ত ম্যাপ প্রণয়নে অপরিহার্য।

৫) নবগঠিত নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকার স্যাটেলাইট ইমেজ কেনা হয়েছে এবং এগুলির মাধ্যমে উক্ত এলাকার Detail Area Mapping প্রস্তুত করা হচ্ছে।

২.৩ পরিকল্পনা ইউনিট

২.৩.১ গ্রামীণ সড়ক মহাপরিকল্পনা (Rural Road Master Plan)

পল্লী অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন বিশেষতঃ পল্লী অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষি পণ্যের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে ২০০৫-২৫ সাল পর্যন্ত ২০ বছর মেয়াদে একটি দীর্ঘ মেয়াদী গ্রামীণ সড়ক মহাপরিকল্পনা (Rural Road Master Plan) অনুসরণ করা হচ্ছে। বিগত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, চলতি জাতীয় দারিদ্র বিমোচন কৌশল-২ (সংশোধিত), ২০০৯-১১ এবং পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত সড়ক শ্রেণী পুনর্বিন্যাসের নিরিখে সমগ্র দেশের গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামোর বর্ণনামূলক তালিকা (Inventory) পর্যালোচনাপূর্বক বিভিন্ন জেলা/অঞ্চলের উন্নয়নের সার্বিক অবস্থা, সামগ্রিক চাহিদা, অনগ্রসরতা, আর্থিক সংস্থান ইত্যাদিকে বিবেচনায় নিয়ে সুষম উন্নয়নের বিষয়কে এই মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে উপজেলা থেকে GIS প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে যা বিশেষভাবে উল্লেখের অবকাশ রাখে। তাছাড়া, এলজিইডি'র মাঠ পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপজেলা প্রকৌশলী এবং তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে সম্পৃক্ত করে হালনাগাদকৃত উপজেলাভিত্তিক বেজ ম্যাপকে এই মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে একটি মৌলিক দলিল হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

২.৩.১.১ গ্রামীণ সড়ক মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্য

১। পল্লী এলাকার জীবনযাত্রা সহজ ও সাবলীল করার উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী একটি কার্যকর ও সময়োপযোগী অবিচ্ছিন্ন গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক চিহ্নিত করা;

২। দেশের সকল গ্রোথ সেন্টার, সকল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, অধিকাংশ গ্রামীণ বাজার ও অন্যান্য সেবা কেন্দ্রগুলিকে পাকা সড়ক পথে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করা;

৩। কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিপণন সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;

৪। পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করা; এবং

৫। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ ও স্থানীয় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা।

২.৩.১.২ গ্রামীণ সড়ক মহাপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য তথ্যাদি

সারনি-৬ গ্রামীণ অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগ	মোট দৈর্ঘ্য/ সংখ্যা	উন্নয়নকৃত দৈর্ঘ্য/ সংখ্যা		২০১১-১২ অর্থবছর		অনির্মিত দৈর্ঘ্য/ সংখ্যা
			নির্মিত (পাকা)	আংশিক (এইচবিবি)	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
১	উপজেলা সড়ক ঃ						
	সড়ক (কিঃমিঃ)	৩৭,৮২২	২৯,৭৫০	২,৫৫৬	১,০৪৫	১,০৩২	৮,০৭৩
	ব্রিজ/কালভার্ট (মিঃ)	৪,৬৬,৬৫৩	৩,৬৯,৯২৭	-	১১,৮৯৭	১১,৯০০	৯৬,৭২৬
২	ইউনিয়ন সড়ক ঃ						
	সড়ক (কিঃমিঃ)	৪৪,৭৫১	২২,০৪৫	৪,২৯৮	১,৬২৩	১,৬৫১	২২,৭০৫
	ব্রিজ/কালভার্ট (মিঃ)	৪,২৯,৮০৮	৩,০৫,৬০৮	-	৪,৪১১	৪,৫৩১	১,২৪,২০০

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগ	মোট দৈর্ঘ্য/ সংখ্যা	উন্নয়নকৃত দৈর্ঘ্য/ সংখ্যা		২০১১-১২ অর্থবছর		অনির্মিত দৈর্ঘ্য/ সংখ্যা
			নির্মিত (পাকা)	আংশিক (এইচবিবি)	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
৩	**গ্রামীণ সড়ক টাইপ- এ ঃ**						
	সড়ক (কিঃমিঃ)	১,০৯,৬১৯	২০,৯৬৮	৬,৯৬৬	১,১১৩	১,১০৬	৮৮,৬৫১
	ব্রিজ/কালভার্ট(মিঃ)	৫,৭৪,৩৪৮	৩,২৪,১৮০	-	৫,৮৯৫	৬,০৫৫	২,৫০,১৬৮
৪	**গ্রামীণ সড়ক টাইপ- বি ঃ**						
	সড়ক (কিঃমিঃ)	১,০৬,১৫৫	৭,৭৫৩	৩,৪৭২	৫৯৯	৫৯৫	৯৮,৪০২
	ব্রিজ/কালভার্ট(মিঃ)	৩,৭২,৬৪২	১,৫৫,১৮৪	-	৩,৮২৫	৩,৯২৯	২,১৭,৪৫৮
৫	**গ্রোথ সেন্টার (সংখ্যা)**	২,১০০	১,৬৫৬	-	২২২	২১২	৪৪৪
৬	**গ্রামীণ বাজার (সংখ্যা)**	১৫,২৬৩	১,৭৯৩	-	৪৭	৫৩	১৩,৪৭০
৭	**ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন (সংখ্যা)**	৪,৪৯৮	২,৫৯২	-	১৭	১৭	১,৯০৬

২.৩.২ নগরায়ন ও নগর মহাপরিকল্পনা

বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে শহর এবং নগরসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দারিদ্র, আয়ের সীমিত সুযোগ, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ বেশ কিছু কারণে বাংলাদেশে গ্রাম থেকে মানুষের শহরে অভিপ্রয়াণের (Migration) হার অত্যন্ত বেশী। এর সাথে উচ্চ জন্মহার যোগ হয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে এশিয়ার দ্রুততম নগরায়ন সংগঠিত দেশগুলির একটিতে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে নগর জনগোষ্ঠী দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৭ ভাগ হলেও জাতীয় উৎপাদনে নগর জনগোষ্ঠীর অবদান শতকরা ৪৫ ভাগের বেশী। বাংলাদেশের মোট নগর জনসংখ্যা ইতোমধ্যেই ৩ কোটি ৮০ লক্ষ ছাড়িয়েছে এবং দ্রুত গতিতে অর্থাৎ বছরে শতকরা প্রায় ৪ ভাগ হারে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে, রাজধানী তথা দেশের প্রধান নগরী ঢাকা এবং বন্দর নগরী চট্টগ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরও বেশী। বাংলাদেশে মোট শহরের (নগর) সংখ্যা ৫২২ টি হলেও দেশের মোট নগর জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগই ঢাকাসহ মাত্র চারটি মহানগরে বসবাস করে। বাকী ৪০ ভাগের বসবাস ছোট ও মাঝারী শহরগুলিতে। স্থানিক ভারসাম্যহীনতায় বিন্যাস্ততার কারণে দেখা যায় বাংলাদেশের কয়েকটি মহানগর অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অথচ অপরিকল্পিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে ছোট ছোট নগর সামগ্রিকভাবে দ্রুত বৃদ্ধি না পেলেও তাদেরও নগরায়ন ঘটছে অপরিকল্পিতভাবে। ফলে একদিকে যেমন খাল-বিল, নদী-নালা দখল ও ভরাট হয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি নিষ্কাশন বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে অন্যদিকে মানুষ মাত্র কয়েকটি মহানগরে বসবাসে আগ্রহী হওয়ায় উন্নয়ন ভারসাম্যহীন ও বাধাগ্রস্থ হয়ে বৈষম্য সৃষ্টি করছে।

নগর হচ্ছে জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন কেন্দ্র যা উন্নয়ন পরিকল্পনা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিনোদন কর্মকান্ড ও বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে সর্বাধিক বিবেচিত। কেবলমাত্র পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে একদিকে যেমন মাঝারী ও ছোট শহরগুলি অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ও নান্দনিকভাবে আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলা যায় তেমনি সামঞ্জস্যপূর্ণ বিনিয়োগের মাধ্যমে বড় বড় শহরের সমস্যাও কমানো যায়। পরিকল্পিত উপায়ে সকল শহরের ভৌত উন্নয়ন বিদ্যমান ভারসাম্যহীনতা থেকে উত্তরণসহ নগর অঞ্চলের অধিক উৎপাদনশীলতা তথা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের অর্জনকে টেকসই করা সম্ভব হবে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনটি স্তরে মহাপরিকল্পনা প্রণীত হচ্ছে :

১) স্ট্রাকচার প্ল্যান- দীর্ঘ মেয়াদী (২০ বছর) কৌশলগত পরিকল্পনা,

২) আরবান এরিয়া প্ল্যান-মধ্য মেয়াদী (১৫ বছর) তিনটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার সমন্বয় যথা; ল্যান্ড ইউজ প্ল্যান, ট্রাফিক এন্ড ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান এবং ড্রেইনেজ এন্ড এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান, এবং

৩) ওয়ার্ড এ্যাকশন প্ল্যান-স্বল্প মেয়াদী (৫ বছর) ও সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়নের নির্দেশনাসহ পরিকল্পনা।

বর্তমান মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের অন্যতম শক্তিশালী দিক হ'লো মেধা-শ্রম ও প্রযুক্তি প্রয়োগে নির্ভুলভাবে জিআইএস নির্ভর তথ্যভান্ডার প্রস্তুতকরণ, বেইজ ম্যাপ তৈরী ও অংশীদারগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন। এর মাধ্যমে ২৪৬ টি পৌরসভা শহরের সকল তথ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বহুমূখী ব্যবহার এবং পরিবর্তনের সাথে সাথে নির্দিষ্ট সময় পর পর ডিজিটাল তথ্য-উপাত্ত সংশোধন করা সম্ভব। এ ধরণের ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনা আমাদের সকলের প্রত্যাশিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার পথে অন্যতম অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। ইতোমধ্যে উপজেলা পর্যায়ের ২২৩ টি শহরের মধ্যে ১৮৪ টি শহরের এবং জেলা পর্যায়ের ২১ টি শহরের মধ্যে ২০ টি শহরের সকল ধরনের সার্ভে সম্পন্নপূর্বক ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনা নির্মাণ ও মানচিত্র তৈরীর কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে, যার মধ্যে ১০০ টি শহরের চূড়ান্ত ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনা ও মানচিত্র নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও রংপুর বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন কাজ চলমানসহ কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের সার্বিক প্রস্তুতি চলছে। আশা করা যায় জুন ২০১৩ এর পূর্বেই উল্লেখিত ২৪৬ টি পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করার মাধ্যমে এক যুগান্তকারী মাইলফলকে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

২.৪ ডিজাইন ইউনিট

এলজিইডি'র "ডিজাইন ইউনিট" কর্তৃক সম্পাদিত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নরূপঃ

১। ব্রিজ, কালভার্ট, ভবন, মার্কেট, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, স্কুল ভবন, বাস টার্মিনাল, হাসপাতাল, অডিটোরিয়াম, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, মডেল থানা, পৌর ভবন ইত্যাদিসহ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ এবং পৌরসভাসমূহের অন্যান্য অবকাঠামোর স্থাপত্য ও কাঠামোগত ডিজাইন প্রণয়ন;

২। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার পূর্ত অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণয়ন;

৩। বিভিন্ন প্রকল্পের উপদেষ্টা ফার্ম কর্তৃক প্রণীত অবকাঠামোর স্থাপত্যগত ও কাঠামোগত ডিজাইনসমূহের পর্যালোচনা, পরীক্ষা ও অনুমোদন দান;

৪। বিভিন্ন অবকাঠামোর স্থাপত্যগত ও কাঠামোগত ডিজাইন সংক্রান্ত উপাত্ত সংরক্ষণ;

৫। মাঠ পর্যায়ে ডিজাইন সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যাবলী নিরসনে সরেজমিন পরিদর্শন এবং কারিগরী পরামর্শ প্রদান;

৬। এলজিইডি'র মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীদের ডিজাইন-ড্রইং-নির্মাণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান;

৭। ডিজাইন ইউনিটে কর্মরত প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজন করা;

৮। আরসিসি/পিসি গার্ডার ব্রিজের ম্যানুয়াল, গাইড লাইনস, Standards for Bridge Design in LGED, LGED Schedule of Rates এবং কারিগরী স্পেসিফিকেশন হালনাগাদকরণ;

২.৪.১ ব্রিজ ডিজাইন সেকশন

উক্ত কার্যক্রমসমূহ এই ইউনিটের ব্রিজ ডিজাইন সেকশন নিজস্বভাবে এবং পরামর্শকগণের মাধ্যমে ২০১১-১২ অর্থবছরে ব্রিজ ডিজাইনের কাজ সম্পাদন করেছে যা যথাক্রমে সারনি-৭ এবং সারনি-৮ তে প্রদর্শিত হয়েছে।

সারনি-৭ ২০১১-১২ অর্থবছরে ডিজাইনকৃত ব্রিজ স্কীমের তালিকা

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ (দৈর্ঘ্য)	বাস্তবায়নে	সংখ্যা
১	৫০০ মিটারের উর্ধ্বে	এলজিইডি	০১ টি
২	৪০০ মিটারের উর্ধ্বে এবং ৫০০ মিটারের নীচে	এলজিইডি	০১ টি
৩	৩০০ মিটারের উর্ধ্বে এবং ৪০০ মিটারের নীচে	এলজিইডি	০৪ টি
৪	২০০ মিটারের উর্ধ্বে এ বং ৩০০ মিটারের নীচে	এলজিইডি	০৫ টি
৫	১০০ মিটারের উর্ধ্বে এবং ২০০ মিটারের নীচে	এলজিইডি	১৮ টি
৬	১০০ মিটারের নীচে	এলজিইডি	৯৭ টি
	মোট	-	১২৬ টি

সারনি-৮ ২০১১-১২ অর্থবছরে পরামর্শক কর্তৃক ডিজাইনকৃত ব্রিজের ডিজাইন যাচাইকরণ

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ (দৈর্ঘ্য)	বাস্তবায়নে	সংখ্যা
১	৫০০ মিটারের উর্ধ্বে	এলজিইডি	০৫ টি
২	১০০ মিটারের নীচে	এলজিইডি	১৮ টি
	মোট	-	২৩ টি

২.৪.২ ভবন ও সড়ক ডিজাইন সেকশন

পূর্ত অবকাঠামোর ভবন ও সড়ক সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রম এলজিইডি তার 'ভবন ও সড়ক ডিজাইন সেকশন'-এর মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ সেকশন কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

সারনি-৯ ২০১১-১২ অর্থবছরে ডিজাইনকৃত বিল্ডিং স্কীমের তালিকা

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ (দৈর্ঘ্য)	বাস্তবায়নে	সংখ্যা
১	জাতীয় মহিলা সংস্থা জেলা কমপ্লেক্স	এলজিইডি	০৫ টি
২	উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন সম্প্রসারণ	এলজিইডি	২৫ টি
৩	নব সৃষ্ট ও নদী ভাঙ্গনে বিলীন উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	এলজিইডি	০৩ টি
৪	মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিস্তম্ভ, পাঠাগার ও রেষ্টহাউজ	এলজিইডি	১৮ টি
৫	ঢাকা অফিসার্স ক্লাব নির্মাণ	এলজিইডি	০১ টি
৬	রেষ্ট হাউজ	এলজিইডি	০২ টি
৭	১০০০ সিটের অডিটরিয়াম	জেলা পরিষদ	০২ টি
৮	৫০০/কম সিটের অডিটরিয়াম	জেলা পরিষদ	১২ টি
৯	মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ	জেলা পরিষদ	০৫ টি
১০	জেলা পরিষদের অফিস ভবন উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ	জেলা পরিষদ	০৩ টি
১১	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার বাসভবন ডিজাইন	জেলা পরিষদ	০৫ টি
১২	শিশু পার্ক উন্নয়ন	জেলা পরিষদ	০৩ টি
১৩	মার্কেট নির্মাণ	জেলা পরিষদ	০৮ টি
১৪	বহুতল ভবন নির্মাণ (১০ তলা বা তদূর্ধ্ব)	জেলা পরিষদ	০২ টি
১৫	মসজিদ নির্মাণ	জেলা পরিষদ	০২ টি
১৬	একডেমিক ভবন নির্মাণ	জেলা পরিষদ	১১ টি
১৭	বিভিন্ন শহরের প্রবেশ দ্বারে গেইট নির্মাণ	জেলা পরিষদ	০৩ টি
১৮	শহীদ মিনার নির্মাণ	জেলা পরিষদ	০১ টি
১৯	ডাকবাংলো নির্মাণ	জেলা পরিষদ	১৫ টি
২০	কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে সুগন্ধা পয়েন্টে চেঞ্জিং পয়েন্ট নির্মাণ	জেলা পরিষদ	০১ টি
২১	যশোর জেলায় গদখালী বাজারে ফুল প্যাকিং ও বাজার জাতকরণের জন্য সেড নির্মাণ	জেলা পরিষদ	০১ টি
২২	পৌর ভবন নির্মাণ	পৌরসভা	০৭ টি
২৩	পৌর মার্কেট নির্মাণ	পৌরসভা	০৫ টি
	মোট	-	১৪০ টি

উল্লিখিত তালিকার বাইরেও অবকাঠামোর প্রাক্কলন ও ডিজাইন, ডিজাইন ইউনিট কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে।

২০১১-১২ অর্থবছর হতে বিভিন্ন পরামর্শক কর্তৃক প্রণীত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিল্ডিং, ডিজাইনে Structural Analysis ও Design Software ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং সকল অবকাঠামোর Structural Analysis ও ডিজাইন কাজ Software ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। উপরন্তু, জেলা পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে যে কোন ব্রিজ নির্মাণ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রণয়ন ও দাখিলের ক্ষেত্রে যথাযথ কারিগরী দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

২.৫ মনিটরিং ও মূল্যায়ণ ইউনিট

সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রেক্ষিতে গৃহীত কর্মসূচিসমূহের সময়মত সুষ্ঠু বাস্তবায়নসহ বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা 'মনিটরিং এবং মূল্যায়ণ ইউনিট' এর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এক্ষেত্রে এই ইউনিট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহে এবং সংশ্লিষ্ট দাতাগোষ্ঠীকে নির্ধারিত ছকে প্রয়োজন মোতাবেক তথ্যাদি ও প্রতিবেদন নিয়মিত বা জরুরী ভিত্তিতে চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করে থাকে। একই সঙ্গে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নকে নির্দেশিত পথে পরিচালিত এবং সঠিক সময়ের মধ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ বরাদ্দকৃত অর্থের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের ব্যাপারেও পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালকগণকে এবং মাঠ পর্যায়ে উপদেশ প্রদানসহ প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

২.৫.১ প্রতিবেদন প্রণয়ন

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত (ADP) প্রকল্পসমূহের প্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং প্রকল্প পরিচালকগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণপূর্বক এলজিইডি'র মনিটরিং ও মূল্যায়ণ ইউনিট বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করে এবং সেগুলো চাহিদা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহে প্রেরণ করে। তাছাড়া এসব তথ্য ও প্রতিবেদন মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, IMED, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD), পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন সেক্টর, কার্যক্রম বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থায় পাঠানো হয়।

বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এবং দাতা সংস্থার প্রতিনিধি/মিশন কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের জন্য তাৎক্ষণিক চাহিদা অনুযায়ী তথ্যাদী সংগ্রহ ও সঙ্কলনপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে/সংস্থায় পাঠানো হয়।

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি/Mission এর সংগে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে আলোচনার লক্ষ্যে কার্যপত্র প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণ ছাড়াও DPEC, PEC, ECNEC সভার কার্যপত্র প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া হয়।

এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িতব্য উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাজেট প্রণয়ন করা হয় এবং প্রয়োজনীয় বরাদ্দের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ তৈরীর লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তৈরীকৃত IBAS Software এ তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়।

সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) নির্ধারিত ছকে প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে IMED এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার নিকট পাঠানো হয়।

২.৫.২ মাসিক প্রাক-পর্যালোচনা সভা

স্থানীয় সরকার বিভাগে অনুষ্ঠিত মাসিক পর্যালোচনা সভার প্রাক-পর্যালোচনা হিসাবে এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি'র সভাপতিত্বে প্রতি মাসে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণপূর্বক সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত সভায় প্রকল্পভিত্তিক মাস-ওয়ারী অগ্রগতি, কম অগ্রগতি সম্পন্ন প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে অগ্রগতি কমের কারণ, পরিদর্শন টীমসমূহ, অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালকগণ কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ অন্যান্য পর্যালোচনা প্রতিবেদন, কাজের গুণগতমানসহ অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়া, গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সৃষ্ট কোনরূপ জটিলতা বা প্রতিবন্ধকতা নিরসনকল্পে প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি'র সভাপতিত্বে সময়ে সময়ে বিশেষ পর্যালোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়। এ ধরনের সভাগুলিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন তদারকি করা হয়।

২.৫.৩ মাসিক পর্যালোচনা সভা

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় ADP ছক এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ছকে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের প্রতিবেদন দাখিলের প্রেক্ষিতে অগ্রগতি পর্যালোচনা ও চিহ্নিত সমস্যাসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে

নিয়মিত মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সভায় চিহ্নিত সমস্যাসমূহের সমাধানসহ প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রদত্ত পরামর্শ/উপদেশ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের তদারকি করা হয়। এছাড়া, IMED এবং পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ/মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

২.৫.৪ ২০১১-১২ অর্থবছরের এলজিইডি'র উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা

এলজিইডি সদর দপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, উপ-পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালকসহ মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে ১০ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২০১১-১২ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডের উপর এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোকচিত্র-১ঃ জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী এলজিইডি'র উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন।

সভায় ২০১১-১২ অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বর ২০১১ সময়ে এলজিইডি'র সকল প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি, জুন ২০১২ তে সমাপ্য ১৩ টি প্রকল্প, জেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান অবকাঠামোর অগ্রগতি, অননুমোদিত প্রকল্পের তালিকা, বৃক্ষরোপণ, বিভিন্ন পর্যায়ের পরিদর্শন টীমের প্রতিবেদনসহ এলজিইডি'র বিভিন্ন তথ্যাদি তুলে ধরা হয়। পরিদর্শন টীম কর্তৃক চিহ্নিত যেসব ত্রুটিপূর্ণ স্কীম সংশোধন করা হয়নি সেগুলি সংশোধনসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি দ্রুত সম্পন্নের জন্য তাগিদ প্রদান করা হয়।

সভার সভাপতি প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় এলজিইডি'র প্রকৌশলীগণকে তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের প্রতিটি স্তরে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং দক্ষতার ছাপ রাখার মাধ্যমে এলজিইডি কর্তৃক এ যাবৎ অর্জিত সুনাম এবং সুখ্যাতিকে সমুন্নত রাখার আহবান জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এলজিইডি পরিবারের প্রতিটি সদস্যই একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জাতীয় উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন এবং ক্ষমতাসীন সরকারের রূপকল্প-২০২১ তে প্রতিশ্রুত দিন বদলের সনদকে পূর্ণরূপ দানে প্রত্যেকে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অবদান রাখবেন।

প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীবর্গ, উর্দ্ধতন কর্মকর্তা এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সময়ে সময়ে বিভিন্ন জেলায় সফরকালে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলার মৌলিক তথ্যাদি, অর্থ প্রবাহ, বর্তমান অবস্থাসহ সামগ্রিক চিত্রসহ প্রস্তুত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.৫.৫ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীবর্গ এবং জাতীয় সংসদের জন্য তথ্য সরবরাহ

১। প্রকল্প পরিচালক এবং মাঠ পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত স্কীমের অগ্রগতি, রোড-ম্যাপ বাস্তবায়নে অগ্রগতি এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অগ্রগতিসহ চাহিদা মোতাবেক অন্যান্য প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়। এছাড়া, এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদনও স্থানীয় সরকার বিভাগে পাঠানো হয়।

২। জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পাঠানো হয়।

৩। জাতীয় সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক মাননীয় সংসদ সদস্যগণের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব প্রদানের নিমিত্তে প্রকল্প পরিচালকগণের এবং মাঠ পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলী/উপজেলা প্রকৌশলীগণের নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে পাঠানো হয়।

৪। জাতীয় সংসদের বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি যেমন-স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি, সরকারী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কমিটির সভার কার্যপত্র প্রণয়নের নিমিত্তে চাহিদা মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করা হয়।

২০১১-১২ অর্থবছরে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত ৫২৫ টি প্রশ্ন/নোটিশের জবাব এলজিইডি'র প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট কর্তৃক প্রদান করা হয়।

২.৫.৬ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ

এলজিইডি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত পত্রিকায় প্রকাশিত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা করা হয় এবং পরিলক্ষিত ত্রুটির ত্বরিৎ সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ত্রুটি সংশোধনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে এবং অনিয়মে জড়িত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী ও ঠিকাদারগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

২০১১-১২ অর্থবছরে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে এলজিইডি সংশ্লিষ্ট মোট ১৮৫ টি সংবাদ প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে দরপত্র সংক্রান্ত অনিয়ম ৭ টি, দাপ্তরিক দুর্নীতি/অনিয়ম সংক্রান্ত ৭ টি, ব্যক্তিগত দুর্নীতি/অনিয়ম/ আত্মসাৎ সংক্রান্ত ৪ টি, বাস্তবায়িত কাজে ত্রুটি/অসম্পূর্ণতা সংক্রান্ত ৫৫ টি, উন্নয়নমূলক কাজ পরিত্যক্ত/ মন্থর গতি সংক্রান্ত ২৮ টি এবং বিভিন্ন বিষয়ে/সমস্যা সমাধানে এলজিইডি'র প্রশংসা/দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এরূপ বিষয় সংক্রান্ত ৮৪ টি।

অনুচিত্র-৩ পত্রিকায় প্রকাশিত এলজিইডি সম্পর্কিত সংবাদের তুলনামূলক চিত্র

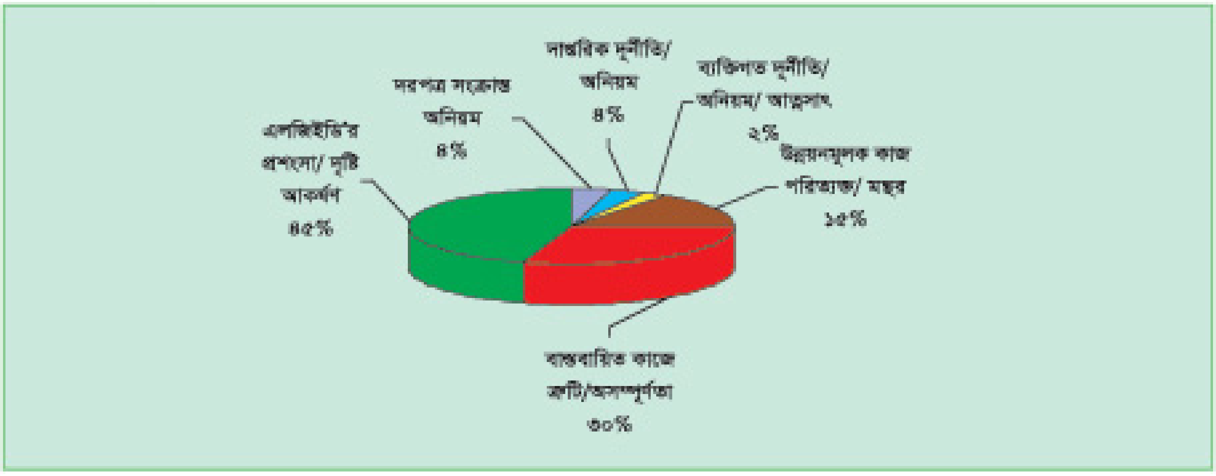

প্রকাশিত ১৮৫ টি সংবাদের সত্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে এলজিইডি ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনান্তে ২৬ টির ক্ষেত্রে এলজিইডি'র কোন সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি, ৩৯ টির ক্ষেত্রে সংবাদ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয় এবং ১ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে তদন্ত প্রক্রিয়াধীন ছিল। প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে ত্রুটি সংশোধনের লক্ষ্যে এলজিইডি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তদ্‌প্রেক্ষিতে জুন ২০১২ এর মধ্যে ৫০ টির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে এবং ২৬ টির ক্ষেত্রে সংশোধন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, নেতিবাচক নয় অথচ সমস্যা সমাধানে এলজিইডি'র দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এমন ৩৩ টির ক্ষেত্রে এলজিইডি কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে। বাকী ১০ টির ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলজিইডি'র দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও এলজিইডি'র করণীয় কিছু ছিল না।

অনুচিত্র-৪ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের উপর এলজিইডি'র গৃহীত ব্যবস্থাদির তুলনামূলক চিত্র

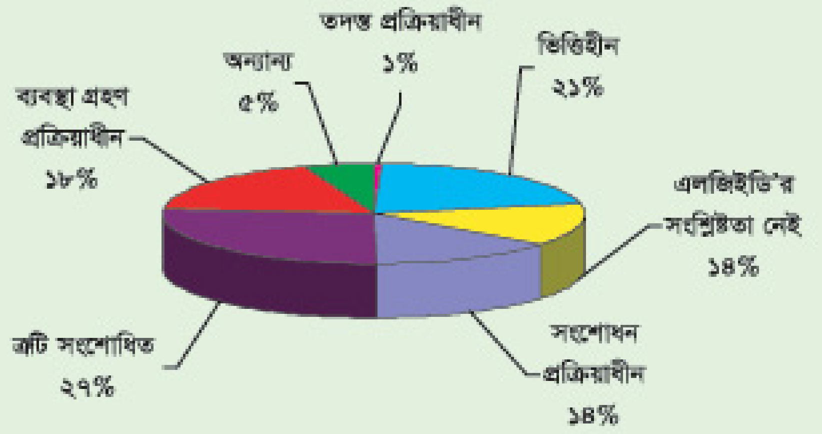

২.৫.৭ ২০১১-১২ অর্থবছরে পরিদর্শন টীমের প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং কাজের গুণগতমান নিশ্চিতকরণপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ ছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগের ২০ টি পরিদর্শন টীম, এলজিইডি সদর দপ্তর পর্যায়ে গঠিত ১৯ টি পরিদর্শন টীম এবং ১০ টি অঞ্চলের আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করে। এইরূপ পরিদর্শন প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক ত্রুটি সংশোধনের জন্য মাঠ পর্যায়ে নির্দেশ দেয়াসহ অনিয়মে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলজিইডি সদর দপ্তরের প্রশাসন ইউনিটকে অবহিত করা হয়।

২০১১-১২ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিদর্শন টীম কর্তৃক ৩২৪ টি উন্নয়নমূলক কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৯ টি স্কীম ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয়। এগুলির মধ্যে ৩৬ টি জুন ২০১২ এর মধ্যে সংশোধন করা হয়েছে এবং ত্রুটিযুক্ত অংশের ৩ টি কাজ বাতিল করা হয়েছে।

একই অর্থবছরে এলজিইডি সদর দপ্তরের পরিদর্শন টীম কর্তৃক পরিদর্শিত উন্নয়নমূলক কাজের সংখ্যা ৪১৭ টি যার মধ্যে ১২৯ টি স্কীম ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয়। ত্রুটিপূর্ণ স্কীমসমূহের মধ্যে ১২৬ টি জুন ২০১২ এর মধ্যে সংশোধন করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৩ টি স্কীমের ত্রুটি-সংশোধন বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।

২০১১-১২ অর্থবছরে আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ ৮০৬ টি উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করে ২৩৭ টি স্কীমকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এগুলির মধ্যে ২৩৫ টি জুন ২০১২ এর মধ্যে সংশোধন করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২ টি স্কীমের ত্রুটি-সংশোধন বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।

এই অর্থবছরে এলজিইডি'র বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ ২৮১ টি উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করে ৭৬ টি স্কীমকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এগুলির মধ্যে ৭৫ টি জুন ২০১২ এর মধ্যে সংশোধন করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১ টি স্কীমের ত্রুটি-সংশোধন বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।

২.৫.৮ ২০১১-১২ অর্থবছরে ভৌত কর্মসূচি বাস্তবায়ন

২০১১-১২ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরে ৫৯ টি, ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরে ১৬ টি, কৃষি সেক্টরে ২ এবং পরিবহন সেক্টরে ৫ টিসহ সর্বমোট ৮২ টি প্রকল্প বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ অনুযায়ী পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এলজিইডি বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়া, অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দের ভিত্তিতে এলজিইডি ১১ টি প্রকল্প ও রাজস্ব বরাদ্দের বিপরীত ৩ টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। সরকার কর্তৃক জারীকৃত The Public Procurement Act, 2006 এবং The Public Procurement Rules, 2008 (PPR-2008) অনুসরণে এ সকল কার্যক্রমের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরেও এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত এরূপ প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ, অগ্রগতি, ব্যয় ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি নিচের অনুচিত্রগুলিতে প্রদর্শন এবং সারনিগুলিতে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

অনুচিত্র-৫ ২০১১-১২ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের প্রকল্প সংখ্যা ও বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র

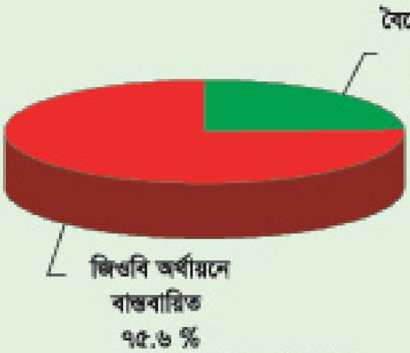

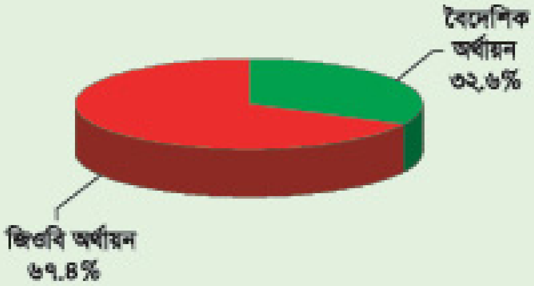

সারনি-১০ ২০১১-১২ অর্থবছরের স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এলজিইডি'র সেক্টরভিত্তিক অগ্রগতির চিত্র

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	সেক্টর নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১১-১২ অর্থবছরে			
			বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	বাস্তব অগ্রগতি
(১)	পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	৫৯	৩,৩১০.৯২	৩,৩০৩.৩২ (৯৯.৮%)	৩,২৬৪.৯৮ (৯৮.৬%)	৯৯.২%
(২)	ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন	১৬	৭০৪.২৫	৬১৭.৮১ (৮৭.৭%)	৬১৩.৯৩ (৮৭.২%)	৮৭.৪%
(৩)	কৃষি	২	১১০.৪০	১১০.৪০ (১০০%)	১০৯.৮৫ (৯৯.৫%)	১০০%
(৪)	পরিবহণ	৫	২২৫.২৫	২২৫.২৫ (১০০%)	২২৪.১৪ (৯৯.৫%)	১০০%
মোট ঃ (১+২+৩+৪)		৮২	৪,৩৫০.৮২	৪,২৫৬.৭৮ (৯৮%)	৪,২১২.৯০ (৯৭%)	৯৭.৪%

অনুচিত্র-৬	২০১১-১২ অর্থবছরে বর্ণিত ৮২ টি প্রকল্পের সেক্টরভিত্তিক ব্যয়ের চিত্র

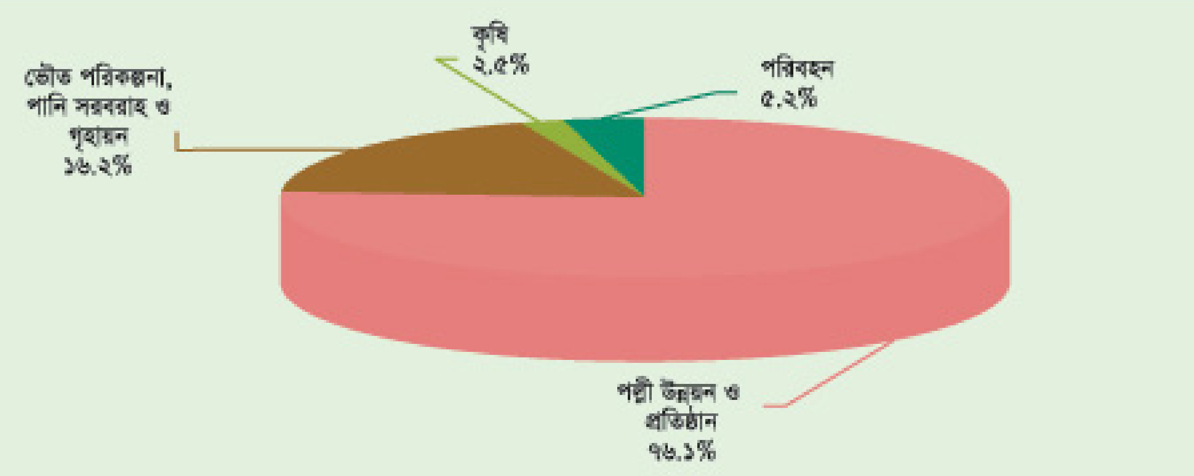

সারনি-১১	২০১১-১২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান						
১	৫৩২০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাটবাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১২৮১৫.৬০/২০০১-০২ হতে ২০১১-১২)	৪৮৬৮.৫০	৪৮৫৬.২৯	১০০%	৯৯.৭৫%	GOB
২	৭০১৮-কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২০০৪৬.৬৩/জানুয়ারি ২০০৩ হতে ২০১৩-১৪)।	৩১০০.০০	৩১০০.০০	১০০%	১০০%	IFAD
৩	৭০০০-পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প, অবকাঠামো উন্নয়ন-২৬ ঃ (৩য় সংশোধিত)। (২৬০২৫৯.২০/২০০৩-০৪ হতে ২০১১-১২)।	১৬০৪১.০০	১৫৮৭৫.২৫	৯৯%	৯৯%	IDA
৪	৫০০৯-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টেবল স্টীল ব্রীজ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)। (৩০৬৯৮.০০/২০০৫-০৬ হতে ২০১২-১৩)	২০০০.০০	১৯৮৫.৯৮	১০০%	৯৯.৩০%	Govt. of Japan/ GOB
৫	৬৫৭০- পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ ও পুনর্বাসন) ঃ (২য় খন্ড) (১ম সংশোধিত)। (৯৯৫০০.০০/২০০৫-০৬ হতে ২০১২-১৩)	৪২০০.০০	৪২০০.০০	১০০%	১০০%	GOB
৬	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলাসমূহে কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫.০০/২০০৫-০৬ হতে ২০১২-১৩)	১৯৮৬.০০	১৯৮২.০০	১০০%	৯৯.৮০%	GOB
৭	৫৩২৫-চর অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১২৩৭.৮০/ফেব্রুয়ারি ২০০৬ হতে ২০১২- ১৩)	৬৬৯৫.০০	৬৬৯০.০০	১০০%	৯৯.৯৩%	IFAD & Netherlands

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
৮	৫৩৩৫-আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (সাবেক ষ্টীল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প, ৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) । (৯৯২০.০০/১ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ হতে ২০১১-১২)	৩১৮২.০০	৩১৭২.২৫	১০০%	৯৯.৬৯%	GOB
৯	৫০০৭-দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (আরআইআইপি-২) (২য় সংশোধিত) । (১৪৭৫৯০.০০/২০০৬-০৭ হতে ২০১২-১৩)	৩৯৫০০.০০	৩৯৪৯৬.৭৭	১০০%	৯৯.৯৯%	ADB, DFID, KfW, GIZ
১০	৬০৭০-কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচী-২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংগ-৩)ঃ পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলা (১ম সংশোধিত) । (৪২৫৫২.৩৫/২০০৬-০৭ হতে ২০১২-১৩)	৬৮৪৮.০০	৫৭৫৪.০০	৯৫%	৮৪%	DANIDA
১১	৬০৮০-বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (২০৫৩৫.০০/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	৬০০০.০০	৫৯৮৯.৬২	১০০%	৯৯.৮৩%	IDB
১২	৫০০৩-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও নীলফামারী জেলা) (১ম সংশোধিত) । (১৫৩৭৭.০০/২০০৭-০৮ হতে ২০১১-১২)	৫৫০০.০০	৫৩৮৫.৩১	১০০%	৯৭.৯১%	GOB
১৩	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (৫০০০০.০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	৮০০০.০০	৭৯৯১.২৮	১০০%	৯৯.৮৯%	GOB
১৪	৮১১২-রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেন্স প্রোগ্রাম (আরইআরএমপি) । (৯৪৩০০.০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	১৪৪৪০.০০	১৪৪৩৮.১৫	৯৯.৯৯%	৯৯.৯৯%	GOB
১৫	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা । (২৪৯৪৫.০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	২৪০০.০০	২৪০০.০০	১০০%	১০০%	GOB
১৬	৮০৪৬- পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) । (১৬২৮৫.৮৭/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	১৮০০.০০	১৭৯২.৫৯	৯৯.৯৮%	৯৯.৫৯%	GOB
১৭	৮০৪১-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বৃহত্তর বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলা) । (১৯৪৯৩.৯৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	৪৫০০.০০	৪৩৯৯.৯৭	১০০%	৯৮%	GOB
১৮	৮০৩৯-গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা । (১৯৬৩৪.৫৬/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	৩৫৯০.০০	৩৫৭৩.৪৮	১০০%	৯৯.৫৪%	GOB
১৯	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ঃ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) । (৩১২৭৭.০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	২৪০০.০০	২৩৯১.০০	১০০%	৯৯.৬৩%	GOB
২০	৮০৬২-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ রাজবাড়ী, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, শরিয়তপুর ও মাদারীপুর জেলা (১ম সংশোধিত) । (১৬৩১০.০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১১-১২)	৪০৪৩.০০	৪০৩৫.৩০	১০০%	৯৯.৮১%	GOB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
২১	৮১৮০-বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩০৩১৩.৮৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	৩৯৮৮.০০	৩৯৮৭.২১	১০০%	৯৯.৯৮%	GOB
২২	৮১৯০-ইউনিয়ন সংযোগকারী সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর কুমিল্লা (কুমিল্লা, চাঁদপুর ও বি-বাড়ীয়া) জেলা (১ম সংশোধিত)। (১৬৪১৪.০০/২০০৭-০৮ হতে ২০১১-১২)	৪০০০.০০	৩৯৯২.৩২	১০০%	৯৯.৮১%	GOB
২৩	৮২০০-Enhancing Resilience under Bangladesh Country Programme 2007-10. ২১৩৯৩.০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১১-১২)	৩৮০৬.০০	৩৭৫২.৮৩	৯৮.৬০%	৯৮.৬০%	WFP & Bilateral Donors
২৪	৮০৮৫-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর যশোর ও কুষ্টিয়া জেলা। (১৫৯৪৫.০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	২৪০০.০০	২৩৯৯.৭৯	১০০%	৯৯.৯৯%	GOB
২৫	৮২১১-জরুরী ২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৯৫২৯.৮২/আগষ্ট ২০০৮ হতে জুন ২০১৪)	১৮০৪৬.০০	১৫৫৫৯.৯৭	৯০%	৮৬%	IDA
২৬	৮০৯৯- পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম (১ম সংশোধিত)। (১১৫১০.০০/জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১২)	২২০০.০০	২১৮৩.১১	১০০%	৯৯.২৩%	GOB
২৭	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জেলা। (৩৭৪১৫.৫০/মে ২০০৯ হতে এপ্রিল ২০১৪)	৪২০০.০০	৪১৯৯.৮৩	১০০%	১০০%	GOB
২৮	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৫৩২২.৫০/২০০৯-১০ হতে ২০১১-১৩)	৮৫০০.০০	৮৪৯৯.৯৯	১০০%	১০০%	GOB
২৯	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাট-বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা) প্রকল্প। (৩৯৭৫০.০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪)	৬৫০০.০০	৬৪৮৫.৩২	১০০%	৯৯.৭৭%	GOB
৩০	৫৫৬০-সেতু/কালভার্টের এ্যাপ্রোচ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০০০০.০০/২০০৯-১০ হতে ডিসেম্বর ২০১২)	৮০০০.০০	৭৯৯৯.১৫	১০০%	৯৯.৯৯%	GOB
৩১	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলাসমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৫০০.০০/জানুয়ারি ২০১০ হতে ২০১২-১৩)	১০০০০.০০	৯৯৮৪.০৮	৯৯.৯৮%	৯৯.৮৪%	GOB
৩২	৮২৪১-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৯১১৩.০০/মার্চ ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	৫০৯৪৩.০০	৫০৯৪৩.০০	১০০%	১০০%	GOB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
৩৩	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা । (৩২৬৫২.৪৭/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	৩৭০০.০০	৩৬৮৫.৬০	১০০%	৯৯.৬১%	GOB
৩৪	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প । (১ম সংশোধিত) (১৪০৬০০.০০/ফেব্রুয়ারি ২০১০ হতে ২০১৪-১৫)	১১০০০.০০	১০৯৯৯.৮০	১০০%	১০০%	GOB
৩৫	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১৪৮০৭২.২৭/জানুয়ারি ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	২০২৭০.০০	২০২১৮.০০	১০০%	৯৯.৭৪%	JICA
৩৬	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) । (২৭৬৪৯.৮৭/মে ২০১০ হতে ২০১২-১৩)	৩৫০০.০০	৩৪৯৮.৯৭	১০০%	৯৯.৯৭%	GOB
৩৭	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (৫৫৫৯২.০০/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	৪৮০০.০০	৪৭৯৯.৯০	১০০%	১০০%	GOB
৩৮	৫৬৮০-বৃহত্তর কুমিল্লা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১৭৮৬০.৭৫/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	২৩৫৮.০০	২৩৫৭.৯১	১০০%	১০০%	GOB
৩৯	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) । (৪১৭৫০.০০/২০১০-১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	৪৪০০.০০	৪৩৯৫.৩৫	৯৯.৯০%	৯৯.৮৯%	GOB
৪০	৫৫৪০-ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের সংগে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সংযোগ সড়ক নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প । (১২৬২.০৭/২০১০-১১ হতে ২০১১-১২) ।	৬১৫.০০	৬০৬.৩৪	১০০%	৯৮.৫৯%	GOB
৪১	৫৬৯০-নাটোর জেলার সিংড়া-বারুহাস-তারাশ (সিংড়া অংশে) সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২০৫৮.০০/মার্চ ২০১০ হতে ২০১১-২০১২)	১১৬৯.০০	১১৬৮.৫০	১০০%	৯৯.৯৬%	GOB
৪২	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প । (৭৩০৫.৪০/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	৪৩.০০	৩৪.৭৩	৮১%	৮১%	GOB
৪৩	৫৭৩০-সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলাধীন মোহনপুর ইউপি অফিস হতে কালিয়াকৈর হাট সড়ক এবং গয়হাট্টা জিসি-নওগাঁ ভায়া বিনায়েকপুর সড়ক (সাবমারজিবল) উন্নয়ন প্রকল্প । (২১৬২.৩৮/২০১০-১১ হতে ২০১১-১২)	১০০০.০০	৯৯৯.৮৫	১০০%	৯৯.৯৯%	GOB
৪৪	৫৭৪০-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্ধারমানিক নদীর উপর ৫০০মিঃ দীর্ঘ এবং টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫০০ মিঃ দীর্ঘ সেতু নির্মাণের Study/Survey Proposal শীর্ষক প্রকল্প । (৮৭.৫০/সেপ্টেম্বর ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১১)	১৮.৩৭	১৮.৩৭	১০০%	১০০%	GOB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
৪৫	৫৭৫০-চাঁপাই নবাবগঞ্জ-নওগাঁ ভায়া বটতলী জিসি (চেঃ ০০-৭০১০মিঃ) সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫৩৭.২৯/জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১২)	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০%	১০০%	GOB
৪৬	৫০১৬-আইলা ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৪০২৪.৯৩/জানুয়ারি ২০১১ হতে ২০১২-১৩)।	২২০০.০০	২১৯৮.৬৩	১০০%	৯৯.৯৪%	GOB
৪৭	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা। (৪৪১০০.০/মার্চ ২০১১ হতে ২০১২-১৩)	২২৮০.০০	২২৭৯.৩০	৯৯.৯৭%	৯৯.৯৭%	GOB
৪৮	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৮৫০.০০/মার্চ ২০১১ হতে ২০১৪-১৫)।	২৪০০.০০	২৩৯৮.৩৮	১০০%	৯৯.৯৩%	GOB
৪৯	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৭৫২৫১.৪০/জানুয়ারি ২০১১ হতে ২০১৫-১৬)	২২৯৪.০০	২০০১.৪২	৮৭%	৮৭%	ADB, KfW & JFPR
৫০	৫০১৮-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (৭৭৪৮৫.৩৮/এপ্রিল ২০১১ হতে ২০১৪-১৫)	১৮০০.০০	১৭৯৩.৮৩	৯৯.৮০%	৯৯.৬৬%	GOB
৫১	ভোলা বাসষ্ট্যান্ড-লাহারহাট সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিস্তারিত নক্শা শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (৩৩২.৭৯/২০১০-১১ হতে ডিসেম্বর ২০১১)	১৫.০০	১৫.০০	১০০%	১০০%	GOB
৫২	বরগুনা-বেতাগী-মেয়ামতি-বাকেরগঞ্জ এবং আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১০৬৫২.৮১/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	১৯৭.০০	১৯৪.১৬	১০০%	৯৮.৫৬%	GOB
৫৩	পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৯০৮৭.০৬/২০১১-১২হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	১৮৪.০০	১৭৮.৮৮	১০০%	৯৭.২২%	GOB
৫৪	সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৭২৩.০০/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৪)	৯৮৫.০০	৯৭৮.২৬	৯৯.৭০%	৯৯.৩২%	GOB
৫৫	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুরি জিসি সংলগ্ন চাঁদপুর খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (২৫.০০/২০১১-১২ হতে ২০১১-১২)	২২.৮৬	২২.৮৬	১০০%	১০০%	GOB
৫৬	Feasibility Study in terms of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis, Environmental Impact Assessment Study, Preparation of Bidding Documents for Construction of 3 nos. bridges over different river project. (১৪৭.০০/জুলাই ২০১১ হতে এপ্রিল ২০১২)	১৪৭.০০	১৪১.০১	১০০%	৯৬%	GOB
৫৭	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০.০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	২০০.০০	২০০.০০	১০০%	১০০%	GOB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পঃ					
৫৮	8109-Strengthening of Activities in Rural Development Engineering Centre (RDEC) Project. (১৮৩৭.৪৮/২০০৭-০৮ হতে সেপ্টেম্বর ২০১১)	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	১০০%	১০০%	JICA
৫৯	Climate Resilient Infrastructure Improvement in Coastal Zone Project. (৫১৫.৮৩/অক্টোবর ২০১১ হতে ফেব্রুয়ারি ২০১২)	৪৪২.০০	৪৪২.০০	১০০%	১০০%	ADB
	উপ-মোট (১-৫৯) ঃ	৩৩১০৯১.৭৩	৩২৬৪৯৭.৮৮	৯৯%	৯৮.৬%	
	সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ					
৬০	৫০২৫-জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১০৩৬.০৮/২০০৪-০৫ হতে ২০১১-১২)	৩৫৫৭.০০	৩৫৪০.৫৪	১০০%	৯৯.৫৪%	GOB
৬১	৫০৮৫-উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১৪১৫.৭৭/২০০৪-০৫ হতে ২০১১-১২)	৩০০০.০০	২৯৭৮.১০	৯৯.৩০%	৯৯.২৭%	GOB
৬২	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প (স্পেশাল সংশোধিত)। (৮২৬০২.০৯/২০০৭-০৮ হতে মার্চ ২০১৫)	১৪৬৫৬.০০	১৪৫৯৯.৫০	১০০%	৯৯.৬১%	UNDP & DFID
৬৩	৮১২০-দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১১৪৮৫৪.৭৫/জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৪)	২৩০০০.০০	২২৯৯৫.০০	৯৯.৯৮%	৯৯.৯৮%	ADB, KfW & GIZ
৬৪	৮০৯১-সুজানগর, উল্লাপাড়া এবং পাংশা পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২০৩.৬৯/জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১১)	৬০৪.০০	৫৭৬.২০	১০০%	৯৫.৪০%	GOB
৬৫	৫৫৭০-গোপালগঞ্জ পৌরসভার মরা মধুমতি নদী পুনর্বাসন ও পার্শ্ববর্তী এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৫২৫.০০/২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২)	২১০২.০০	২০২৮.৬৫	৯৯%	৯৭%	GOB
৬৬	৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভারের লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রান্তে) প্রকল্প। (৬৯৭৫.০০/অক্টোবর ২০১১ হতে ২০১২-১৩)	২২৪৬.০০	২২৩৩.০১	১০০%	৯৯.৪২%	GOB
৬৭	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯ (উনিশ) টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫১৯৪.৩১/জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	২০০০.০০	১৯৯৬.৭০	১০০%	৯৯.৮৪%	GOB
৬৮	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৫০৯৮.৯০/জানুয়ারি ২০১১ হতে ২০১৩-১৪)	৪৫৯১.০০	৪৫৭০.৩৫	৯৯.৫৬%	৯৯.৫৫%	GOB
৬৯	৫০২৭-ঢাকা মহানগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)। (৭৭২৭০.০০/জানুয়ারি ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	১০৪৪৩.০০	১৮০৬.৬৭	১৭.৩০%	১৭.৩০%	SFD & OFID
৭০	৫০২৮-রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন। (২২৯৪.০০/মার্চ ২০১১ হতে ২০১২-১৩)	৫০০.০০	৫০০.০০	১০০%	১০০%	GOB
৭১	নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩০৫৬২.৭৫/ ২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৬)	১২২৫.০০	১২২০.০৭	১০০%	৯৯.৬০%	ADB & KfW

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
৭২	নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৪৬.০০/জানুয়ারি ২০১২ হতে ২০১২-১৩)	৩৪.০০	৩৪.০০	১০০%	১০০%	GOB
৭৩	ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এরভৌত সুবিধা বর্ধিতকরন। (২৪০০.৯৭/২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	২০০.০০	২০০.০০	১০০%	১০০%	GOB
	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পঃ					
৭৪	5029-Technical Assistance (TA) for Extended Municipal Capacity Building Program and Preparation of Municipal Services Project-II. (২৮০৭.৪৫/জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১২)	২০০০.০০	১৮৪৬.৮৮	৯৩%	৯২%	IDA
৭৫	Capacity Development Technical Assistance (CDTA) for Strengthening the Resilience of the Urban Water, Drainage and Sanitation Sector to Climate Change in Coastal Towns. (৬২৯.০০ ফেব্রুয়ারি ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১২)	২৬৭.০০	২৬৭.০০	১০০%	১০০%	ADB
	উপ-মোট (৬০-৭৫) ঃ	**৭০৪২৫.০০**	**৬১৩৯২.৬৬**	**৮৭.৪%**	**৮৭.২%**	
	সেক্টর ঃ কৃষি (সাব-সেক্টর ঃ সেচ)					
৭৬	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭০১৪.৫২/২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩)	৭১৪০.০০	৭০৯১.১৬	১০০%	৯৯.৩২%	JICA
৭৭	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত)। (৭৯১০৬.৪১/জানুয়ারি ২০১০ হতে ২০১৬-১৭)	৩৯০০.০০	৩৮৯৪.০০	১০০%	৯৯.৮৫%	ADB & IFAD
	উপ-মোট (৭৬-৭৭) ঃ	**১১০৪০.০০**	**১০৯৮৫.১৬**	**১০০%**	**৯৯.৫%**	
	সেক্টর ঃ পরিবহণ					
৭৮	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৬৫.৫৮/২০০৪-০৫ হতে ২০১২-১৩)	৬৩০০.০০	৬২২৯.৩৭	৯৯.৯০%	৯৮.৮৮ %	GOB
৭৯	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (৫১০০০.০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১২-১৩)	৫০০০.০০	৪৯৯৯.৮৯	১০০%	১০০%	GOB
৮০	৫২৯০-বৃহত্তর সিলেট জেলার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফিডার সড়ক ও সেতু নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)। (২২৪০০.০০/১৯৯৯-০০ হতে ২০১১-১২)।	১১২৫.০০	১১২৫.০০	১০০%	১০০%	GOB
৮১	৮২৪০-উপজেলা/ইউনিয়ন সড়ক, সেতু/ কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সওজ হতে স্থানান্তরিত)। (৫১০০০.০০/জানুয়ারি ২০০৯ হতে জানুয়ারি ২০১৪	৭৫০০.০০	৭৪৯৮.১৪	১০০%	৯৯.৯৮%	GOB
৮২	৫৩৪০-সালটিয়া বাজার-হাজিগঞ্জ বাজার-দেওয়ানগঞ্জ বাজার সড়কে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেতু নির্মাণ। (৬৭৬০.৯৪/২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২)	২৬০০.০০	২৫৬২.০০	১০০%	৯৮.৫৪%	JDCF
	উপ-মোট (৭৮-৮২) ঃ	**২২৫২৫.০০**	**২২৪১৪.৪০**	**১০০%**	**৯৯.৫%**	
	মোট (১-৮২) ঃ	**৪৩৫০৮১.৭৩**	**৪২১২৯০.১০**	**৯৭.৪%**	**৯৭%**	

সারনি-১২	২০১১-১২ অর্থবছরে পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান, কৃষি এবং পরিবহণ সেক্টরে বাস্তবায়িত পল্লী অবকাঠামোর প্রধান প্রধান অংগের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	ভৌত কর্মসূচির পরিমান	আর্থিক ব্যয় (কোটি টাকা)
১	উপজেলা সড়ক নির্মাণ	১,০৩২ কিঃমিঃ	৬৩৯.৮৫
২	ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	১,৯৮৯ কিঃমিঃ	৬৭৬.২১
৩	গ্রাম সড়ক নির্মাণ	১,৮৮৪ কিঃমিঃ	৫৬৭.৪৪
৪	উপজেলা সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	১১,৯০০ মিঃ	৪৫৭.৭৫
৫	ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	১৪,৫১৫ মিঃ	৩০৩.১৮
৬	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	১৭ টি	৯.৯২
৭	গ্রোথ-সেন্টার উন্নয়ন	২১২ টি	৪২.৪৮
৮	হাট-বাজার উন্নয়ন	৫৩ টি	১৫.৯৯
৯	সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ	২২৮ (৯৫%) টি	৯৬.৮১
১০	সাইক্লোন সেল্টার পুনর্বাসন	২৪০ টি	২৬.৯২
১১	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন	৩২৫০০ হেক্টর	৬৪.৪৭
১২	পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ (প্রকল্পের উন্নয়ন খাত)	১,৭০৮ কিঃমিঃ	৭৩.০২
	মোট	-	২,৯৭৪.০৪

২.৫.৯ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এলজিইডি'র সম্পৃক্ততা

২০১১-১২ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ৩ টি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১ টি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২ টি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১ টি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৫ টি অর্থাৎ সর্বমোট ১১ টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত মোট ১,০৬৯.৮৫ কোটি টাকার বিপরীতে ১,০৩৩.৩১ কোটি টাকা ব্যয় করা হয় যা বরাদ্দের ৯৭%। উক্ত ১১ টি প্রকল্পের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৬ টি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ৫ টি।

সারনি-১৩	এলজিইডি সম্পৃক্ত অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ ও ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১১-১২ অর্থবছরের			বাস্তব অগ্রগতি
			বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	
(১)	কৃষি	৩	৪১.৯৩	৪১.৯২ (৯৯.৯৮%)	৪১.৭৪ (৯৯.৫৫%)	১০০%
(২)	পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান (পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়)	১	৭.০০	৬.৮৮ (৯৮%)	৪.৭০ (৬৭%)	৭০%
(৩)	পানি সম্পদ	২	১১৪.৩৮	১০১.৮৯ (৮৯%)	৯১.৭৫ (৮০%)	৯০%
(৪)	শিক্ষা ও ধর্ম (প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর)	৫	৯০৬.৫৪	৯০৬.৩৪ (১০০%)	৮৯৫.১২ (৯৯%)	১০০%
	মোট	১১	১,০৬৯.৮৫	১,০৫৭.০৩ (৯৯%)	১,০৩৩.৩১ (৯৭%)	৯৯%

অনুচিত্র-৭	অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক ৪টি সেক্টরে ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র

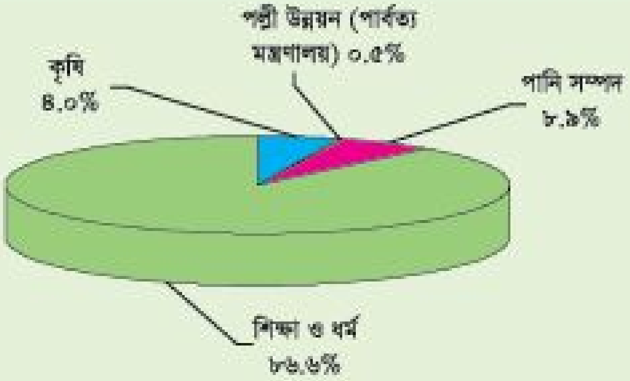

সারনি-১৪	২০১১-১২ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পভিত্তিক অগ্রগতির তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয়/প্রকল্পের মেয়াদ)	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	সেক্টর ঃ কৃষি					
	সাব-সেক্টর ঃ ফসল					
১	বৃহত্তর রংপুর জেলায় কৃষি এবং গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (এলজিইডি অংশ)। (২৭৯২.৫৪/২০০৬-০৭ হতে ২০১১-১২)।	৯৩.০০	৮৪.৭৪	৯২%	৯১%	IDB
২	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প। (১৩৪৮৬.০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪)।	৩৩০০.০০	৩২৮৯.৭১	১০০%	৯৯.৭%	GOB
	সাব-সেক্টর ঃ সেচ					
৩	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলাধীন গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধা উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প। (৩৫৪৩.৫০/০১-০১-১০ হতে ২০১২-১৩)।	৮০০.০০	৮০০.০০	১০০%	১০০%	GOB
	উপ-মোট (১-৩) ঃ	**৪১৯৩.০০**	**৪১৭৪.৪৫**	**১০০%**	**৯৯.৬%**	
	সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান					
৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (রুরাল রোডস কম্পোনেন্ট) শীর্ষক প্রকল্প। (২৪০৪০.০০/২০১-১২ হতে ২০১৭-১৮)	৭০০.০০	৪৭০.০০	৭০%	৬৭%	GOB
	সেক্টর ঃ পানি সম্পদ					
৫	সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন (ফেজ-২) প্রকল্প (এলজিইডি অংশ)-২য় সংশোধিত। (৩৪৪৪৬.০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১১-১২)	৮৬৬০.০০	৮০৯৬.৩৮	১০০%	৯৩%	ADB & OPEC
৬	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪)। (২৩৩৬০.৫৫/০১-০১-১১ হতে ২০১৬-১৭)	২৭৭৮.০০	১০৭৮.১৫	৬০%	৩৯%	IFAD & Govt. of Natherland
	উপ-মোট (৫-৬) ঃ	**১১৪৩৮.০০**	**৯১৭৪.৫৩**	**৯০%**	**৮০%**	
	সেক্টর ঃ শিক্ষা ও ধর্ম (প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর)					
৭	রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। (৯৩৭৪৩.৫৮/২০০৬-০৭ হতে ২০১২-১৩)	৩১৪৩৬.০০	৩০৭০৯.১৭	১০০%	৯৮%	GOB

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয়/প্রকল্পের মেয়াদ)	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
৮	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১৩৯২৩.৩০/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	৪৫২৯১.৩৮	৪৪৯৯১.৯২	১০০%	৯৯%	GOB
৯	পিটিআই বিহীন ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৮০৮.০০/০১-০১-১১ হতে ৩১-১২-১৪)	৩০৩৬.২৭	৩০২১.২৬	১০০%	৯৯.৫%	GOB
১০	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩। (৬৫২৭৯৯.০৫/২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	৩২৪১.০০	৩১৬৮.৪৮	৯৯.৯৭ %	৯৮%	ADB, IDA, NORAD, EC, SIDA, CIDA, JICA, UNICEF, Netherlands, AUS Aid
১১	বিদ্যালয় বিহীন এলাকায় ১৫০০ বিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৮০৮.০০/২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	৭৬৪৯.৬৫	৭৬২০.৮৮	১০০%	৯৯.৬%	GOB
	উপ-মোট (৭-১১) ঃ	৯০৬৫৪.৩০	৮৯৫১১.৭১	১০০%	৯৯%	
	মোট (১-১১) ঃ	১০৬৯৮৫.৩০	১০৩৩৩০.৬৯	৯৯%	৯৭%	

২.৫.৯.১ ২০১১-১২ অর্থবছরে কৃষি সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম

সারনি-১৫ ২০১১-১২ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত অংগসমূহের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	ভৌত কর্মসূচি	আর্থিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১.	পাকা সড়ক উন্নয়ন	৬.৮৭ কিঃমিঃ	৭৪১.৭১
২.	কাঁচা সড়ক উন্নয়ন	৪.২৫ কিঃমিঃ	৯.৬৩
৩.	সেতু/কালভার্ট নির্মাণ	১৮ মিঃ	১২.১২
৪.	ব্রিজ উন্নয়ন	১ টি	১১০.০০
৫.	রেগুলেটর নির্মাণ	৯ টি (আংশিক)	৫২.০০
৬.	রাবার ড্যাম নির্মাণ	৯ টি (আংশিক)	২,৮১৭.১৪
	মোট ঃ	-	৩,৭৪২.৬০

২.৫.৯.২ পানি সম্পদ সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম

সারনি-১৬ ২০১১-১২ অর্থবছরে পানি সম্পদ সেক্টরের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান অংগের তথ্যাদি।

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	ভৌত কর্মসূচি	আর্থিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১.	পাকা সড়ক নির্মাণ	২৩.৩ কিঃমিঃ	৭৯৮.০০
২.	বক্স কালভার্ট নির্মাণ	৮ টি	১১২.০০
৩.	কালভার্ট ও ব্রিজ নির্মাণ	১১ টি	২৯৬.০০
৪.	ইউ-ড্রেন নির্মাণ (0.6 মিঃ X 0.6 মিঃ)	২০ টি	৪০.০০
৫.	নতুন ড্রেন নির্মাণ	৪৭.৮২ কিঃমিঃ	৩,৪৫৯.৬৮

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	ভৌত কর্মসূচি	আর্থিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
৬.	ড্রেন পুনঃখনন ও পরিষ্কারকরণ	১৯.৩৭ কিঃমিঃ	৫৮.০১
৭.	বিদ্যমান ড্রেন মেরামত/পুনর্নির্মাণ	৯.৭৪ কিঃমিঃ	৪৩.০৮
৮.	ড্রেন বরাবর সেফটি রেলিং নির্মাণ	২২.৮০ কিঃমিঃ	২৬৮.০০
৯.	অবকাঠামো উন্নয়ন (ফুটপাত, টিওবওয়েল, স্যানিটারি পায়খানা, রাস্তার বাতি, বর্জ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	২২,৯৮১ পরিবার	৯৪৫.১৪
১০.	বস্তির সংযোগ রাস্তা নির্মাণ	২.২৬ কিঃমিঃ	১৩৫.২০
১১.	স্বাস্থ্যসম্মত পিট পায়খানা / কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	৩ টি	১৩৭.০০
১২.	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	২ টি	৬৩.৩৪
১৩.	ট্রান্সফার ষ্টেশন উন্নয়ন	২৫ টি	১২২.৪৮
১৪.	ল্যান্ডফিল এরিয়া উন্নয়ন	৫ টি	৭৯০.৭৪
১৫.	ল্যান্ডফিল এরিয়ায় এ্যাপ্রোচ সড়ক উন্নয়ন	৩.৯৫ কিঃমিঃ	২৯৬.২২
	মোট ঃ	-	৭,৫৬৪.৮৯

আলোকচিত্র-২ঃ চর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জনতা বাজারের নিকট মাদুর খালের উপর নির্মিত ব্রিজ, হাতিয়া, নোয়াখালী।

আলোকচিত্র-৩ঃ নির্মিত প্রধান নর্দমা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।

২৯

২.৫.১০ ২০১১-১২ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ

২০১১-১২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে এলজিইডি কর্তৃক সমাপ্তির জন্য ১৩ টি প্রকল্প নির্দিষ্ট ছিল। এই প্রকল্পগুলির সমাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট নিবিড়ভাবে মনিটরিং করেছে। এক্ষেত্রে অর্থবছরের শেষার্ধে নিয়মিত মাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করার ফলে সবগুলি প্রকল্পই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়। এই প্রকল্পগুলির গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি নিচে প্রদান করা হয়েছে।

সারনি-১৭ ২০১১-১২ অর্থবছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস্য
সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান				
১	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাটবাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প।	২০০১-০২ হতে ২০১১-১২	২১২৮.১৬	GOB
২	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প, অবকাঠামো উন্নয়ন-২৬ ঃ (২য় সংশোধিত)।	২০০৩-০৪ হতে ২০১১-১২	২৬০২.৫৯	IDA

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস্য
৩	আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (সাবেক ষ্টীল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প) (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)।	০১/০২/২০০৬ হতে ২০১১-১২	৯৯.২০	GOB
৪	ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও নীলফামারী জেলা)।	২০০৭-০৮ হতে ২০১১-১২	১৫৩.৭৭	GOB
৫	ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : রাজবাড়ী, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, শরিয়তপুর ও মাদারীপুর জেলা।	২০০৮-০৯ হতে ২০১১-১২	১৬৩.১০	GOB
৬	দরিদ্র জনগোষ্ঠির দুর্যোগ সহন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প।	২০০৮-০৯ হতে ২০১১-১২	২১৩.৯৩	WFP & Bilateral Donors
৭	ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের সংগে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সংযোগ সড়ক নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।	২০১০-১১ হতে ২০১১-১২	১১.৬২	GOB
৮	নাটোর জেলার সিংড়া-বারুহাস-তারাশ (সিংড়া অংশ) সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	০১/০৩/২০১০ হতে ২০১১-১২	২০.৫৮	GOB
৯	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্ধারমানিক নদীর উপর ৫০০ মিঃ দীর্ঘ এবং টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর -মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫০০ মিঃ দীর্ঘ সেতু নির্মাণের Study/ Survey Proposal শীর্ষক প্রকল্প।	০১/০৯/২০১০ হতে ২০১১-১২	০.৮৭৫	GOB
১০	স্ট্রেংদেনিং অব এক্টিভিটিজ ইন রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্টার (আরডিইসি) প্রজেক্ট।	২০০৭-০৮ হতে ৩০/০৯/২০১১	১৮.৩৭	JICA
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ				
১১	সুজানগর, উল্লাপাড়া এবং পাংশা পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	০১/০১/২০০৯ হতে ২০১১-২০১২	২২.০৪	GOB
১২	গোপালগঞ্জ পৌরসভায় মরা মধুমতী খালটি পুনর্বাসন ও পার্শ্ববর্তী এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প।	২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২	৫৫.২৫	GOB
সেক্টর : পরিবহণ				
১৩	বৃহত্তর সিলেট জেলার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফিডার সড়ক ও সেতু নির্মাণ প্রকল্প।	১৯৯৯-২০০০ হতে ২০১১-১২	২২৪.০০	GOB

২.৫.১১ ২০১১-১২ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ

দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি'র কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বাস্তবায়নের জন্য ১৬ টি নতুন প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয়। এই প্রকল্পগুলির তথ্য নিচে প্রদান করা হয়েছে।

সারনি-১৮ ২০১০-১১ অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	অর্থায়নের উৎস্য
সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান				
১	পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪	৯০.৮৭	GOB
২	বরগুনা-বেতাগী-নেয়ামতি-বাকেরগঞ্জ এবং আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	০১/১২/১১ হতে ৩১/১২/২০১৩	১০৬.৫৩	GOB
৩	সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪	৪৪৭.২৩	GOB
৪	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়)।	২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭	৭৮০.০০	GOB
৫	বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)।	২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬	৩৪০.৩৩	GOB
৬	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	২০১১-১২ হতে ২০১৩-২০১৪	৪৯১.৮৭	GOB
৭	বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ মোকাবেলা হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প।	২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭	১০৪৬.৪২	WFP & Bilateral Donors
৮	ভোলা বাসষ্টান্ড-লাহারহাট সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন সংক্রান্ত কারিগরী সহায়তা প্রকল্প।	২০১০-১১ হতে ৩১/১২/২০১১	৩.৩৩	GOB
৯	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুরি জিসি সংলগ্ন চাঁদপুর খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।	০১/০৭/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১১	০.২৫	GOB
১০	Climate Resilient Infrastructure Improvement in Coastal Zone.	০১/১০/২০১১ হতে ২৯/০২/২০১২	৫.১৬	ADB
১১	Feasibility Study in terms of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis, Environmental Impact Assessment Study, Preparation of Bidding Documents for Construction of 3 nos. bridges over different river project.	২০১১-১২ হতে ৩০/০৪/২০১২	১.৪৭	GOB
১২	পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (রুরাল রোডস কম্পোনেন্ট) শীর্ষক প্রকল্প।	২০১১-১২ হতে ২০১৭-১৮	২৪০.৪০	ADB
সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ				
১৩	নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প।	২০১১-১২ হতে ৩১/১২/২০১৬	১৩০৫.৬৩	ADB
১৪	কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প।	০১/০১/২০১২ হতে ২০১২-১৩	৬৩.৪৬	GOB
১৫	ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধাদি বর্ধিতকরণ।	২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪	২৪.০১	GOB
১৬	Capacity Development Technical Assistance for Strengthening the Resilience of the Urban Water, Drainage and Sanitation Sector to Climate Change in Coastal Towns.	৩০/১১/২০১১ হতে আগষ্ট ২০১২	৬.২৯	ADB

২.৫.১২ ২০১১-১২ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী অবকাঠামোসমূহের সচিত্র প্রতিবেদন

সড়ক উন্নয়ন ঃ

এলাকার জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এলজিইডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী ৬৩৯.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,০৩২ কিলোমিটার উপজেলা সড়ক, ৬৭৬.২১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,৯৮৯ কিলোমিটার ইউনিয়ন সড়ক ও ৫৬৭.৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,৮৮৪ কিলোমিটার গ্রাম সড়ক উন্নয়ন এবং ৭৩.০২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,৭০৮ কিঃমিঃ পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ/পুনর্বাসন করা হয়েছে। এর ফলে গ্রামীণ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, হাট-বাজারসমূহের পণ্য বাজারজাতকরণে পরিবহণ সুবিধা বৃদ্ধিসহ এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটেছে। সর্বোপরি এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন হচ্ছে এবং গ্রামীণ এলাকায় নাগরিক সুবিধাদি পৌঁছে দেয়া সহজতর হয়েছে। এমন কিছু আলোকচিত্র নিচে প্রদর্শিত হয়েছে।

আলোকচিত্র-৪ঃ শিমুলিয়া সরকারী কবরস্থান হতে সাংবাড়িয়া সড়ক, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।

আলোক চিত্র-৫ঃ জিনারী ইউপি-গোবিন্দপুর চৌরাস্তা বাজার সড়ক, হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ।

আলোকচিত্র-৬ঃ শ্রীরামপুর-বাঁশগাড়ী সড়ক, রায়পুরা, নরসিংদী।

আলোকচিত্র-৭ঃ গৌরারং-হরিরামপুর সড়ক, সদর, সুনামগঞ্জ।

ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ ঃ

নিরবিচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের অংশ হিসাবে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণের কোন বিকল্প নেই। এ উদ্দেশ্য সাধনে ২০১১-১২ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এলজিইডি সারা দেশে ৭৬০.৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৬,৪১৫ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নদী/খালসমূহের উভয় পাশের জনগণের যোগাযোগসহ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। পাশাপাশি ব্রিজ/কালভার্ট নির্মিত হওয়ায় মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী চলাচল অব্যাহত থাকায় এবং জলাবদ্ধতা নিরসন হওয়ায় সার্বিক উন্নয়নে পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব পরিহারে অবদান রাখা সম্ভবপর হয়েছে এবং এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হচ্ছে।

আলোকচিত্র-৮ঃ গাবুরা পদ্মপুকুর সংযোগ সড়কে চৌদ্দরশি নদীর উপর ১২০.১৩ মিঃ ব্রিজ, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা ।

আলোকচিত্র-৯ঃ তুলী নদীর উপর নির্মিত ৩০ মিঃ আরসিসি ব্রিজ, আটোয়ারী, পঞ্চগড় ।

আলোকচিত্র-১০ঃ কুতুকছড়ি-পুটিখালী রাস্তায় বাদলছড়ি খালের উপর ৯০ মিঃ আরসিসি গার্ডার ব্রিজ, রাঙ্গামাটি ।

আলোকচিত্র-১১ঃ পালিশতলী ব্রিজ, সখিপুর, টাংগাইল ।

গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার উন্নয়ন ঃ

গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার হ'লো গ্রামীণ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু । গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করার পাশাপাশি বেকার যুবকদের ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসায় উৎসাহিত করার মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় সুবিধাদিসহ গ্রোথ-সেন্টারের উন্নয়ন অপরিহার্য বিবেচনায় এলজিইডি কর্তৃক ২০১১-১২ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৫৮.৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৬৫ টি গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার উন্নয়ন করা হয়েছে । এর ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সুবিধা প্রদান, এলাকার দুঃস্থ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ এ সকল কর্মকাণ্ডে দরিদ্র ও বেকার লোকদের সম্পৃক্তকরণের সুযোগ বৃদ্ধি তথা পল্লী এলাকার অর্থনীতি ও বাণিজ্যের অধিক প্রসার দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হচ্ছে ।

আলোকচিত্র-১২ঃ মহিপুর হাট, সদর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ।

আলোকচিত্র-১৩ঃ কাশের হাট, দৌলতখান, ভোলা ।

ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ঃ

স্থানীয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদকে অধিক শক্তিশালী করা, এর কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রদান এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাদি গ্রামীণ জনগণের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থবছরে ৯.৯২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৭ টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত সেবা প্রদানকারী বিভাগ/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের এবং এলাকার জনগণের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনপূর্বক স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন সহজতর হচ্ছে।

আলোকচিত্র-১৪ঃ ১নং কাকড়াজান ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, সখিপুর টাংগাইল, চট্টগ্রাম।

আলোকচিত্র-১৫ঃ ৩ নং হোসেনগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, রানীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও।

উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণঃ

শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিকল্পিত উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এলজিইডি নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক তথা সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সংগে স্থানীয় সরকারকে সম্পৃক্ত করা ও স্থানীয় জনগণের সেবাপ্রাপ্তি সহজতর করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন জেলায় সৃষ্ট নতুন উপজেলাসমূহে উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ও বিদ্যমান অনেক উপজেলায় উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থবছরে ১৯.৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯ টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবনের নির্মাণ কর্মসূচি গৃহীত হয় যার অর্জিত গড় ভৌত অগ্রগতি ১০% এবং ১৬.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে গৃহীত ৬০ টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবনের সম্প্রসারণ কাজের অর্জিত গড় ভৌত অগ্রগতি ৩০%।

আলোকচিত্র-১৬ঃ উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন, ধনবাড়ি, টাংগাইল।

আলোকচিত্র-১৭ঃ উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন, সালথা, ফরিদপুর।

আলোকচিত্র-১৮ঃ ডরমেটরি ভবন, ধনবাড়ি, টাংগাইল।

আলোকচিত্র-১৯ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাসভবন, সালথা, ফরিদপুর।

২.৫.১৩ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি একটি অন্যতম প্রধান অংগ। সড়কের উভয় পাশে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রমকে নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করে একটি সমন্বিত কর্মকাণ্ড হিসাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এলজিইডি বাস্তবায়ন করে।

সরকারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে এলজিইডি ২০১১-১২ অর্থবছরে ২৯১.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭০৯.৭৬ কিঃমিঃ সড়ক ও ৫৩ টি প্রতিষ্ঠানে ৬,৯৬,৪৩৯ টি গাছের চারা রোপণ করেছে যার মধ্যে জীবিত চারার সংখ্যা ৫,৯৮,৭৫৫ টি (৮৬%)। বর্ণিত রোপিত চারার মধ্যে সমগ্র দেশে ১,১৩,৫৯১ টি ঔষধি চারা রোপণ করা হয়েছে যার মধ্যে জীবিত চারার সংখ্যা ১,০০,৭৮৮ টি (৮৮.৭%)। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রাপ্ত এ সম্পর্কিত জেলাওয়ারী তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

সারনি-১৯ ২০১১-১২ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বৃক্ষরোপণের তথ্যাদি

জেলার নাম	রোপিত চারার ধরণ				পরিচর্যার পর জীবিত গাছের সংখ্যা				
	বনজ (সংখ্যা)	ঔষধি (সংখ্যা)	ফলজ (সংখ্যা)	মোট চারা (সংখ্যা)	বনজ (সংখ্যা)	ঔষধি (সংখ্যা)	ফলজ (সংখ্যা)	মোট চারা (সংখ্যা)	জীবিত গাছের হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
বিভাগ ঃ ঢাকা									
গাজীপুর	৫৯০০	১৮০০	৪১২২	১১৮২২	৫৩১০	১৬২০	৩৭১০	১০৬৪০	৯০%
ফরিদপুর	২৪০০	৪৮০০	৪৮০২	১২০০২	২১৫৯	৪৩১৯	৪৩২২	১০৮০০	৯০%
গোপালগঞ্জ	১০০০	৪০০	১০০০	২৪০০	৯৫০	৩৮০	৯৬০	২২৯০	৯৫%
মাদারীপুর	২০০০	-	-	২০০০	১৮০০	-	-	১৮০০	৯০%
শরীয়তপুর	৮১০	১৪০	৯০	১০৪০	৭১৫	১৩২	৮৫	৯৩২	৯০%
নেত্রকোনা	৩০০০	৫০০	১৮০৪	৫৩০৪	২৮৫০	৪৬০	১৭৫০	৫০৬০	৯৫%
কিশোরগঞ্জ	৬৫০০	২৬০০	৩৯০০	১৩০০০	৬৪০০	২৫০০	৩৭০০	১২৬০০	৯৭%
বিভাগ ঃ রাজশাহী									
রাজশাহী	১০৯৯৯	৫৩৭৭	১০৮৪৪	২৭২২০	১০১০০	৫০৩২	১০০০৫	২৫১৩৭	৯২%
বগুড়া	৯০০০	৪০০০	৫০০০	১৮০০০	৮৩৭০	৩৭২০	৪৬৫০	১৬৭৪০	৯৩%
নওগাঁ	-	-	১৭০৫০	১৭০৫০	-	-	১৫১৪৬	১৫১৪৬	৮৯%
নাটোর	২৪১৭৪	-	-	২৪১৭৪	১২১০০	-	-	১২১০০	৫০%
সিরাজগঞ্জ	৪৫০০	২২০০	২৮০০	৯৫০০	৪২৮৫	২১৩৪	২৬৭৬	৯০৯৫	৯৬%
নবাবগঞ্জ	-	-	৮৮০	৮৮০	-	-	৮০০	৮০০	৯১%

জেলার নাম	রোপিত চারার ধরণ				পরিচর্যার পর জীবিত গাছের সংখ্যা				
	বনজ (সংখ্যা)	ঔষধি (সংখ্যা)	ফলজ (সংখ্যা)	মোট চারা (সংখ্যা)	বনজ (সংখ্যা)	ঔষধি (সংখ্যা)	ফলজ (সংখ্যা)	মোট চারা (সংখ্যা)	জীবিত গাছের হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
বিভাগ ঃ রংপুর									
পঞ্চগড়	৮৩৮৫	৩০২০	৪৫৫৫	১৫৯৬০	৮৩২০	২৯৮৭	৪৫০০	১৫৮০৭	৯৯%
ঠাকুরগাঁও	২১৩০০	৬৯০৩	৭১৭৫	৩৫৩৭৮	২১১৯৫	৬৭৯০	৬৯৮৫	৩৪৯৭০	৯৯%
দিনাজপুর	২২১৫১	৮৬৪০	১৪০১৯	৪৪৮১০	২০০৫০	৮১৮০	১২২৭০	৪০৫০০	৯০%
লালমনিরহাট	৩৬৪৭৫	১০১৪৮	৮৮৩৭	৫৫৪৬০	৩০২৮২	৭৬৮৬	৬৪৬৮	৪৪৪৩৬	৮০%
রংপুর	৩২৫৩৩	১৩০১৩	১৯৫২০	৬৫০৬৬	২৯২৮০	১১৭১২	১৭৫৬৮	৫৮৫৬০	৯০%
কুড়িগ্রাম	৪০৫৬১	১০৬৮৬	১৪২৯৩	৬৫৫৪০	৩১৪০৪	৮৬৮৭	১০১৪৭	৫০২৩৮	৭৭%
গাইবান্ধা	১১৮৫০	৩৯৩৮	১০৪০০	২৬১৮৮	১০৪৮৫	৩৩৪৫	৮৮৩৯	২২৬৬৯	৮৭%
বিভাগ ঃ চট্টগ্রাম									
বান্দরবান	২৫৩০	২০০০	৩৬০৩	৮১৩৩	২২৫০	১৭৫০	২৮৫০	৬৮৫০	৮৪%
কুমিল্লা	৫৮০০	৩০০	১২০০	৭৩০০	১২০০	১০০	৭০০	২০০০	২৭%
বি-বাড়ীয়া	৮৩৩০	২৩০০	৪৮০৩	১৫৪৩৩	৩৪৫০	১৮৫০	৩৫৫০	৮৮৫০	৫৭%
চাঁদপুর	১৫০০	৫০০	১০০০	৩০০০	১৫০০	৫০০	১০০০	৩০০০	১০০%
ফেনী	৩০০০০	৩৬০০	২৯৭০	৩৬৫৭০	৩০০০০	৩৬০০	২৯৭০	৩৬৫৭০	১০০%
নোয়াখালী	৮৬৫০	৩১০০	৩৭৫০	১৫৫০০	৮৪২৫	৩০১০	৩৬১৫	১৫০৫০	৯৭%
লক্ষীপুর	৩২০০	১৬০০	৩২০০	৮০০০	৩০০০	১৫০০	২৯০০	৭৪০০	৯৩%
বিভাগ ঃ সিলেট									
সিলেট	১৮৫৪৬	২০০০	২০০০	২২৫৪৬	১৭৮৭৩	১৯০৬	১৮৫৩	২১৬৩২	৯৬%
হবিগঞ্জ	৬৯২০	২৭৭০	৪১৫০	১৩৮৪০	৬১০৮	২৪৭৩	৩৭৮৫	১২৩৬৬	৮৯%
মৌলভীবাজার	৮৩৮৭	৫২৪১	৭৩৩৭	২০৯৬৫	৬৩৫০	৪১০৮	৫৬০২	১৬০৬০	৭৭%
সুনামগঞ্জ	১৫৬৪০	-	-	১৫৬৪০	১৪০৪৭	-	-	১৪০৪৭	৯০%
বিভাগ ঃ খুলনা									
খুলনা	৯৫৪০	৪০০	-	৯৯৪০	৮৫৮৭	৩৬৪	-	৮৯৫১	৯০%
কুষ্টিয়া	৪০০০	১৬০০	২৪০০	৮০০০	৪০০০	১৬০০	২৪০০	৮০০০	১০০%
চুয়াডাংগা	২০০০	-	-	২০০০	১৮৮০	-	-	১৮৮০	৯৪%
ঝিনাইদহ	৪১০০	১৯০০	৬৫৬	৬৬৫৬	৩৩৬২	১৬১৫	৫৭৭	৫৫৫৪	৮৩%
যশোর	১৫০০	৫০০	-	২০০০	১৫০০	৫০০	-	২০০০	১০০%
মাগুরা	১০০০০	-	-	১০০০০	৭৫২০	-	-	৭৫২০	৭৫%
নড়াইল	১৫৯১৬	৫৩০৫	৫৩০৫	২৬৫২৬	১১৮০০	৪০০৮	৪১১১	১৯৯১৯	৭৫%
বিভাগ ঃ বরিশাল									
পটুয়াখালী	২৪৮০	১৮৬০	১৮৬০	৬২০০	২৩৯০	১৮১০	১৭৯৫	৫৯৯৫	৯৭%
পিরোজপুর	২৩৯৬	৩০০	৬০০	৩২৯৬	২১০০	২৭৫	৫০০	২৮৭৫	৮৭%
বরগুনা	১৮০০	১৫০	১৫০	২১০০	১৬৪০	১৩৫	১৪১	১৯১৬	৯১%
মোট ঃ	৪০৬৭৭৩	১১৩৫৯১	১৭৬০৭৫	৬৯৬৪৩৯	৩৪৫০৩৭	১০০৭৮৮	১৫২৯৩০	৫৯৮৭৫৫	৮৬%

আলোকচিত্র-২০ঃ কালিয়াকৈর-চন্দ্র-চান্দাবাহা জিসি সড়কে বৃক্ষরোপণ, সদর, গাজীপুর।

আলোকচিত্র-২১ঃ হাটখুলা ইউপি-বাঘজুর সড়কে বৃক্ষরোপণ, সদর, সিলেট।

২.৬ রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট

২.৬.১ রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম

ভৌত অবকাঠামোসমূহের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি এবং ব্যবহারের উপযোগীতা নিশ্চিতকরণে রক্ষণাবেক্ষণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণতঃ নিয়মিত ও নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম জরুরী ভিত্তিতেও গ্রহণ করা হয়। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও উপকারভোগীদের অর্থায়নে এলজিইডি রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে প্রকল্পের অর্থেই সাধারণতঃ রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। অবকাঠামোসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকার রাজস্ব বাজেটের অধীনে ১৯৯২-৯৩ অর্থবছর থেকে অর্থ বরাদ্দ দিয়ে আসছে এবং রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনা করে এ বরাদ্দ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করেছে।

২.৬.২ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বরাদ্দ ও ব্যয়

রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এলজিইডি কর্তৃক প্রণীত পল্লী সড়ক ও ব্রিজ/কালভার্ট মেরামত কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুসরণ করা হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে সরকারের রাজস্ব খাত থেকে রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ৬৩০.৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়। যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ৪.০৮% (২৫.৭৫ কোটি) বেশী। গৃহীত কর্মসূচি সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উক্ত বরাদ্দের শতভাগই ব্যয়ীত হয়েছে।

অনুচিত্র-৮	রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির জন্য রাজস্ব বাজেট থেকে বিগত ১১ বছরে প্রাপ্ত বছরভিত্তিক বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র।

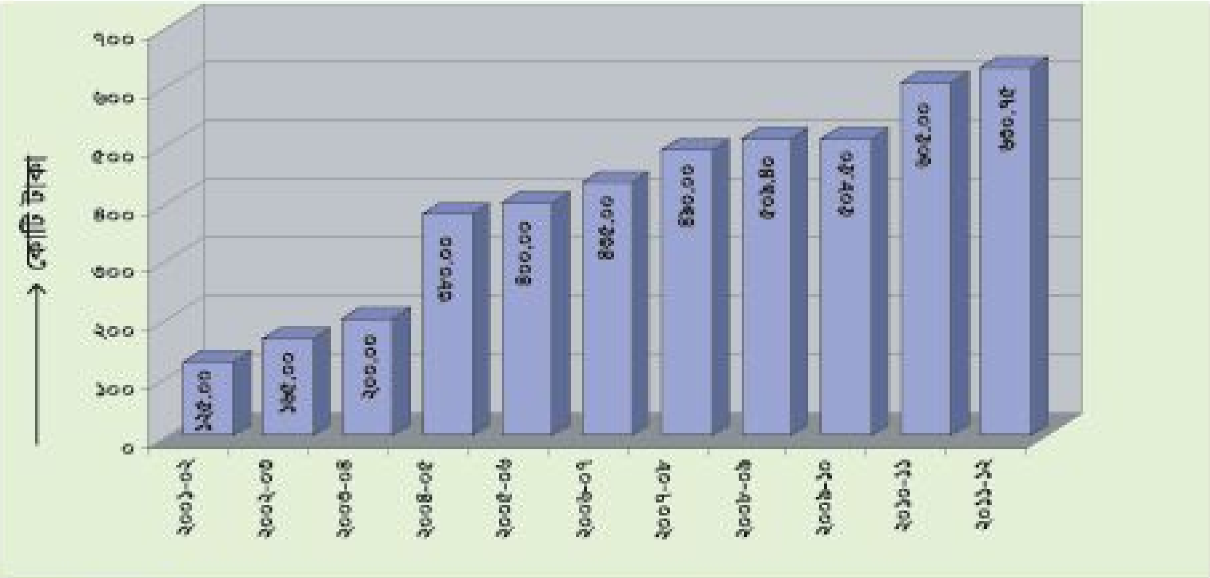

সারনি-২০	২০১১-১২ অর্থবছরে অংগভিত্তিক বাস্তবায়িত রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	ভৌত কর্মসূচির পরিমাণ	আর্থিক ব্যয় (কোটি টাকায়)
রক্ষণাবেক্ষণ রাজস্ব খাতঃ			
ক)	নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	১৯,৫০০ কিঃমিঃ	৮১.৬৮
খ)	সময়ান্তর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	৫,২০৭ কিঃমিঃ	৪৮৬.৩২
গ)	ব্রিজ / কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ	১১,৪০০ মিঃ	৫৭.০০
ঘ)	ক্ষুদ্রাকার পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ	৪৩,৩৫০ হেক্টর	৫.৭৫
	মোট	-	৬৩০.৭৫

অনুচিত্র-৯ বাস্তবায়িত পল্লী অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের প্রধান প্রধান অংগের ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র।

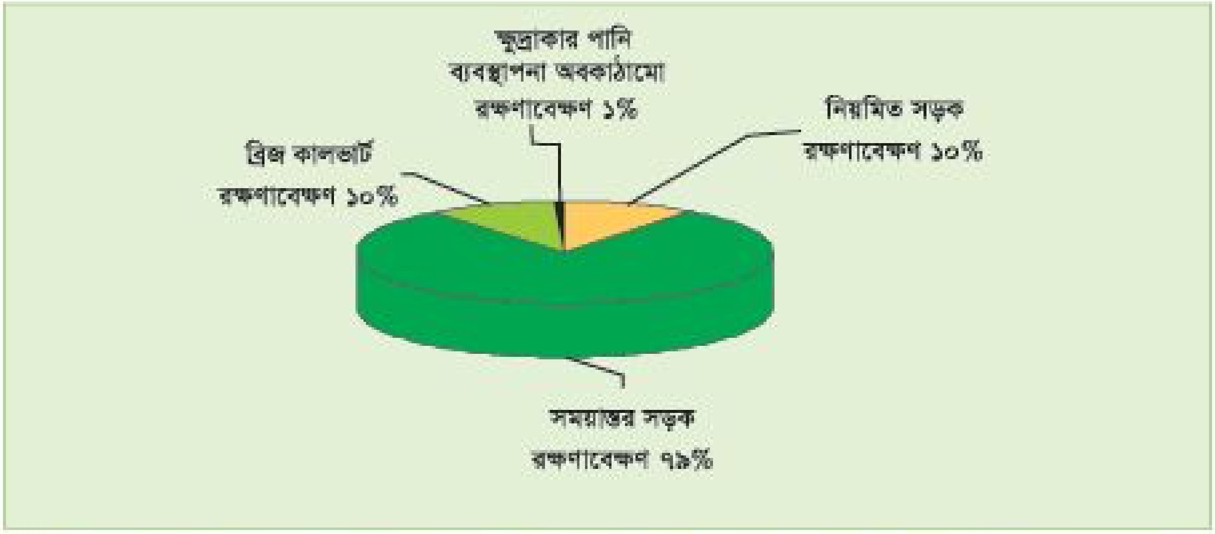

আলোকচিত্র-২২ঃ সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের পর পাকুল্লা-লাউহাটি ভায়া আবকাসু সড়ক, টাংগাইল।

আলোকচিত্র-২৩ঃ নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলছে, ফেনী।

আলোকচিত্র-২৪ঃ নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলছে, পঞ্চগড়।

২.৭ নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট

বিগত তিন দশকে বাংলাদেশের নগরায়নসহ নগর জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বর্তমানে শতকরা ২৭ ভাগ লোক নগর এলাকায় বাস করে যার সংখ্যা ৩ কোটি ৮০ লক্ষ। সাধারণভাবে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৫% হলেও নগর এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৫%। নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার অব্যাহত থাকলে ২০১৫ সালে নগর এলাকায় বসবাসরত লোকের সংখ্যা হবে ৫ কোটি ১০ লক্ষ।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর নগর সেক্টরের ক্রমবর্ধমান সমস্যা সমাধানে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহে নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের মাধ্যমে নিম্নে বর্ণিত কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকেঃ

১। অবকাঠামো উন্নয়ন ;

২। পরিচালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ;

৩। দক্ষতাবৃদ্ধি।

২.৭.১ অবকাঠামো উন্নয়ন

বাংলাদেশ সরকার ও দাতাসংস্থার অর্থায়নে ২০১১-১২ অর্থবছরে নগর এলাকার অবকাঠামো ও অন্যান্য কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরের আওতায় ১৬ টি প্রকল্প গৃহীত হয়। উক্ত প্রকল্পগুলির বরাদ্দ, ব্যয় ও অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি সারনি-১৪ এ এবং জুন ২০১২ এ সমাপ্ত ২ টি প্রকল্পের তথ্যাদি সারনি-২০ এ দেয়া হয়েছে।

সারনি-২১ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান অংগের তথ্য

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	ভৌত কর্মসূচি র পরিমান	আর্থিক ব্যয় (কোটি টাকায়)
১।	রাস্তা নির্মাণ ও উন্নয়ন	৪৬৮ কিঃ মিঃ	১১৩.৪৫
২।	ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	৬২৭ মিঃ	১৩.৬৫
৩।	ড্রেন নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ	২৩২ কিঃ মিঃ	৬৮.৯৮
৪।	কমিউনিটি ল্যাট্রিন/ টুইন পিট ল্যাট্রিন /পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১৩,১৮৯ টি	২৭.৮৯
৫।	বাথরুম নির্মাণ	২,৮০০ টি	১৫.৩০
৬।	নলকূপ স্থাপন	২,৩৯১ টি	১৪.২৭
৭।	বাস টার্মিনাল নির্মাণ	২ টি	১.৬২
৮।	কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	২৪ টি	১.৭২
৯।	বস্তি উন্নয়ন ও পুনর্বাসন	১,৯৬৮ পরিবার	১৮.৫৭
১০।	রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ	২৫২ কিঃ মিঃ	৯২.০০
১১।	ড্রেন রক্ষণাবেক্ষণ	৫০ কিঃ মিঃ	২০.০০
১২।	ডাম্পিংসাইট ও ট্রান্সফার ষ্টেশন	১১২ টি	১৭.৬৫
১৩।	মিউনিসিপ্যাল রিক্সা, ভ্যান ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং অন্যান্য	৫২৬ টি	০.৫২
১৪।	কাঁচা বাজার নির্মাণ	২২ টি	৫.৩৪
১৫।	পার্ক/বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ	৪ টি	৩.১৩
১৬।	কবর স্থান উন্নয়ন	৪ টি	০.৪১
১৭।	বৃক্ষরোপণ	৩,৪৫০ টি	০.০৩
১৮।	১ টি ওভারহেড ট্যাংকসহ পানি সরবরাহ লাইন স্থাপন	২৯.৩৭ কিঃমিঃ	১.৩৯
১৯।	ঘাট নির্মাণ	৩ টি	০.৩১
২০।	মিছিং লুপ ও ফ্লাইওভার নির্মাণ	২ টি	৪১.০২
২১।	স্ট্রিট লাইট	২০১৫ টি	৪.৫০
২২।	পৌরসভার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও অন্যান্য	-	৫০.০০
	মোট	-	৫১১.৭৫

আলোকচিত্র-২৫ঃ গোপালগঞ্জ পৌরসভার মরা মধুমতি নদী পুনর্বাসন ও পার্শ্ববর্তী এলাকা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সেতু।

আলোকচিত্র-২৬ঃ গোপালগঞ্জ পৌরসভার মরা মধুমতি নদীতে দু'লেন বিশিষ্ট ৪০ মিঃ ট্রাফিক আর্চ ব্রিজ, ফুটপাত সড়ক ও নির্মিত ঘাট।

আলোকচিত্র-২৭ঃ প্লাস্টিক সি আই সিট ও ভেন্টিলেটর সুবিধায় নির্মিত ল্যাট্রিন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

আলোকচিত্র-২৮ঃ নির্মিত প্রধান নর্দমা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।

২.৭.২ পরিচালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (UGIIP-I) প্রকল্পের আওতায় সর্বপ্রথম ৩০ টি পৌরসভায় "নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি" UGIAP গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে দ্বিতীয় নগর পরিচালন অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের (UGIIP-2) আওতায় ৩৫ টি পৌরসভায় পরিচালন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য "নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি" (UGIAP) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন-২০০৯ অনুসরণে ৬ টি সুনিদিষ্ট কর্মক্ষেত্রে ২১ টি কর্মকাণ্ডের (Activities) মাধ্যমে ১১৬ টি সুনিদিষ্ট করণীয় (Task) নিয়ে "নগর পরিচালন উন্নতি কর্মসূচি" প্রণয়ন করা হয়েছে। পৌরসভা পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিসহ পৌরসভায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ UGIAP বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস থেকে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহের জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে UGIAP বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নিম্নলিখিত ৬ টি সুনিদিষ্ট ক্ষেত্রে কর্মতৎপরতা ও করণীয় নির্ধারণের মাধ্যমে নগর পরিচালন ও উন্নতিকরণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়।

১। নাগরিকের সচেতনা বৃদ্ধি ও তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

২। নগর পরিকল্পনা;

৩। মহিলাদের অংশগ্রহণ;

৪। শহরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে একত্রিকরণ;

৫। আর্থিক দায়বদ্ধতা ও স্থায়ীত্বশীলতা; এবং

৬। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা

২.৭.৩ দক্ষতাবৃদ্ধি

পৌরসভায় কর্মরত জনবলসহ নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য বিশ্ব ব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত মিউনিসিপ্যাল সহায়তা ইউনিট (MSU) ও নগর ব্যবস্থাপনা সহায়তা ইউনিট (UMSU) এর মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং বর্তমানে এর কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে ১০ টি অঞ্চলে ১৭৬ পৌরসভা ও ৭ টি সিটি কর্পোরেশনে "মিউনিসিপ্যাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং" এর এ কার্যক্রম চালু আছে। সহজে, স্বল্প সময়ে উন্নত ও মানসম্পন্ন নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে গঠিত MSU-UMSU বর্তমানে এলজিইডি'র তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর (নগর ব্যবস্থাপনা) সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। দেশের ১০ টি অঞ্চলে নির্বাহী প্রকৌশলীর সমমর্যাদার উপ-পরিচালকের তত্ত্বাবধানে ১০ টি আঞ্চলিক অফিস রয়েছে। যার মাধ্যমে অঞ্চলসমূহের পৌরসভাসমূহকে দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

২.৭.৩.১ "মিউনিসিপ্যাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রাম" এর কার্যক্রমসমূহ

মিউনিসিপ্যাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রামের আওতায় নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা হয়-

কম্পিউটারাইজেশন ঃ

(ক) পৌরকর শাখার কম্পিউটারায়ন ও পৌরকরের উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা;

(খ) পৌর পানি শাখার কম্পিউটারায়ন ও পানি শাখার উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা;

(গ) ট্রেড লাইসেন্স কম্পিউটারায়ন ও এর উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা;

(ঘ) হিসাব শাখার কম্পিউটারায়ন ও হিসাব শাখার উন্নততর প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;

(ঙ) অযান্ত্রিক যানবাহনের ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটারায়ন ও এর উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা (পাইলট ভিত্তিতে)।

পরিকল্পিত নগরায়ণে সহায়তা ঃ

(ক) ভৌত অবকাঠামো ডাটাবেইস্ প্রস্তুতকরণ;

(খ) পৌরসভার বেইজ ম্যাপ প্রণয়ন;

(গ) মাষ্টারপ্ল্যান সম্পর্কে ধারণা প্রদান;

(ঘ) সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান।

কমিউনিটি মবিলাইজেশন ঃ

পৌরসভা পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়ে গঠিত কার্যক্রমে সহায়তার জন্য নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান ঃ

(ক) শহর সমন্বয় কমিটি গঠন (TLCC);

(খ) ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি গঠন (WLCC);

(গ) কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO) (পাইলট ভিত্তিতে)।

২.৭.৩.২ কেন্দ্রীয় মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট (CMSU) কর্তৃক সম্পাদিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঃ

২০১১-১২ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট (CMSU) এর মাধ্যমে ৯ টি কোর্সের আওতায় ৭২ টি ব্যাচে সর্বমোট ১৪৪৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ পৌরসভার মেয়রবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন আঞ্চলিক পর্যায়ে পৌরসভার মেয়রবৃন্দের জন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস-২০০৮ এর উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে যা অত্যন্ত সময় উপযোগী ও সফল হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

সারণি- ২২ CMSU কর্তৃক সম্পাদিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের তথ্য

ক্রমিক নং	ট্রেনিং এর নাম	অংশগ্রহণকারী	মোট ব্যাচের সংখ্যা	সময় কাল (দিন)	মোট অংশগ্রহণকারী		
					পুরুষ	মহিলা	মোট
১	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস-২০০৮	পৌরসভার মেয়রবৃন্দ	৫	৫	৯৯	৩	১০২
২	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস- ২০০৮(প্রকৌশলী)	পৌরসভার নির্বাহী / সহকারী প্রকৌশলীগণ	৫	১৫	৯৯	০	৯৯
৩	প্রাক্কলন কোর্স	পৌরসভার উপসহকারী প্রকৌশলী	১৫	৭৫	২৯৯	১	৩০০
৪	কোয়ালিটি কন্ট্রোল	পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী ও উপসহকারী প্রকৌশলীগণ	৩	১৫	৪৩	২	৪৫
৫	সার্ভেয়িং কোর্স	পৌরসভার সার্ভেয়ারগণ	৩	১৫	৬৪	১	৬৫
৬	প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স (TOT)	MSU/UMSU এর কর্মকর্তা ও পৌরসভার কর্মকর্তাগণ	১৬	৮৯	২৬৪	২৯	২৯৩
৭	ডাবল এন্ট্রি, ওরিয়েন্টেশন এবং রিভিউ মিটিং	পৌরসভার হিসাব রক্ষণ কর্মকতা, হিসাব রক্ষক, সহঃ হিসাব রক্ষক ও ক্যাশিয়ার	১৫	৫	৩০০	৩৬	৩৩৬
৮	বাজেট প্রিপারেশন	পৌরসভার হিসাব রক্ষণ কর্মকতা, হিসাব রক্ষক, সহঃ হিসাব রক্ষক ও ক্যাশিয়ার	৮	১৬	১৪৪	৩	১৪৭
৯	সফটওয়ার সংক্রান্ত	MSU/UMSU এর উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালক	২	২	৫৯	২	৬১
		মোট	৭২	২৩৭	১৩৭১	৭৭	১৪৪৮

২.৭.৩.৩ আঞ্চলিক মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিউ (RUMSU) কর্তৃক সম্পাদিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

দেশের ১০ টি আঞ্চলিক মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিটের (RUMSU) এর আওতায় ১০ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৩,৭১৯ টি ব্যাচে পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারী ও স্থানীয় জনগণকে কমিউনিটির কাজে সম্পৃক্তকরণ বিষয়ে ৩০,৩৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সারনি- ২৩ RUMSU কর্তৃক সম্পাদিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের তথ্য

ক্রমিক নং	ট্রেনিং এর নাম	অংশগ্রহণকারী	মোট ব্যাচের সংখ্যা	সময় কাল (দিন)	মোট অংশগ্রহণকারী		
					পুরুষ	মহিলা	মোট
১	রিফ্রেশার ট্রেনিং অন ট্যাক্স, ওয়াটার, এ্যাকাউন্টস এবং ট্রেড লাইসেন্স	পৌরসভার ট্যাক্স, ওয়াটার, এ্যাকাউন্টস এবং ট্রেড লাইসেন্স সেকশনের কর্মকর্তা/কর্মচারী	৩৭	৩	৪৪৭	২০	৪৬৭
২	বেসিক কম্পিউটার ট্রেনিং অন ট্যাক্স, ওয়াটার, এ্যাকাউন্টস, ট্রেড লাইসেন্স	পৌরসভার ট্যাক্স, ওয়াটার, এ্যাকাউন্টস এবং ট্রেড লাইসেন্স সেকশনের কর্মকর্তা/কর্মচারী	৩১	৮	৫৮০	৪৪	৬২৪
৩	বেসিক কম্পিউটার ট্রেনিং	পৌরসভার ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনের কর্মকর্তা/কর্মচারী	৬	৫	৮৬	১০	৯৬
৪	ভৌত অবকাঠামো সার্ভে ট্রেনিং	পৌরসভার ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনের কর্মকর্তা/কর্মচারী	১৪	৪	২০৭	৩০	২৩৭
৫	বেইজম্যাপ প্রস্তুতের জন্য অটোক্যাড ট্রেনিং	পৌরসভার ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনের কর্মকর্তা/কর্মচারী	৭	৫	১০৬	১৪	১২০
৬	অবকাঠামো ডাটা বেইজ ও বেইজম্যাপ প্রস্তুতের জন্য অন দ্যা জব ট্রেনিং	পৌরসভার ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনের কর্মকর্তা/কর্মচারী	৫০	৩০	১৮৯	২৩	২১২
৭	কমিউনিটি মবিলাইজেশন এর উপর অবহিতকরণ কর্মশালা	শহর সমন্বয় কমিটির সদস্যগণ	৫০	১	৩১৫২	৪০০	৩৫৫২
৮	CBO গঠন সংক্রান্ত অবহিতকরণ সভা	কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনের সদস্যগণ	১৫৪	১	২০০০০	১৩৩৭	২১৩৩৭
৯	সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা	শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য গণ, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির সদস্যগণ ও কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনের সদস্যগণ	৩০	১	৩২০০	৫১৫	৩৭১৫
		মোট	৩৭৯	৫৮	২৭৯৬৭	২৩৯৩	৩০৩৬০

আলোকচিত্র-২৯ঃ TA(MSP-2) প্রকল্পের আওতায় দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রমে ৫০ টি পৌরসভার মেয়রদের PPR-08 এর উপর অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করছেন প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এলজিইডি'র অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

আলোকচিত্র-৩০ঃ রংপুর ও রাজশাহী অঞ্চলের মেয়রদের PPR-08 এর উপর রংপুর অঞ্চলে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করছেন প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এলজিইডি'র অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

২.৭.৩.৪ MSU-UMSU কার্যক্রমের সাফল্য

MSU-UMSU কার্যক্রমের সাফল্য হিসেবে মোট ২৫,৭৩,৯৬৩ জন গ্রাহকের নিকট কম্পিউটারের মাধ্যমে ছাপানো বিল বিতরণ ও ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

সারনি- ২৪ MSU-UMSU কর্তৃক কম্পিউটারাইজেশন এর মাধ্যমে অর্জিত সাফল্যের চিত্র

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	পৌরসভার সংখ্যা	করদাতা/পানির গ্রাহক/ট্রেড লাইসেন্স হোল্ডার সংখ্যা
১।	পৌর কর কম্পিউটারায়ন	১৮৩	১৭,৩৩,৪৬০
২।	পৌর পানি কম্পিউটারায়ন	৮৮	৪,৫২,১৭৮
৩।	পৌর ট্রেড লাইসেন্স কম্পিউটারায়ন	১৪২	৩,৮৮,৩২৫
	মোট	-	২৫,৭৩,৯৬৩

আলোকচিত্র-৩১ঃ MSU এর আওতায় প্রশিক্ষক প্রশিক্ষন কোর্সে উপস্থিত পৌরসভার কর্মকর্তাবৃন্দ।

আলোকচিত্র-৩২ঃ দোহার পৌরসভায় CBO গঠনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত উঠান বৈঠক।

আলোকচিত্র-৩৩ঃ MSU এর আওতায় AutoCAD প্রশিক্ষণে পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ

২.৮ সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট

জাতীয় পানি নীতি অনুসরণে দেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর একটি অন্যতম কার্যক্রম। পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়িত প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদী সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (আইডব্লিউআরএম) ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। পানি সম্পদ উন্নয়নে নীতি সংক্রান্ত, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে যোগযোগ ও সমন্বয় সাধন এবং নতুন প্রকল্প প্রণয়নে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ ১,০০০ হেক্টর বিস্তৃত আবাদি এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও ভূপৃষ্ঠের পানি দিয়ে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে উপ-প্রকল্প নির্মাণ করা হয়ে থাকে। এলজিইডি এ পর্যন্ত "ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প" (প্রথম পর্যায়) এবং "দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প" (দ্বিতীয় পর্যায়) এর আওতায় ৫৮০ টি উপ-প্রকল্প নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছে। এই সফলতার ধারাবাহিকতায় "বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প" (তৃতীয় পর্যায়) এবং "অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প" (চতুর্থ পর্যায়) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যাতে পর্যায়ক্রমে আরো ৪৮৫ টি নূতন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে এবং ১ম ও ২য় পর্যায়ের ১৫০ টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হবে। এর ফলে আরো অতিরিক্ত প্রায় ৩,৫০,০০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্যাদি সারনি-২৫ এ দ্রষ্টব্য।

সারনি- ২৫ আইডব্লিউআরএম এর আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা		২০১১-১২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি
		উপ-প্রকল্পের সংখ্যা (টি)	বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	উপ-প্রকল্পের সংখ্যা (টি)	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	
১.	বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।	২১৫	৪৭০১৫.০০	৫০	৭১৪০.০০	১০০%
২.	অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প।	৪৪০	৭৯১০৬.০০	৪৭	৩৯০০.০০	১০০%
৩.	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প।	১০	১৩৪৮৬.০০	৪	৩২৯০.০০	১০০%
৪.	রাজস্ব বাজেটের আওতায় সেচ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম।	১৫৩	৫৭৫.০০	১৫৩	৫৭৫.০০	১০০%

প্রতিটি উপ-প্রকল্পের উন্নয়ন প্রক্রিয়া এলজিইডি'র প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট থেকে শুরু হয়। স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পসমূহ প্রাক-বাছাই (Pre-Screening), মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ (Reconnaissance), অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (PRA) এবং সম্ভাব্যতা যাচাই ও কারিগরি নক্সা প্রণয়ন (Pre-feasibility and Detailed Design) করা হয়। এই সমস্ত কার্যক্রম যথাযথ ভাবে সম্পন্ন ও পরিবীক্ষণের সুবিধার্থে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটে একটি পরিকল্পনা ও ডিজাইন শাখা আছে। স্থানীয় পানি সম্পদ ব্যবহারে সমস্যা চিহ্নিতকরণে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট ও জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO) দেশের প্রতিটি জেলায় পানি সম্পদ সমীক্ষা শুরু করেছে। ইতোমধ্যে WARPO-এর সহায়তায় দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৪৬ জেলায় এই সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণে জেলা পানি সম্পদ সমীক্ষায় উল্লেখিত সম্ভাব্য উপ-প্রকল্প তালিকা সহায়ক হবে।

২.৮.১ এলজিইডি'র ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

২.৮.১.১ বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

পানি সম্পদের উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাপান সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় "বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরের মধ্যে ২১৫ টি উপ-প্রকল্প নির্মাণ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা করেছে। এই সমস্ত উপ-প্রকল্পে বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য বন্যা বাঁধ নির্মাণ ও সংস্কার, পানি নিষ্কাশন ও সংরক্ষণে খাল পুনঃখনন বা খনন, বন্যা নিয়ন্ত্রণে রেগুলেটর, স্লুইস গেট, পানি সংরক্ষণ কাঠামো নির্মাণ বা সংস্কার এবং সেচ এলাকার উন্নয়নে খাল বা নদীর পানি সরবরাহে বিদ্যমান ব্যবস্থার সংস্কার এবং পাকা বা ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ করা হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষ হলে ২১৫ টি উপ-প্রকল্পে বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও ভূপরিস্থ পানি সেচ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে প্রায় ১ লক্ষ ১৬ হাজার হেক্টর আবাদি জমি উপকৃত হবে। এর ফলে প্রতি বছর প্রায় ৩ লক্ষ টন ফসল এবং ৬ হাজার টন মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

২০১১-১২ অর্থবছরে এই প্রকল্পের আওতায় ১৫ টি জেলাধীন বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ৮৪২ টি উপ-প্রকল্প প্রস্তাব পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে ৭৫৭ টির প্রাক-বাছাই সম্পন্ন করে ৭৩৩ টি উপ-প্রকল্প প্রস্তাব পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। প্রাক-বাছাইয়ে উত্তীর্ণ প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের মধ্যে ৪৭৭ টি উপ-প্রকল্প এলাকায় মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ করে ২৮৯ টি প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা ও সম্ভাব্যতা যাচাই এর জন্য উপযোগী হিসেবে পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে ১৯৬ টি উপ-প্রকল্পে অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা সম্পন্ন করে ১৬১ টি সম্ভাব্যতা যাচাই এর জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। একই সাথে ১৫৩ টি উপ-প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করে ১২১ টি কারিগরি নক্সা প্রণয়নের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ১২৪ টি উপ-প্রকল্পের কারিগরি নক্সা প্রণয়নের কাজ শুরু হয়ে ৯৭ টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উপকারভোগীদের প্রতিনিধিত্বকারী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি ও এলজিইডির মধ্যে ৭৩ টি উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরের পর ৫৮ টি উপ-প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে ১৫ টি সম্পন্ন হয়েছে।

টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা, নির্মিত অবকাঠামোসমূহের সঠিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ শুরু হওয়ার পর পানি ব্যবস্থাপনা সমিতির সাধারণ সদস্যদের স্ব-স্ব পেশায় দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের পারদর্শিতার সাথে কার্য পরিচালনার জন্য মাঠ পর্যায়ে ও বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। প্রকল্পের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২০ টি উপ-প্রকল্পে বেজলাইন ইমপ্যাক্ট সার্ভে শুরু হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন ৩২০ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা এবং জাপান সরকারের অর্থায়ন ৩২০ কোটি টাকা। জুন ২০১২ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ সরকারের ৫২ কোটি ৮৯ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা এবং জাপান সরকারের ১০৩ কোটি ৬২ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ মোট বরাদ্দের যথাক্রমে শতকরা ৩৫.২৩ ভাগ ও শতকরা ৩২.৪ ভাগ খরচ হয়েছে। সর্ব সাকুল্যে প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক অগ্রগতির হার শতকরা ৩৩.৩ ভাগ।

সারনি-২৬	২০১১-১২ অর্থবছরে "বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোসমূহের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	ভৌত কর্মসূচি	আর্থিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১	বাঁধ পুনর্নির্মাণ/উন্নয়ন	১২.৫ কিঃমিঃ	২৭৪.৬০
২	নতুন পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো নির্মাণ	৩৪ টি	৩,০০৪.১০
৩	খাল পুনঃখনন	৫৩ কিঃমিঃ	৯৫৮.৪০
	মোট	-	৪,২৩৭.১০

আলোকচিত্র-৩৪ঃ রঙ্গুনা-করনা উপ-প্রকল্প, শেরপুর।

আলোকচিত্র-৩৫ঃ রথখোলা-কামারবাড়ী উপ-প্রকল্প, জামালপুর।

আলোকচিত্র-৩৬ঃ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির অফিস, রঙ্গুনা-করনা উপ-প্রকল্প, শেরপুর।

আলোকচিত্র-৩৭ঃ খাল পুনঃখননে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (এলসিএস), লাউরের বিল উপ-প্রকল্প, মাদারীপুর।

২.৮.১.২ অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প

২০১১-১২ অর্থবছরে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও ইফাদ এর যৌথ আর্থিক সহায়তায় "অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রায় ২১ টি উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়নের কাজ চলমান আছে। এছাড়া, ২৫ টি পূর্বের বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধির কাজ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের মধ্যে ৩০০ টি Reconnaissance এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে যার মধ্যে ১২২ টি Participatory Rural Appraisal (PRA) সম্পন্ন হয়েছে এবং ৩৮ টি উপ-প্রকল্পের Feasibility Study and Detailed Design (FSDD) কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায় পাবসস এর সদস্যসহ বিভিন্ন বিভাগের প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় ১৭২ টি প্রশিক্ষণ Event এ

৭,৪১৯ জন পুরুষ ও ৩,২৫০ জন মহিলাসহ মোট ১০,৬৬৯ জন ১৫,৭৫৪ জনদিবসে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ১৪০ টি চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (এলসিএস) মাঠ পর্যায়ে মাটির কাজে অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে ২,৪৫০ জন পুরুষ এবং ১,০৫০ জন মহিলাসহ মোট ৩,৫০০ জন ভূমিহীন দরিদ্র নারী-পুরুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

আলোকচিত্র-৩৮ঃ এডিবি ও ইফাদ যৌথ পর্যালোচনা মিশনের সদস্যগণ চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলাধীন হারোয়াল ছড়ি উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করছেন।

আলোকচিত্র-৩৯ঃ এডিবি ও ইফাদ যৌথ পর্যালোচনা মিশনের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য উপস্থাপন করছেন ছারিয়াপুর পাবসসের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যা।

২.৮.১.৩ রাজস্ব বাজেটের আওতায় সেচ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম

"ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প" (প্রথম পর্যায়) এবং "দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প" এর আওতায় এ পর্যন্ত ৫৮০ টি উপ-প্রকল্পের নির্মাণ কাজ এলজিইডি সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস) নিকট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে হস্তান্তর করা হয়েছে। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি উপকারভোগী সদস্যদের নিকট হতে মাসিক সঞ্চয়সহ অন্যান্য উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ এবং স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। উপ-প্রকল্পের জরুরী বা বড় ধরণের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের মাধ্যমে প্রতি বছর সেচ অবকাঠামো খাতে জরুরী রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় পাবসসের চাহিদার প্রেক্ষিতে রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ পাবসসকে অর্থ সহায়তা দিয়ে থাকে। বিগত ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে ৬১ টি জেলায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পসমূহে পাবসসের মাধ্যমে মোট ৩০০০.০০ লক্ষ টাকার চাহিদার প্রেক্ষিতে জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মোট ৫৭৫.০০ লক্ষ টাকার অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়; যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

সর্বমোট				২০১১-১২ অর্থবছরে রক্ষণাবেক্ষণকৃত উপ-প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ				মন্তব্য
জেলার সংখ্যা	উপ-প্রকল্পের সংখ্যা	রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে প্রকৃত চাহিদা	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান (লক্ষ টাকা)	জেলার সংখ্যা	উপজেলার সংখ্যা	উপ-প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমান (লক্ষ টাকা)	রক্ষণাবেক্ষণকৃত ১৫৩ টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে ৬ টি রাবারড্যাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
৬১	৫৮০	৩০০০.০০	৫৭৫.০০	৪৬	১০২	১৫৩	৫৭৫.০০	

২.৯ প্রশিক্ষণ ইউনিট

দক্ষ, অভিজ্ঞ, ইতিবাচক মনোভাব সম্পন্ন জনবল সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। একটি গতিশীল কারিগরী প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিত এলজিইডি তার কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা ও মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কারিগরি জ্ঞান ও ধারণাকে সম্পৃক্ত করে ১৯৮১ সাল থেকে দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। এ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা। উক্ত পরিকল্পনার আলোকে ১৯৯৮ সালে সদর দপ্তরে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইউনিট স্থাপন করা হয়। প্রশিক্ষণকে বিকেন্দ্রীকরণের নিমিত্তে সমগ্র দেশে প্রতিষ্ঠিত করা হয় ১০ টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। চাহিদার তাগিদে ২০১১-১২ অর্থবছর মোট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা ১৪ টি করা হয়। এলজিইডি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছাড়াও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, ঠিকাদার, উপকারভোগী ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীরও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

আলোকচিত্র-৪০ঃ কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে হাতে কলমে নির্মাণ সামগ্রীর মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

আলোকচিত্র-৪১ঃ এলজিইডি'র ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের Inspection and Reporting এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

২.৯.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণার্থীদের বিবরণ

২০১১-১২ অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরে মোট ২২৩ টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৫,৯৪০ টি ব্যাচের মাধ্যমে ১,৬৫,২২২ জন প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের ৩৭.৬৬% পুরুষ এবং ৬২.৩৪% মহিলা। সর্বমোট প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের শতকরা প্রায় ৭৮.৫৮ ভাগই উপকারভোগী। উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে মোট ব্যয় হয় ২৪.১৭ কোটি টাকা।

সারণি-২৭ ২০১১-১২ অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণের তথ্য

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণার্থীদের ধরন	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট সংখ্যা (জন)	প্রশিক্ষণ দিবস (জন দিবস)
১	কর্মকর্তা	২,৭৪৬	১১৯	২,৮৬৫	১২,৩৮১
২	কর্মচারী	২,১১৮	৩২১	২,৪৩৯	৭,১৪৩
৩	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (প্রতিনিধি/কর্মকর্তা/ কর্মচারী)	৩,৬৯১	৪,৩৫১	৮,০৪২	১৬,২৬৬
৪	ঠিকাদার	১৯৫	৪০	২৩৫	২৩৫
৫	চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (LCS)	৭,৬১৮	১৪,১৮৭	২১,৮০৫	৩,৮৭,১৬৬
৬	উপকারভোগী (বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রম, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি/Water Sector Project এর সমিতি/Women Market Section ইত্যাদি)	৪৫,৮৫১	৮৩,৯৮৫	১,২৯,৮৩৬	৩,৪৪,৪৮২
	মোট	৬২,২১৯	১,০৩,০০৩	১,৬৫,২২২	৭,৬৭,৬৭৩

অনুচিত্র-৮ প্রশিক্ষনার্থীদের ধরন অনুযায়ী প্রশিণে অংশগ্রহণকারীগণের অনুপাত

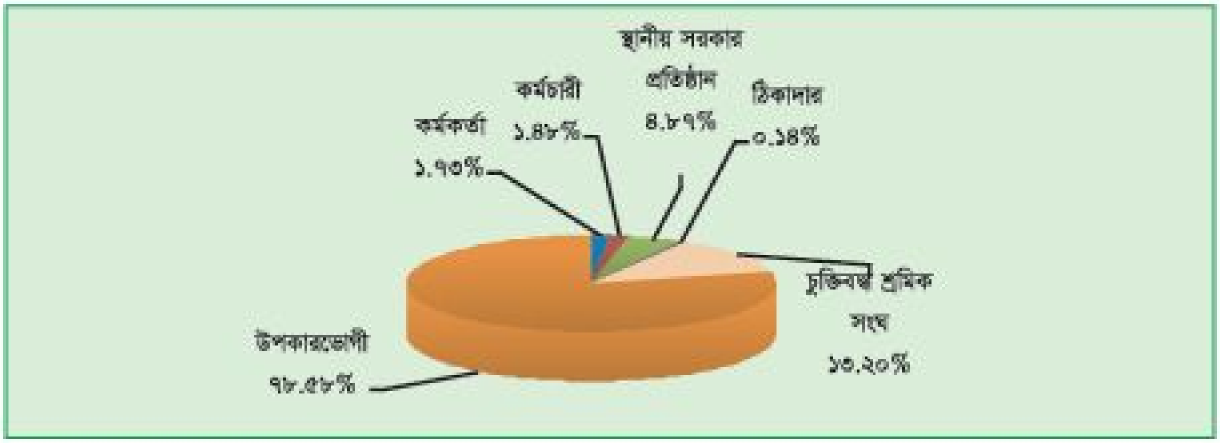

আলোকচিত্র-৪২ঃ এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালকগণকে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

আলোকচিত্র-৪৩ঃ এলজিইডি'র সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী ও উপজেলা প্রকৌশলীগণের মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

২.৯.২ বিদেশে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা সংক্রান্ত তথ্যাদি

পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকর্তাদের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের বিষয়েও এলজিইডি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে বিদেশ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৭৫ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং মোট ৩৭ জন কর্মকর্তা বিদেশে সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন। এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সারনি-৩০ এবং সারনি-৩১ এ প্রদান করা হয়েছে।

সারনি-২৮ বিদেশে প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	মেয়াদ	দেশের নাম	অর্থায়নকারী সংস্থা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	Training on "Performance Based Maintenance Contracting (PBMC)" and Road Safety".	20-06-2012 to 29-06-2012	Australia & New Zealand	IDA	৩
২	Training on "Advanced Contract Management and e-Procurement"	11-06-2012 to 22-06-2012	Italy	IDA	৫
৩	Operation and Maintenance Training of Total Station	15-05-2012 to 24-05-2012	Switzerland	JICA	১
৪	Area Focused Training Course on "Participatory Irrigation Management System for Asian Countries (A) (J12-04108)	22-05-2012 to 12-07-2012	Japan	JICA	১

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	মেয়াদ	দেশের নাম	অর্থায়নকারী সংস্থা	প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা
৫	Training on Road Safety Management	31-03-2012 to 11-04-2012	Australia & New Zealand	RIIP-II, ADB	৫
৬	Training Course on "Strategic Employment of Organizations for E-Government Promotion" (B) (J-11-00884)	14-03-2012 to 23-06-2012	Japan	JICA	১
৭	Public Procurement Management Training	11-03-2012 to 24-03-2012	Thailand & Indonesia	RIIP-II, ADB	৮
১০	Training on Design of Rubber Dam for Flood Protection and Irrigation	18-03-2012 to 22-03-2012	China	Beijing IWHR Corporation	২
১১	Study Tour Program on Labor Incentive for Market Access Management	28-02-2012 to 07-03-2012	Indonesia	IFAD	৭
১২	Public Procurement Management Training	19-02-2012 to 03-03-2012	Thailand & Indonesia	RIIP-II, ADB	৭
১৩	Study Tour Program on Labor Incentive for Market Access Management	14-02-2012 to 22-02-2012	Indonesia	IFAD	৬
১৪	Training Course on "Construction Management & Quality Control"	30-01-2012 to 08-02-2012	Thailand & Indonesia	DANIDA	৭
১৫	Training Course on "Construction & Maintenance of Rural Roads"	09-01-2012 to 18-01-2012	Thailand & Indonesia	DANIDA	৭
১৬	Counterparts Training Course on " Facility Maintenance and Water Management on Irrigation and Drainage (J-1104151)	09-01-2012 to 08-02-2012	Japan	JICA	২
১৭	Group Training Course on Integrated Agriculture and Rural Development through the Participation of Local Farmers(B) (J-1100697)	13-11-2011 to 17-12-2011	Japan	JICA	৪
১৮	Operation and Maintenance training on road Roller	10-11-2011 to 18-11-2011	Germany	JICA	২
১৯	Computer based Project Management Training	16-07-2011 to 27-07-2011	China	RIIP-II ADB	৭
				মোট	৭৫

সারনি-২৯ বিদেশে সেমিনার/কর্মশালা

ক্রমিক নং	সেমিনার/ওয়ার্কসপ এর নাম	মেয়াদ	দেশের নাম	অর্থায়কারী সংস্থা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	Development of Management & Leadership in the Public Sector	24-05-2012 to 01-06-2012	China & Malaysia	DANIDA	২
২	Public Private Co-operation Roles Responsibilities & How to Make a Work (DFC)	30-04-2012 to 11-05-2012	Denmark	DFC	১
৩	Asian Irrigation Forum	11-04-2012 to 13-04-2012	Manila	ADB	৩
৪	Monitoring and Evaluation of Infrastructure Development Project	09-04-2012 to 18-04-2012	Vietnam & China	DANIDA	৭

ক্রমিক নং	সেমিনার/ওয়ার্কসপ এর নাম	মেয়াদ	দেশের নাম	অর্থায়কারী সংস্থা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৫	Conference on UK Low Carbon Energy for Development Network Event"	04-04-2012 to 05-04-2012	UK	Loughborough University, UK	১
৬	Sub-Regional Workshop on "Gender and Urban Poverty in South Asia"	26-03-2012 to 28-03-2012	Colombo, Sri Lanka	ADB	৩
৭	Labor based road works & Contract Management	24-03-2012 to 03-04/2012	Kenya & Uganda	DANIDA	৪
৮	Asia-Pacific Climate Change Adaptation Forum	12-03-2012 to 13-03-2012	Bangkok, Thailand	ADB	১
৯	Public Private Co-operation Roles Responsibilities & How to Make a Work (DFC)	27-02-2012 to 03-04-2012	Denmark	DFC	১
১০	Technical Information Exchange Program (TIEP)	05-02-2012 to 15-02-2012	Lao PDR & Thailand	JICA	৫
১১	Seminar on Disaster Management of Damage Irrigation and Water Management Facilities for Agriculture (J-1130006)	11-01-2012 to 21-01-2012	Japan	JICA	২
১২	Twenty –Sixth Indian Engineering Congress and the Council	15-12-2011 to 18-12-2011	Bangalore, India	IEB & IEI	২
১৩	Forum of " Financing Future Cities"	15-11-2011 to 17-11-2011	Manila, Philippine	ADB	১
১৪	CPWF Third International Forum on Water and Food	14-11-2011 to 17-11-2011	Tshwane, South Africa	CPWF	২
১৫	Workshop on Building Resilience : bridging food security, climate change adaptation and disaster risk reduction	09/11/2011 to 10/11/2011	Rome, Italy	WFP	১
১৬	Technical visit	23-07-2011 to 27-07-2011	Istambul, Turkey	ADB	১
				মোট	৩৭

২.৯.৩ জাতীয় কর্মশালা / সেমিনার

মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের পাশাপাশি মত বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এলজিইডি জাতীয় পর্যায়েও সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত এরূপ বিভিন্ন কর্মশালা ও সেমিনারের তথ্যাদি নিচের সারনিতে দেওয়া হয়েছে ঃ

সারনি-৩০	দেশে অনুষ্ঠিত সেমিনার/কর্মশালা

ক্রমিক নং	সেমিনার / কর্মশালার বিবরণ
১।	১৭ আগষ্ট ২০১১ তারিখে বিশ্বব্যাংক সহায়তায় Municipal Support Unit (MSU)-কর্তৃক পরিচালিত RMSU-ঢাকা অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত কালিয়াকৈর পৌরসভায় দিনব্যাপী "সংবেদনশীলতা ও উদ্বুদ্ধকরণ" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় MSU এর কার্যক্রম, TLCC, WLCC ও CBO গঠন ও কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়।
২।	২৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে Municipal Support Unit (MSU) আয়োজিত দিনব্যাপীবেনাপোল পৌরসভায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "অবহিতকরণ" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় MSU এর কার্যক্রম বাস্তবায়নে পৌরসভার করণীয়, নাগরিক সেবা প্রদানে পৌরসভার বর্তমান কার্যক্রম এবং পৌরসভায় কমিউনিটি মবিলাইজেশন সাপোর্ট প্রদান বিষয়সমূহ উপস্থাপন করা হয়।

ক্রমিক নং	সেমিনার / কর্মশালার বিবরণ
৩।	২৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে দিনাজপুর এলজিইডি মিলনায়তনে অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় নূতন উপ-প্রকল্পের প্রস্তাব ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পের প্রস্তাব গঠনে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এক দিনব্যাপী এক ওরিয়েন্টেশন কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, নীলফামারী জেলার এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের সকল উপজেলা প্রকৌশলী, রংপুর অঞ্চলের সিনিয়র সোসিওলজিষ্ট, জেলা অফিসে কর্মরত প্রকল্পের জুনিয়র পানি সম্পদ প্রকৌশলী ও সোসিও ইকনোমিষ্টবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
৪।	১০ অক্টোবর ২০১১ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরে এলজিইডি ও বিশ্ব ব্যাংকের যৌথ আয়োজনে "Performance Based Maintenance Contract (PBMC)" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রকল্পসমূহের পরিচালকবৃন্দ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বব্যাংক ও এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ এবং কিছু সংখ্যক উপজেলা চেয়ারম্যান অংশগ্রহণ করেন।
৫।	১৬ অক্টোবর ২০১১ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরে এডিবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প ও জাইকা অর্থায়নে বাস্তবায়িত ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মকর্তা ও পরামর্শকদের অংশগ্রহণে "Sharing Implementation Experience Between JICA Supported SSWRDP and ADB-IFAD Supported PSSWRSP" শীর্ষক এক অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় PRA ও FSDP সম্পাদনে সমস্যা ও সমাধানের উপায়, পাবসসের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ, জেন্ডার, কৃষি ও মৎস্য উন্নয়ন এবং পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং Management Information System (MIS) ও সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে দিকনির্দেশনামূলক আলোচনা করা হয়।
৬।	২৯ অক্টোবর ২০১১ তারিখে আঞ্চলিক নগর ব্যবস্থাপনা সহায়তা ইউনিট, কুমিল্লা অঞ্চলের আওতায় চৌদ্দগ্রাম পৌরসভায় দিনব্যাপী "সংবেদনশীলতা এবং উদ্বুদ্ধকরণ" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপ জনাব মুজিবুল হক, বিশেষ অতিথি হিসেবে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) ও পরিচালক, UMSU জনাব মোঃ নূরুল্লাহ, আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ মকবুল হোসেন, কুমিল্লা অঞ্চলের নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-পরিচালক (ঢাকা ও কুমিল্লা), সহকারী পরিচালকবৃন্দ, টিএলসিসি সদস্য ও পৌরসভার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় পৌরসভার একাউন্টিং, ট্যাক্স, ওয়াটার, ভৌত অবকাঠামো এবং পৌর কার্যক্রমে জনসম্পৃক্ততা বিষয়সমূহ উপস্থাপন করা হয়। পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান কম্পিউটারাইজড সিস্টেম চালু করার জন্য পৌর মেয়রের কাছে ৪ টি কম্পিউটার হস্তান্তর করেন।
৭।	১৭ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরে "ভবিষ্যৎ আধুনিক নগরায়ণে ইস্যু এ্যান্ড অপশন্স" বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান সভাপতিত্ব করেন এবং বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব করেন সিনিয়র আরবান স্পেশালিস্ট জনাব জাহিদ এইচ খান। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এর প্রতিনিধি, বিএমডিএফ'র কর্মকর্তাবৃন্দ এবং পৌরসভার মেয়র, প্রকৌশলী ও প্ল্যানারগণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।
৮।	০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরে দিনব্যাপী "গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান সভাপতিত্ব করেন। উক্ত কর্মশালায় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ, বিশ্বব্যাংক, KfW, এডিবি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি ও এলজিইডি'র সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন।

ক্রমিক নং	সেমিনার / কর্মশালার বিবরণ
৯।	৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে এলজিইডি ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে এলজিইডি সদর দপ্তরে দিনব্যাপী "Environmental and Social Management Frameworks" শীর্ষক জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় এলজিইডি'র সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২) এর পরিকল্পনা, ডিজাইন ও বাস্তবায়ন কর্মসূচি, পরিবেশ সংক্রান্ত জাতীয় পদক্ষেপ, বিশ্ব ব্যাংকের পরিবেশ নীতিমালা এবং জনমতের নিরিখে পর্যালোচনা করা হয়। কর্মশালায় এলজিইডির উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রকল্পসমূহের পরিচালকবৃন্দ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বব্যাংক ও এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ ও কিছু সংখ্যক উপজেলা চেয়ারম্যান অংশগ্রহণ করেন।
১০।	১৫ মার্চ ২০১২ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে "এলজিইডিতে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠাকরণ" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান ও মিসেস নার্গিস বেগম। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য 'কিশোরী, তরুণী, বালিকা মিলাও হাত, গড়ে তোলো সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ' বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, বাংলাদেশের কিশোরী তরুণী বালিকারা আমাদের সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থায় একবিন্দু শিশির কণা নয় বরং তারা প্রত্যেকেই অমিত সম্ভাবনার এক একটি স্ফুলিঙ্গ।
১১।	২২ মার্চ ২০১২ তারিখে বিশ্ব পানি দিবস ২০১২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সিল ভবনে "পানি ও খাদ্য নিরাপত্তা" শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী রমেশ চন্দ্র সেন, এমপি উপস্থিত ছিলেন। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বুয়েট, কৃষি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং আইডব্লিউআরএম ও ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক কর্মশালায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়।
১২।	২৬ এপ্রিল ২০১২ তারিখে বরিশাল, খুলনা এবং ফরিদপুর অঞ্চলের MSU-UMSU এর আওতাভুক্ত পৌরসভা পর্যায়ে মেয়রগণের "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮" এর উপর ০১ (এক) দিনের অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় MSU-UMSU এর ধারাবাহিক কার্যক্রম ও ৩ অঞ্চলের পৌরসভাসমূহের অগ্রগতি তুলে ধরা হয়। এছাড়াও স্থানীয় সরকার আইন (পৌরসভা)-২০০৯ এর প্রয়োগ কৌশল, পৌরসভা পরিচালনায় প্রশাসনিক বিষয়সমূহ, পৌর কার্যক্রমে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮" এর প্রয়োগের বাস্তবতা ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোচনা হয়।
১৩।	৫ মে ২০১২ তারিখে সিলেট, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা অঞ্চলের MSU-UMSU এর আওতাভুক্ত পৌরসভার মেয়রবৃন্দের অংশগ্রহণে কুমিল্লা এলজিইডি মিলনায়তনে MSU-UMSU এর কার্যক্রম ও "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮" এর উপর পৌরসভার মেয়রবৃন্দের অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এ স্থানীয় সরকার আইন (পৌরসভা)-২০০৯ এর প্রয়োগ কৌশল এবং পৌরসভা পরিচালনায় প্রশাসনিক বিষয়সমূহ উপস্থাপন এবং আলোচনা হয়।
১৪।	১২ মে ২০১২ তারিখে বিশ্ব ব্যাংক সাহায্যপুষ্ট ও এলজিইডি'র আওতায় গঠিত MSU-কর্তৃক পরিচালিত RMSU, ঢাকা অঞ্চলের অধীন নতুন অন্তর্ভুক্ত কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO) এর সভাপতি ও সম্পাদক এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিবগণের ১ দিন-ব্যাপী "কমিউনিটি মবিলাইজেশন কার্যক্রম অবহিতকরণ" কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
১৫।	০২ জুন, ২০১২ তারিখে রংপুর ও রাজশাহী অঞ্চলের পৌরসভা পর্যায়ে মেয়রগণদের "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮" এর উপর ১ দিন-ব্যাপী "অবহিতকরণ" কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান। সভাপতিত্ব করেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।
১৬।	১০ জুন ২০১১ তারিখে 'নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ (অংশ-২)" শীর্ষক প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত গোপালগঞ্জ পৌরসভায় "এশিয়ান কোয়ালিশন ফর হাউজিং রাইটস (ACHR)" এর আওতায় এশিয়ান কোয়ালিশন ফর কমিউনিটি এ্যাকশন কর্মসূচির সহায়তায় "Community Architecture for Comprehensive Site Planning and Low-cost Housing" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোকচিত্র-৪৪ঃ "এলজিইডিতে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠাকরণ" শীর্ষক সেমিনার-এ বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম।

আলোকচিত্র-৪৫ঃ "ভবিষ্যৎ আধুনিক নগরায়ণে ইস্যু এ্যান্ড অপশন" বিষয়ক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

আলোকচিত্র-৪৬ঃ "Draft ICT-MIS Strategy & Action Plan" বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

আলোকচিত্র-৪৭ঃ "Climate Resilient Infrastructure Improvement in Coastal Zone" শীর্ষক প্রকল্পের প্রারম্ভিক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

আলোকচিত্র-৪৮ঃ "Environmental and Social Management Frameworks" শীর্ষক জাতীয় কর্মশালায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের একাংশ।

আলোকচিত্র-৪৯ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ আয়োজনে "Performance Based Maintenance Construction (PBMC)" শীর্ষক কর্মশালা।

আলোকচিত্র-৫০ঃ "Rural Road Maintenance Policy" শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

আলোকচিত্র-৫১ঃ কালিয়াকৈর পৌরসভায় অনুষ্ঠিত সংবেদনশীলতা ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করছেন এলজিইডি'র তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নুরুল্লাহ।

২.১০ প্রকিউরমেন্ট ইউনিট

৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৩ তারিখে The Public Procurement Regulations 2003 সরকার কর্তৃক জারি হওয়ার পর জানুয়ারি ২০০৪ মাসে এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রকিউরমেন্ট ইউনিট নামে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট-এর কার্যক্রম শুরু করা হয়। এই ইউনিট পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর বাস্তবায়ন মনিটরিংসহ ক্রয় কার্যক্রমে সকল ক্রয়কারী কার্যালয়কে বিভিন্ন ধরণের কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এই ইউনিট কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

১) ৪২ টি প্রকল্প ও ৫০ টি জেলার বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়েছে।

২) ঠিকাদারদের নিকট থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরণের ৫ টি অভিযোগ নিস্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৩) Central Procurement Technical Unit (CPTU) এর বিভিন্ন কর্মকান্ডে এই ইউনিট সক্রিয় অংশগ্রহণ করে পারস্পরিক সহযোগিতা বিনিময় এবং যোগাযোগ রক্ষা করছে।

৪) CPTU কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রজেক্ট-২" এর আওতায় Engineering Staff College, Bangladesh (ESCB) এবং Bangladesh Institute of Management (BIM)-এ ৩ সপ্তাহব্যাপী "Public Procurement" প্রশিক্ষণ কোর্স অক্টোবর ২০০৮ সাল হতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মোট ১০৮ টি ব্যাচে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮৭৬ জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। এ পর্যন্ত ৯২ টি ব্যাচে মোট ৭৫৩ জন প্রকৌশলী প্রশিক্ষণ পেয়েছে। এর মধ্যে ২০১১-১২ অর্থবছরে ৩৩ টি ব্যাচে ২৭৯ জন প্রকৌশলী কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৫) CPTU কর্তৃক আয়োজিত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ হতে Engineering Staff College, Bangladesh (ESCB) এবং Bangladesh Institute of Management (BIM)-এ ২ (দুই) দিনব্যাপী Short Training on "Public Procurement" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে এ যাবৎ এলজিইডি'র মোট ১১২ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;

৬) এলজিইডি কর্তৃক আয়োজিত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এবং চুক্তি ব্যবস্থাপনা শীর্ষক ৩ তিন দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সে জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ১০০ জন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৭) প্রকিউরমেন্ট ইউনিট থেকে CPTU এর সহায়তায় এলজিইডি'র সদর দপ্তর, আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ে মোট ৩৪৫ জন বিভিন্ন ক্যাটাগরীর (AE, SAE, Computer Operator) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের Procurement Management Information System (PROMIS) সফটওয়্যার এর উপর দুই দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৮) CPTU কর্তৃক ইলেক্ট্রনিক প্রকিউরমেন্ট e-Tendering এর পাইলট কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৪ টি ক্রয়কারী দপ্তরকে (সদর দপ্তর, ঢাকা, সিলেট ও গোপালগঞ্জ জেলা অফিস) প্রস্তুত করা হয়েছে। এবিষয়ে কর্তৃক এলজিইডি'র কর্মকর্তাদের e-GP System এর উপর প্রথমে ৭ দিন ও পরবর্তীতে আরো ৪ দিন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৯) e-GP System এর জন্য অত্র অধিদপ্তরের e-GP Organization Admin, PE Admin এবং TOC ও TEC গঠনের ব্যাপারে অফিস আদেশ জারী করা হয়।

১০) e-Tendaring এর আওতায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে গোপালগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলায় ১ টি করে এবং সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে ঢাকা জেলায় ২ টি দরপত্র অর্থাৎ মোট ৪ টি দরপত্র আহ্বান করা হয় এবং সফলভাবে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। তাছাড়া, সুনামগঞ্জ জেলায় e-Tendering এর আওতায় দরপত্র গ্রহণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

১১) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে সরকারী ক্রয় কার্যক্রমে, আইন ও বিধির প্রয়োগ এবং পরিবীক্ষণে অন্যান্য কর্মকর্তাদের তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক সহায়তা প্রদান করার জন্য প্রকিউরমেন্ট ফোকাল পার্সন হিসেবে ১০ জন প্রকৌশলী কর্মকর্তাকে প্রকিউরমেন্ট ইউনিট হতে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।

১২) ৬৪ জেলায় সীমিত দরপত্র পদ্ধতির আওতায় মোট ৪,০৯৯ জন ব্যক্তিকে তালিকাভুক্তির অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে জেলা পর্যায় হতে তালিকাভুক্তি বই সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৩) এই অধিদপ্তরের ৪ (চার) টি পাইলট প্রকল্প যথাঃ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২৬ (RDP-26), দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (SWBRDP), দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (RIIP-II) ও নগর পরিচালন এবং অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প-২ (UGIIP-II) এর Procurement Monitoring Report ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে CPTU-তে দাখিল করে।

১৪) সরকারী ক্রয়ের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর প্রতিপালন এবং আউট কাম সম্পর্কিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য CPTU কর্তৃক পরামর্শক ফার্ম "SRG Bangladesh Limited" কে প্রান্তিক মনিটরিং রিপোর্ট প্রণয়নের লক্ষ্যে ক্রয় কার্যক্রমের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের বিষয়ে এই ইউনিট সহায়তা প্রদান করছে।

১৫) এই ইউনিট স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্রয় কার্যক্রমে সময়ে সময়ে পরামর্শ ও মতামত প্রদান করছে। অন্যান্য সরকারী বিভিন্ন ক্রয়কারী কার্যালয়ে এই অধিদপ্তরের অভিজ্ঞ প্রকৌশলী কর্মকর্তাগণকে দরপত্র/ প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটিতে মনোনয়ন দিয়ে অন্যদের সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

২.১১ মান নিয়ন্ত্রণ ইউনিট

অবকাঠামো নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে এলজিইডি'র নিজস্ব মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী রয়েছে। এ সকল ল্যাবরেটরীতে নির্মাণ সামগ্রী ও সম্পাদিত কাজের মান নিয়মিত পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। এলজিইডি'র নিজস্ব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের গুণগত মান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও অন্যান্য সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী করা হয়ে থাকে।

২.১১.১ মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীর বিবরণ

বিভিন্ন পর্যায়ে স্থাপিত নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীসমূহ হলো ঃ

১। কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী - ১ টি

২। আঞ্চলিক-কাম-জেলা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী-১৪ টি

৩। জেলা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী - ৫০ টি

২.১১.২ মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে বিদ্যমান পরীক্ষা সুবিধাদি

এলজিইডি'র জেলা/আঞ্চলিক ল্যাবরেটরীসমূহে সিমেন্ট, এগ্রিগেট, ইট, কংক্রিট, রড, বিটুমিন এবং মাটির বিভিন্ন পরীক্ষাসহ সাব-সয়েল ইনভেষ্টিগেশনের সুবিধা আছে। এ সকল মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীসমূহে এলজিইডি'র উন্নয়ন কাজের নির্মাণ সামগ্রী, রাস্তার বিভিন্ন স্তরসহ অবকাঠামোর বিভিন্ন অংশের/কাজের গুণগত মান নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়। তাছাড়াও বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমিত আকারে পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে।

আলোকচিত্র-৫২ ঃ *Drilling Fluid* এর *Viscosity Test* করা হচ্ছে।

আলোকচিত্র-৫৩ঃ *EN- Method* এ *Cement Test* করা হচ্ছে।

জেলা/আঞ্চলিক ল্যাবরেটরীতে সুযোগ নেই এমন অতিরিক্ত কিছু বিশেষ পরীক্ষা এলজিইডি'র কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে সম্পাদন করা হয়ে থাকে যা নিম্নরূপ ঃ

১। Marshall Mixed Design

২। Stability Determination of Bituminous Sample

৩। Extraction of Bitumen

৪। Sub- Soil Investigation using Drilling Rig

৫। Unconfined Compression Test of Soil

৬। Consolidation Test of Soil

৭। Direct Shear Test of Soil

৮। Calibration of Load Devices

৯। Collection of Sample using Core Driller
১০। Test of Reinforcement Bar
১১। Pile Integrity Test
১২। Tri-Axial Test
১৩। Cone Penetration Test (CPT)

২.১১.৩ মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীসমূহে ২০১১-১২ অর্থবছরে সংগৃহীত যন্ত্রপাতি

২০১১-১২ অর্থবছরে এলজিইডি'র কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী ও জেলা পর্যায়ে ল্যাবরেটরীগুলির জন্য সরকারের রাজস্ব খাত হতে ৭৮.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্রয়কৃত উল্লেখযোগ্য যন্ত্রপাতির তালিকা নিচে দেয়া হলঃ

১। Marsh Funnel
২। Cylinder Mold
৩। Bitumen Extractor
৪। CTM Machine
৫। SPT Accessories
৬। Electronic Balance
৭। Testing Materials
৮। Dial Thermometer

২.১১.৪ মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

- এলজিইডিতে কর্মরত প্রকৌশলী ও ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ানদের Quality Control Unit মান নিয়ন্ত্রন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে ১১ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ২৪১ জন প্রকৌশলী/টেকনিশিয়ানকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থায়নে এলজিইডি ও পৌরসভার প্রকৌশলীদের মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

- On The Job Training এর মাধ্যমে সরাসরি মাঠ পর্যায়ে ২০১১-১২ অর্থবছরে মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক ২১ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৪২৩ জন প্রকৌশলী/টেকনিশিয়ানকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থায়নে এলজিইডি ও পৌরসভার প্রকৌশলীদের মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

২.১১.৫ ল্যাবরেটরী পরীক্ষা সংক্রান্ত সরকারী ফি আদায় সংক্রান্ত মনিটরিং

কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী ও জেলা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীসমূহে বিভিন্ন মালামাল পরীক্ষার ফি বাবদ প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়। অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত মনিটরিং করা হয় এবং এর হিসাব বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রতিবছর প্রদান করা হয়।

২.১২ প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৩১ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ ১৯৯০ সাল হতে এলজিইডি'র মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ২৫ টি প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৬ টি প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে যা ২০১৬ সাল নাগাদ চলবে। প্রকল্পসমূহের আওতায় এ যাবত ৯,৪৪৭.২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,৯১,২০২ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় (সরকারী/রেজিষ্টার্ড বেসরকারী এবং কমিউনিটি বিদ্যালয়) নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/সম্প্রসারণ ও মেরামত করা হয়েছে এবং ২০১৩ সাল নাগাদ এই লক্ষ্যমাত্রা ১৯৫,০০০ সংখ্যক বিদ্যালয় নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/সম্প্রসারণ ও মেরামত পর্যায়ে পৌঁছাবে। এই প্রকল্পগুলি বিশ্বব্যাংক (World Bank), এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB), KfW(জার্মান ব্যাংক), NORAD, EC, SIDA, USAID, DFID, CIDA, Netherlands এবং বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপরোক্ত প্রকল্পগুলি এলজিইডি'র উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা প্রকৌশল সেট-আপের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় উপজেলা পর্যায়ে **"উপজেলা শিক্ষা কমিটি"** এবং **"উপজেলা দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি"** (যার সভাপতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সদস্য সচিব ও সদস্যগণ যথাক্রমে উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ)। উক্ত কমিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়নের জন্য তালিকা প্রণয়ন, দরপত্র সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কাজের গুনগতমান নিশ্চিতকরণের জন্য তদারকী ও পরিবীক্ষণ, কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনাসহ সকল দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করছে। এতদ্ব্যতীত এই পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজ তদারকিতে সম্পৃক্ত রয়েছেন। কাজের প্রতিটি পর্যায়ে (লে-আউট, ফাউন্ডেশন এবং ছাদের কংক্রিট ঢালাই, ফ্লোর ঢালাই প্রভৃতি) বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। উপজেলা পর্যায়ে প্রাথামিক বিদ্যালয়ের পূর্তকাজ ও আসবাবপত্র সরবরাহ কাজের ব্যয়ভার মিটানোর জন্য তহবিল উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা প্রকৌশলীর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হয়। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ও শিক্ষকগণের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ পরিবীক্ষণ ও মনিটরিং এর সুবিধার্থে এলজিইডি কর্তৃক একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ কাজ মনিটরিং নির্দেশিকা তৈরী করা হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজসহ উপজেলা পর্যায়ের সকল ভৌত অবকাঠামোর কাজসমূহ সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ নীতিমালার আলোকে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে এবং এর সবচেয়ে বড় সুফল হচ্ছে উক্ত কার্যক্রমের উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কর্মকর্তা) ছাড়াও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণের (ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ) প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং উক্ত প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন ও জবাবদিহীতা স্থানীয় পর্যায়ে নিশ্চিত করা হয়। এ প্রসংগে, প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, সম্প্রসারণ, মেরামত ও আসবাবপত্র সরবরাহ কাজসমূহ **"উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির"** মাসিক সভায় কাজের অগ্রগতি, উদ্ভূত সমস্যা, গুণগতমান প্রভৃতি আলোচনা করা হয়ে থাকে। এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদের মাসিক সভায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অগ্রগতি, উদ্ভূত সমস্যা ও গুণগতমান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে। দেশের ৬৪ টি জেলার এলজিইডি'র ৬৪ জন নির্বাহী প্রকৌশলী, ১৪ জন আঞ্চলিক নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ) এবং ১৪ জন আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ তদারকী এবং মনিটরিং এর দায়িত্ব পালন করে থাকেন। প্রত্যেক আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী প্রতিমাসে ২৫ টি এবং জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী প্রতিমাসে ২০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ চেক লিষ্ট এর মাধ্যমে তদারকী ও মনিটরিং করে এলজিইডি'র সদর দপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ করে। যার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া হয়। এলজিইডি'র প্রতি জেলায় স্থাপিত ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ সামগ্রীর গুণগতমান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরীক্ষা করা হয়। এলজিইডি সদর দপ্তরে ১ জন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে পৃথক মনিটরিং ইউনিট কর্তৃক প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি মনিটরিং করা হচ্ছে। এই মনিটরিং ইউনিটের মাধ্যমে প্রতি মাসে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহা-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাকে নিয়মিত রিপোর্ট প্রদান করা হয়। এছাড়া এলজিইডি

হতে সকল সরকারী ও রেজিষ্টার্ড বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সার্ভে রিপোর্ট এবং স্কুল ম্যাপিং এর জন্য প্রতিটি উপজেলার Base Map প্রণয়নপূর্বক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। অধিকন্তু প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী তাদেরকে এলজিইডি হতে সার্বিক কারিগরী ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের গুনগতমান যাচাইয়ের জন্য জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে "জেলা পরিদর্শন কমিটি" দায়িত্ব পালন করছে। এই কমিটিতে এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলী অন্যতম সদস্য হিসাবে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন কাজ সংশ্লিষ্ট যেকোন প্রাপ্ত অভিযোগ এলজিইডি সদর দপ্তর তাৎক্ষনিকভাবে তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখিত কোন ত্রুটির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কারিগরি কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং ত্রুটিপূর্ণ কাজ সংশোধনের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

সারনি-৩১ **২০১১-১২ অর্থবছরে শিক্ষা ও ধর্ম সেক্টরের (সাব-সেক্টরঃ প্রাথমিক শিক্ষা) আওতায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান অংগভিত্তিক তথ্যাদি।**

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগ	সম্পাদিত কাজ (টি/প্যাকেজ)	চলমান (টি/প্যাকেজ)	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	আর্থিক ব্যয় (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ	৬২৯	১,৫৬২	৯০৮.৮৩	৮৯৭.৫৭
	৩ কক্ষ সম্প্রসারণ	১২৮০	৩,১৮৭		
২।	১২ টি পিটিআই স্থাপন	-	২৩		
মোট		-	-	৯০৮.৮৩	৮৯৭.৫৭

আলোকচিত্র-৫৪ঃ ৫৪ নং পার্শ্বেমারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেন্টার, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

আলোকচিত্র-৫৫ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেন্টার, বামনা, বরগুনা।

৩.০ দারিদ্র বিমোচন

৩.১ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন

উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রামীণ সড়ক, ব্রিজ/কালভার্ট, গ্রোথ সেন্টার ইত্যাদি উন্নয়নের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মহিলা ব্যবসায়ী, যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক পরিবহণ শ্রমিক এবং অন্যান্যদের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আয়ের সৃষ্ট সুযোগ দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ অবদান রাখছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আওতায় দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে প্রত্যক্ষভাবে ৯২৮.৯৮ লক্ষ জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

দেশের দুঃস্থ ও গরীব মহিলা জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রায় সবগুলিতেই গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসাবে মহিলা বাজার শাখা নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়াও, এলজিইডি'র প্রায় সকল প্রকল্পের আওতায় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা কর্মসূচি বাস্তবায়নে দুঃস্থ জনগোষ্ঠী, বিশেষতঃ দুঃস্থ মহিলা শ্রমিক নিয়োজিত করা হয়েছে যা বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের দীর্ঘ মেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে অবদান রাখছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে ১৪৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১১ টি মহিলা বাজার শাখা নির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দুঃস্থ ও গরীব মহিলা ব্যবসায়ীদের পল্লী অর্থনীতির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ততায় মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

আলোকচিত্র-৫৬ঃ মহিলা বিপণীকেন্দ্র, নাজির হাট, মুলাদি, বরিশাল।

আলোকচিত্র-৫৭ঃ চর মহিউদ্দীন মহিলা বিপণীকেন্দ্রের একটি দোকান, সুবর্ণচর, নোয়াখালী।

৩.১.১ "রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন

"রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম (RERMP)" শীর্ষক প্রকল্পটি ২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩ মেয়াদে পল্লী অঞ্চলের দারিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে ও সরকারের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিতে ইতিবাচক অবদান রাখার নিমিত্তে বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের সকল জেলায় প্রতিটি ইউনিয়নে ১০ জন দুঃস্থ মহিলা (মঙ্গাপীড়িত জেলায় ৩০ জন) কর্মীদের দ্বারা প্রতি ইউনিয়নে ২০ কিঃমিঃ গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বছরব্যাপী চলাচল উপযোগী রেখে কাজের বিনিময়ে আর্থিক সাহায্য (CFW) প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখতে অবদান রাখছে। উপরন্তু মহিলাদের দৈনিক ভাতা হতে ৪০% সঞ্চয় হিসেবে আলাদা হিসাবে ব্যাংকে জমা রাখা হচ্ছে। প্রকল্পে নিয়োজিত মহিলা কর্মীগণ প্রকল্প শেষে উক্ত জমাকৃত অর্থ অর্থাৎ ৭৫,০০০/- টাকা পাবেন, যা তাদের দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এছাড়া, দুঃস্থ মহিলা কর্মীগণ সঞ্চিত অর্থ দ্বারা কিভাবে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তাদের বিভিন্ন আয়বর্ধক (IG) কর্মকাণ্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

সড়কসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি স্থায়িত্ব রক্ষায় সড়কের উভয় পার্শ্বে প্রতি ইউনিয়নে ৫০০ টি বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ, বনজ, ঔষধি ও পামওয়েল গাছের চারা রোপণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০১২ পর্যন্ত সময়ে উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১১,৯২,৯৪৮ টি চারা রোপণ করা হয়েছে।

আলোকচিত্র-৫৮ঃ গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানি উপজেলায় দুঃস্থ মহিলা কর্মীগণ মাটি দ্বারা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করছে।

আলোকচিত্র-৫৯ঃ জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলায় দুঃস্থ মহিলা কর্মীগণ রাস্তার স্থায়িত্ব রক্ষায় প্রটেকশন ওয়াল পরিষ্কার করছে।

মঙ্গাপীড়িত এলাকার (কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর ও গাইবান্ধা) ৫ টি জেলার সকল ইউনিয়নে প্রতিটিতে বিশেষ বিবেচনায় ৩০ জন করে মহিলা কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে সারা দেশে এ কাজে নিয়োজিত দুঃস্থ মহিলাদের সংখ্যা প্রায় ৫২,০০০ জন।

আলোকচিত্র-৬০ঃ ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলায় মহিলাকর্মীগণকে আয়বর্ধক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

আলোকচিত্র-৬১ঃ ঢাকা জেলার সাভার উপজেলায় মহিলাকর্মীগণকে আয়বর্ধক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

প্রকল্পের শুরু হতে ৩০ জুন, ২০১২ পর্যন্ত সারাদেশে ৫১,৭৪০ জন গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলা কর্মীর কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। সারাদেশে প্রতি বছর ৯৮,০০০ কিঃমিঃ গ্রামীণ জনগুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহ বছরব্যাপী রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে চলাচল উপযোগী রাখা হচ্ছে। উল্লেখ্য ২০১১-১২ অর্থবছরে ২১,৪৪০ জন মহিলা কর্মীকে আয়-বর্ধক কর্মকাণ্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত সময়ে মোট ৫০,৫৮০ জন মহিলা কর্মীকে আয়-বর্ধক কর্মকাণ্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আলোকচিত্র-৬২ঃ প্রকল্প শেষে প্রকল্পে নিয়োজিত দুঃস্থ মহিলা কর্মী তাদের সঞ্চিত অর্থ কিভাবে ব্যবহার করে দারিদ্র্য হ্রাস করবে সে বিষয়ে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক পরামর্শ প্রদান করছেন।

আলোকচিত্র-৬৩ঃ প্রকল্পে নিয়োজিত দুঃস্থ মহিলা কর্মীদের দৈনন্দিন ভোজ্য তেলের চাহিদা নিরূপণের লক্ষ্যে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার একটি সড়কে পাম বৃক্ষরোপণ।

৩.১.২"কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন

সুনামগঞ্জ জেলায় IFAD-এর আর্থিক সহযোগিতায় কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পটি এলজিইডি কর্তৃক জানুয়ারি ২০০৩ সাল থেকে পরিচালিত হয়ে আসছে এবং যা জুন ২০১৪ সালে শেষ হবে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য সুনামগঞ্জ জেলার গ্রামীণ জনগণের সামাজিক ও আর্থিক ক্ষমতায়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচন। উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনে পাঁচটি কার্যক্রম যথাঃ সঞ্চয়ী সংগঠন সৃষ্টি ও ঋণ প্রদান; শ্রমঘন ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন; মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন; কৃষি ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পটি বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে, যার প্রভাব ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকার অভিষ্ঠ জনগণের জীবনমান উন্নয়নে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান। দারিদ্র্য বিমোচনে ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পটির অগ্রগতি নিচে প্রদান করা হ'লো-

১) এ পর্যন্ত প্রকল্পটি ২,৯৯৫ টি ঋণ সংগঠনের মাধ্যমে ৮৬,৭৩৭ টি পরিবারকে সঞ্চয়ী সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করেছে যার মোট সদস্য সংখ্যা ৮৬,৭৩৭ এবং এর মধ্যে ৬১,৫৪৩ জন (৭১%) সদস্যই মহিলা। বিভিন্ন মানবিক, সাংগঠনিক ও বিকল্প জীবিকা নির্ভর প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে দক্ষ স্বনির্ভর জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। দলগুলির সম্মিলিত সঞ্চয় ১২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় ও প্রকল্প ঋণ গ্রহণ করে বিনিয়োগের পরিমান ৩৫ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা এবং ঋণ আদায়ের হার ৯৭%। ইতোমধ্যে ২,৭০৪ টি সংগঠন প্রকল্প সহায়তা ছাড়াই নিজস্ব উদ্যোগে পুঁজি গঠন ও ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে এবং ক্রমান্বয়ে সমস্ত সংগঠনকেই নিজ উদ্যোগে পরিচালনার পর্যায়ে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২) প্রকল্প এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩২০ কিঃমিঃ রাস্তা তৈরী হয়েছে যার বড় একটি অংশ কমিউনিটি নিজেরাই LCS এর মাধ্যমে তৈরী করেছে এবং আর্থিক ভাবে সরাসরি লাভবান হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে, প্রত্যন্ত এলাকায় ব্যাপকভাবে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং সামাজিক নিরাপত্তা লক্ষনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, সুপেয় পানির ব্যবস্থাকল্পে ২৫৯৩ টি টিউবওয়েল স্থাপন; পানির আর্সেনিক দূরীকরণের জন্য ১,২৬১ টি সনোফিল্টার বিতরণ; স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃব্যবস্থার জন্য ৭৮,৮৪৮ টি ল্যাট্রিন স্থাপন এবং সামাজিক ও সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৩০ টি বহুমূখী গ্রামকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় ১০ টি গ্রাম প্রতিরক্ষা দেওয়াল তৈরী করা হয়েছে যা ১০ টি গ্রামের অধিবাসির জীবন রক্ষা ও জীবনের মান উন্নয়ন বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

আলোকচিত্র-৬৪ঃ কংক্রিট বকের ডুবন্ত গ্রামীণ সড়ক যা ডুবন্ত অবস্থায় নষ্ট হয় না, তাহেরপুর, সুনামগঞ্জ।

আলোকচিত্র-৬৫ঃ নির্মিত আরসিসি রাস্তায় পণ্য পরিবহণে সুবিধা ভোগ করছে স্থানীয় জনগণ, দিরাই, সুনামগঞ্জ।

আলোকচিত্র-৬৬ঃ পানির আর্সেনিক দূরীকরণের জন্য বিতরণকৃত সনোফিল্টার, সুনামগঞ্জ।

আলোকচিত্র-৬৭ঃ সুপেয় পানির ব্যবস্থাকল্পে স্থাপনকৃত টিউবওয়েল, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ ।

৩) মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় এই প্রকল্প ৩০০ টি বিলের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে জুন ২০১২ পর্যন্ত ২০৪ টি বিল (৪,৩৮০.৫৬ একর) দরিদ্র মৎস্য জীবিদেরকে দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবহারের জন্য হস্তান্তর করেছে যা সমাজ ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এরূপ ব্যবস্থাপনার সুফল লক্ষনীয় এবং প্রায় প্রতিটি বিলে মৎস্য উৎপাদন ও প্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এযাবত সরকারের কোষাগারে ১৭,৮৮২,১৪০ টাকা ইজারা মূল্য প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, মৎস্য আহরণের মাধ্যমে ইতোমধ্যে একজন মৎস্যজীবি বার্ষিক সর্বোচ্চ ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছে। মাছের আবাসভূমি উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি জুন ২০১২ পর্যন্ত ১৮৩ টি বিল পুনঃখনন করেছে, ৭১ টি বিলে ২০৮,৩৬০ টি হিজল করচ গাছ রোপণ করেছে এবং ৪১ টি বিলে মাছের অভয়াশ্রম স্থাপন করেছে। কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রকল্পটি ৫০ টি বিল উন্নয়ন ও ১২ কিঃমিঃ খাল খনন/পুনঃখনন করেছে। এ সকল কার্যক্রমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও প্রভাব নির্ণয়ের জন্য একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের বার্ষিক নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

৪) কৃষি ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে BRRI, DAE, BARI, DLS সহায়তায় সম্ভাবনাময় ফসলের প্রচলনের জন্য কৃষকের অংশগ্রহণমূলক মাঠ গবেষণা, গবেষণালব্ধ ফসলের সম্প্রসারণের জন্য প্রদর্শনী ও বীজ সহায়তা কর্মসূচি, পতিত জমির সুষ্ঠু ব্যবহার এবং প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে উন্নত জাত সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের জন্য কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রস্থাপন, উন্নত ষাঁড় সরবরাহ, সোনালী মুরগীর বাচ্চা সরবরাহ, বসতবাড়ীতে স্থাপনযোগ্য ডিমে তাঁ দিয়ে বাচ্চা ফুটানোর মতো লাগসই প্রযুক্তি সরবরাহসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে যা গ্রামের কৃষকদের, বিশেষ করে মহিলাদের বিকল্প আয় ও জীবনমান বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। বর্ণিত কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রকল্পটি ৬০০ টি প্রদর্শনী খামার নির্মাণ, ৫ টি শস্য গুদাম নির্মাণ, ৩৮৫ টি কৃষি ও পশু সম্পদে প্রশিক্ষণ, ১৯০ টি ক্ষুদ্র-ঋণে প্রশিক্ষণ ও ২১ টি ক্ষুদ্র-ঋণ কার্যক্রমে ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

৩.১.৩ "কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচী-২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংগ-৩); পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলা" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন

DANIDA এর আর্থিক সহায়তায় বর্ণিত প্রকল্পটি LCS নিয়োগ করে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনসহ গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণীর জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করছে। এ প্রকল্পে LCS এর মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে গ্রামীণ দরিদ্র ও বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং এলাকাবাসীর জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে যা দেশের দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। এই প্রকল্পে পুরুষের পাশাপাশি LCS মহিলা সদস্যরাও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে আসছেন।

প্রকল্পে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের (LCS) কর্ম পরিধির মধ্যে রয়েছে :

- মাটির রাস্তা নির্মাণ
- পাইপ কাষ্টিং
- পাইপ কালভার্ট/ইউ-ড্রেন নির্মাণ
- খাল পুনঃখনন

- বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা
- রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম
- এইচবিবি ও কার্পেটিং রোডের কিছু কাজ।

ভূমিহীন জনগোষ্ঠী/দুঃস্থ মহিলাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান, মধ্যসত্ত্বভোগকারী বর্জন এবং শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী নিশ্চিত করাই চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল নিয়োগ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মূখ্য উদ্দেশ্য।

চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের (LCS) সাথে একক চুক্তিমূল্যে (সীমা ১ লক্ষ টাকা) কার্য সম্পাদন করা হচ্ছে। তবে পূর্ব-যোগ্যতাসম্পন্ন শ্রমিক দলের সাথে এই সীমা ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়। একটি চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলকে একই সময়ে একটির বেশী কাজ দেয়া হয় না। কাজ শুরুর পূর্বে শ্রমিকদেরকে এলজিইডি কর্তৃক সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ, কারিগরি ও সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পর্কিত দক্ষতা উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৪ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

আলোকচিত্র-৬৮ঃ LCS এর মাধ্যমে মাটির রাস্তা নির্মাণ।

আলোকচিত্র-৬৯ঃ LCS এর মাধ্যমে ইউ-ড্রেন নির্মাণ।

আলোকচিত্র-৭০ঃ LCS এর মাধ্যমে HBB রাস্তা নির্মাণ।

২০১১-১২ অর্থবছরে অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক, ৮,৭৫০ শ্রমিক/দিনমজুর কাজে অংশ গ্রহণ করে সর্বমোট ৫,২২,১৩০ কর্ম দিবস কাজ করেছে। বর্ণিত কর্মদিবসের শতকরা ৯০ ভাগই মহিলা শ্রমিক দ্বারা সংগঠিত। এছাড়াও, প্রকল্প এলাকায় অনেক LCS নির্মাণ ঠিকাদারদের সাথে সরাসরি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে Sub-contractor হিসেবে কাজ করে। কাজ শুরু করার পূর্বে কাজের সার্বিক ধারণা প্রদান ও গুণগত মান বজায় রাখার জন্য ২০১১-১২ অর্থবছরে ৭,৯২৮ জন LCS সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে পুরুষ এবং মহিলা সদস্যরা হলেন যথাক্রমে ১,১৭২ জন এবং ৬,৭৫৬ জন।

LCS মহিলা সদস্যদের আয়কে স্থায়ী আয়ে পরিণত করে পারিবারিক দারিদ্র্যতা নিরসনে মহিলাদের পরোক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থবছরে ২,১৯৫ জন মহিলা LCS সদস্যকে আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং পরে তাদেরকে আনুষ্ঠানিক ভাবে RFLDC (Regional Fisheries and Livestock Development Component) তে স্থানান্তর করা হয়। RFLDC এই সদস্যগণকে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজ হাতে কলমে শিক্ষা দেবে।

এছাড়া, ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রকল্প এলাকার LCS মহিলাদের সচেতনতা, জ্ঞান, নারীর মানবিক অধিকার, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৯ টি উপজেলার ১১৪ টি কেন্দ্রে চার মাসব্যাপী ব্যবহারিক শিক্ষা (Functional Literacy) কার্যক্রম চালু করা হয়। প্রতি কেন্দ্রে ২০-৩০ জন সদস্যের অংশগ্রহণে প্রতিদিন ২ ঘন্টা লেখাপড়া শেখানো হয়। ১১৪ জন গ্রামীণ শিক্ষিত মহিলা শিক্ষকের ভূমিকায় কাজ করেছেন। এই প্রশিক্ষণে স্বাস্থ্যবিধি ও স্যানিটেশন, আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, সমাজ ও পরিবেশ, সঞ্চয় ও ঋণ, পরিবার পরিকল্পনা ও ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়ের উপর ৭৮ টি পাঠ দান করা হয়। এ পর্যন্ত মোট ১০,৮০৭ জন মহিলা ব্যবহারিক শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন।

আলোকচিত্র-৭১ঃ LCS সদস্যদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।

আলোকচিত্র-৭২ঃ LCS এর মাধ্যমে খাল পুনঃখনন কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

আলোকচিত্র-৭৩ঃ LCS সদস্যদের ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।

৩.১.৪ চর অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন

"চর অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো এবং ব্যবস্থাপনার সাথে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সংযোগ সাধনের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে এবং স্থানীয় বাজারের ব্যবস্থাপনার সাথে ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের সংযোগ বৃদ্ধিতে সহায়তা দিচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের হাট-বাজার, রাস্তা ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণে অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে ৩১,০৭৩ (একত্রিশ হাজার তিয়াত্তর) জন মহিলার স্বল্পকালীন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

সারনি-৩২ বাজার উন্নয়ন, কর্মদিবস, প্রদানকৃত মজুরী এবং উপকারভোগী হতদরিদ্র মহিলা শ্রমিকদের অংশগ্রহণের তথ্যাদি

কার্যক্রম	একক	মহিলা অংশগ্রহণ (সংখ্যা)		সৃষ্ট শ্রম দিবস (সংখ্যা)		প্রাপ্ত মজুরী (লক্ষ টাকা)	
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত
বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন	সংখ্যা	২৯৭৭	২৫০০	২৫০০৫৬	২০৮৩৮০	২৫০.২০	২০৮.৫০
গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন (এইচবিবি)	কিঃমিঃ	৫০০	৪৪৫	৮৮২৮২	৫৭৩৮৩	৬৬০.৯০	৪৩৬.৫০

গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়ন ছাড়াও চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদল এইচবিবি রাস্তা, ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণে অংশগ্রহণ করছে। এই মহিলা শ্রমিকগণ কাজের বিনিময়ে প্রতিদিন ১৫০.০০ টাকা পারিশ্রমিক পাচ্ছেন। এছাড়াও, প্রাক্কলিত মোট ব্যয়ের উপর ১০% হারে লভ্যাংশের প্রাপ্য অংশ তাদের মাঝে বন্টন করা হচ্ছে। মুনাফার টাকা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এলসিএস সদস্যগণ জমি ক্রয়, বসতবাড়ী উন্নয়ন, গাভী পালন অথবা ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছেন। এরূপ বিনিয়োগের মাধ্যমে এলসিএস সদস্যগণ ক্রমশঃ স্বাবলম্বী হওয়ার পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছেন।

সারনি-৩৩ বাজার অবকাঠামো ও গ্রামীণ সড়ক HBB দ্বারা উন্নয়নে ১০% হারে অর্জিত লভ্যাংশের অর্থ বন্টন।

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মহিলা অংশগ্রহণ	মুনাফা বন্টন (লক্ষ টাকা)
১	বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন।	১৮৬৯.৬০	২৫০০	১৫৫.৫০
২	গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন (এইচবিবি)	৬৯২.২০	৪৪৫	৩০.২০

আলোকচিত্র-৭৪: মহিলা শ্রমিকগণের মাঝে লভ্যাংশের অর্থ বন্টনের দৃশ্য।

আলোকচিত্র-৭৫: LCS দ্বারা এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে।

চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদলকে এনজিও'র নিকট স্থানান্তর

বাজার অবকাঠামো নির্মাণে অংশগ্রহণকৃত শ্রমিকদলকে বাজার উন্নয়নের সফল সমাপ্তির পর প্রকল্পের সহযোগী এনজিওদের (পদক্ষেপ ও প্রিজম) নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে স্থানান্তর করা হয়। এই প্রক্রিয়ার অংশে হিসাবে প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় প্রিজম এবং পদক্ষেপ এর ট্রেনিং একাডেমীতে মোট ৩৮ টি ব্যাচে ১,০৩০ জন মহিলা শ্রমিকদেরকে আয়বর্ধক কর্মকান্ডের উপর দু'দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে শ্রমিকদলকে উক্ত সহযোগী এনজিওদের মাধ্যমে ক্ষুদ্র-ঋণ কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে।

আলোকচিত্র-৭৬: আয়বর্ধক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

এলসিএস সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্র-ঋণ বিতরণ

এনজিও সদস্য হিসাবে এলসিএস সদস্যদেরকে নিয়মিত সঞ্চয় কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে প্রয়োজনমত ক্ষুদ্র-ঋণ কার্যক্রমের সুবিধা প্রদান করা হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে ১৯০ জন ঋণ গ্রহিতার মাঝে ক্ষুদ্র-ঋণ হিসাবে ২১.৭০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয় এবং সঞ্চয় সংগ্রহের পরিমান ৪.৩০ লক্ষ টাকা।

এলসিএস মহিলা সদস্য দ্বারা বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশের স্থায়ী ও সুদূর প্রসারী উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং রাস্তার স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এই প্রকল্পের আওতায় বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম হাতে নেয়ার মাধ্যমে কর্মী হিসাবে দুঃস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ৫ টি জেলায় ২২৮ জন মহিলা এলসিএস ১০৬ কিঃমিঃ রাস্তায় ৭৬,০০০ টি বৃক্ষের চারা রোপণ করেছে। এ বাবদ ব্যয় হয়েছে ১০৮.১০ লক্ষ টাকা।

৩.১.৫ "দরিদ্র জনগোষ্ঠির দুর্যোগ সহন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন

WFP ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়িত "দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ সহন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১১ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় আত্মসচেতনতা, স্বাক্ষরতা জ্ঞান,

স্বাস্থ্য শিক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা প্রস্তুতি ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড (IGA) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ১৩ টি জেলার ৪৩ টি উপজেলায় মোট ৮২,০০০ জন উপকারভোগীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে একজন উপকারভোগী প্রতিমাসে মোট ৩০ কেজি খাদ্য শস্য পেয়েছেন (১৫ কেজি খাদ্য শস্য ও ১৫ কেজির সমপরিমান টাকা ৩৭৫)। এ প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীগণের প্রকল্প পরবর্তী সময়ে স্বচ্ছলতার (Future Sustainability) জন্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রকল্প থেকে ফেজ আউট হয়ে উপকারভোগীগণ সংশ্লিষ্ট এনজিও এর সদস্য হবেন। তারা তাদের সঞ্চয়ের টাকা এবং এনজিও থেকে প্রাপ্ত লোন একত্র করে প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আয়বর্ধক কার্যক্রম চালাবেন এবং স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করবেন, যা দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সাহায্য করবে।

৩.১.৬ "অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন

"অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর" শীর্ষক প্রকল্পটি টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মসূচিকে সহায়তা করছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের বিশেষ দিক হচ্ছে যে, উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে বাস্তবায়নের সকল পর্যায় এবং বাস্তবায়ন পরবর্তী পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে স্থানীয় সুফলভোগী জনগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সম্পৃক্ততা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ।

প্রকল্পটি ২৭০ টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নসহ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পে বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পগুলোর মধ্য থেকে বাছাইকৃত ১৫০ টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকার ২,২০,০০০ হেক্টর জমিতে দানাদার শস্যের উৎপাদন ৫,৫৬,০৫৩ টন থেকে ৭,৩৫,৬৮৭ টনে এবং অদানাদার শস্যের উৎপাদন ২,৮২,৫৬৯ টন থেকে ৪,১২,৭৫০ টনে উন্নীত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

২০১১-১২ অর্থবছরে এই প্রকল্পের আওতায় ৬ টি নতুন উপ-প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে এবং ১৪ টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের ২৩ টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধির কাজ (Enhancement) শুরু হয়েছে। প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের মধ্যে ১২২ টি Participatory Rural Appraisal (PRA) সম্পন্ন হয়েছে এবং ৩৮ টি উপ-প্রকল্পের Feasibility Study and Detailed Design (FSDD) কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১৭২ টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৭,৪১৯ জন পুরুষ ও ৩,২৫০ জন মহিলাসহ মোট ১০,৬৬৯ জন ১৫,৭৫৪ জনদিবসে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ১৪০ টি চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (LCS) মাঠ পর্যায়ে মাটির কাজে অংশগ্রহণের ফলে ২,৪৫০ জন পুরুষ এবং ১,০৫০ জন মহিলাসহ মোট ৩,৫০০ জন ভূমিহীন দরিদ্র নারী পুরুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

৩.২ নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে নগর জনসংখ্যার প্রায় ২১ শতাংশ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে, যার এক-তৃতীয়াংশই অতি দরিদ্র। জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত বিভিন্ন জরিপ ও মূল্যায়ণ প্রতিবেদনে নগর দারিদ্রের বিষয়টিকে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশে নগর জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি (বছরে প্রায় ৪ শতাংশ হারে) পাবার সঙ্গে সঙ্গে নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপার্জন বাড়িয়ে এবং আয় সংশ্লিষ্ট নয় অথচ দারিদ্রের কারণ এমন বিষয়, যেমন-অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, স্বাক্ষরতা, নিরাপদ পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, অনিশ্চিত জীবন জীবিকা, সরকারী-বেসরকারী সেবার অভাব ইত্যাদির ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং একই সঙ্গে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মহিলাসহ সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসাবে এলজিইডি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পভুক্ত সিটি করপোরেশনসহ সকল পৌরসভায় "দারিদ্র্য বিমোচন কর্মপরিকল্পনা" প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ৯০.৮২ লক্ষ জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে যার মধ্যে "নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি অন্যমত। প্রকল্পটি দেশের ৩০ টি পৌরসভা/সিটি করপোরেশন এর লক্ষ দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠির বিশেষ করে নারী ও বালিকাদের জীবনমান ও জীবিকার উন্নয়ন

সাধনের উদ্দেশ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন এলাকার বস্তিতে বসবাসরত দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রাথমিক দল, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি), ক্লাষ্টার সিডিসি ও টাউন ফেডারেশন গঠন করে তাদের জীবনমান উন্নয়ণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে কমিটিগুলো ২৮,২২,৭৫০ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে কাজ করছে।

প্রকল্পের সকল কার্যক্রমই কমিউনিটি কন্ট্রাক্ট এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়, ফলে কমিউনিটি নিজেদের কাজ নিজেরাই বাস্তবায়ন করে। প্রচলিত ক্রয় পদ্ধতি অনুযায়ী ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়ন করা হয় না, ফলে তৃতীয় পক্ষের লভ্যাংশ ভোগের কোন সুযোগ নেই। জীবনমান ও আবাসস্থানের উন্নয়নের জন্য ফুটপাথ, ড্রেন, ল্যাট্রিন, টিউবওয়েল, বাথরুম, কমিউনিটি সেন্টার, মার্কেড সেড, মজা পুকুর পুনঃখনন, স্ট্রিট লাইট, ডাস্টবিন, বন্ধুচুলা ইত্যাদি অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং জীবিকার উন্নয়নের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য অনুদান প্রদান, নগর খাদ্য উৎপাদনের জন্য অনুদান প্রদান, শিক্ষা অনুদান প্রদানসহ বিভিন্ন আর্থসামাজিক উন্নয়নমূলক (ডে-কেয়ার সেন্টার উন্নয়ন, মাল্টিপারপাস সেন্টার উন্নয়ন, চিকিৎসা সেবা ইত্যাদি) কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। দারিদ্র্য মোকাবিলায় কমিউনিটি জনগোষ্ঠী সেভিংস এন্ড ক্রেডিট গ্রুপ (SCG) গঠন করে নিজেরা টাকা সঞ্চয় করে এবং সঞ্চিত অর্থ থেকে কমিউনিটি সদস্যদের মধ্যে ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ ঋণের টাকা নিয়ে তারা জীবিকার উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসা করার উদ্যোগ নেয়। এভাবে তারা কমিউনিটি ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং সেটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্তির সংগ্রামে ঐ সমস্ত নগর বস্তিবাসী দরিদ্র/হতদরিদ্র কমিউনিটি জনগোষ্ঠির পাশে থেকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করছে ও সাহস যোগাচ্ছে "নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি।

আলোকচিত্র-৭৭ঃ খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প হতে দরিদ্র ও অতি দরিদ্র নারীদের ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার জন্য নির্মিত মহিলা মার্কেট (বউ বাজার)।

সারনি-৩৪ দারিদ্র বিমোচনে আর্থসামাজিক ও জীবিকা উন্নয়নে অদ্যাবধি অর্জিত অগ্রগতি

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	সংখ্যা	টাকা (লক্ষ)	উপকারভোগীর সংখ্যা
১	শিক্ষানবিশ	৩৮,৭৩৩ টি	৩,১৭০.৫০	১,৪১,৬৪৯ জন
২	ব্লক গ্রান্ট	৫৫,৫৩৯ টি	২,৯৩০.৫১	
৩	শিক্ষা অনুদান	৪৭,৩৭৭ টি	২,৪৩৭.৫৫	
৪	সামাজিক উন্নয়ন	-	২,৪৮৯.৩৮	
৫	নগর খাদ্য উৎপাদন	-	২৯৩.৯৩	
	মোট	-	১১,৩২১.৮৭	-

আলোকচিত্র-৭৮: 'ইন্টারলক সয়েল কম্প্রেশড ব্রিক/ব্লক মাঠ পর্যায়ে উৎপাদন' প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীরা ব্রিক/ব্লক তৈরী করছে।

আলোকচিত্র-৭৯: শতরঞ্জী তৈরীর কারখানায় শিক্ষানবিশ কার্যক্রমে প্রশিক্ষণার্থীরা হাতে কলমে শিক্ষা গ্রহণ করছে।

আলোকচিত্র-৮০: ব্লক গ্রান্টে শান্তি রানীর কংক্রিট ট্যাংকে মাগুর চাষ।

আলোকচিত্র-৮১: ব্লক গ্রান্টে মোসলেমা খাতুনের একটি বাড়ী একটি খামার কার্যক্রম।

৩.৩ অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সৃষ্ট কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য বিমোচন

২০১১-১২ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী ও নগর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ, অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহ এবং রাজস্ব কর্মসূচির আওতায় উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রাম সড়ক, গ্রোথ সেন্টার, নগর ও পৌর এলাকার বিভিন্ন অবকাঠামো ইত্যাদি উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ১,৩১১.০২ লক্ষ জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। অধিকন্তু, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মহিলা ব্যবসায়ী, যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক পরিবহণ শ্রমিক এবং অন্যান্যদের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আয়ের সৃষ্ট সুযোগ দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ অবদান রেখেছে।

সারণি-৩৫ ২০১১-১২ অর্থবছরে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র

ক্রমিক নং	খাতের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ জনদিবস)	অর্জিত অগ্রগতি (লক্ষ জনদিবস)
১।	উন্নয়ন খাত		
	ক) পল্লী অবকাঠামো	৯৫৪.৮৭	৯২৯.০৭
	খ) নগর অবকাঠামো	১০৩.৭৪	৯০.৮২
	গ) অন্যান্য মন্ত্রণালয়	১৫৭.৩৩	১৫১.৯৬
২।	রাজস্ব খাত	১৪৫.৭৫	১৩৯.১৭
	মোট	১,৩৬১.৬৯	১,৩১১.০২ (৯৬.২৮%)

৪.০ এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত ব্যাতিক্রমধর্মী কার্যক্রম

৪.১ রাবার ড্যাম কৃষি উৎপাদনে একটি বাস্তবতা

শুষ্ক মৌসুমে ফসলের জমিতে সেচের পানির নিশ্চয়তা দেয়া এবং সেচ এলাকা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বর্ষা-পরবর্তী মৌসুমে অতিরিক্ত পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এলজিইডি নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদীতে ও ঈদগাঁও খালে পাইলট ভিত্তিতে দুইটি রাবার ড্যাম নির্মাণ করে। উক্ত রাবার ড্যাম দুটির সফলতার পরিপ্রেক্ষিতে এলজিইডি'র ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এলজিইডি এ পর্যন্ত মোট ৭১.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ২৩ টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করেছে। রাবার ড্যামগুলো নির্মাণের ফলে ২৯,১০৭ হেক্টর কৃষি জমি সেচ সুবিধা পাচ্ছে, অতিরিক্ত ৯০,৯৪০ মেট্রিক টন খাদ্য উৎপাদিত হয়েছে এবং ২,৩৯,০০০ জনদিবস কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বর্তমানে "খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে। জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০১৪ মেয়াদে দেশের ১১ টি জেলায় ১২ টি রাবার ড্যাম নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বাস্তবায়নাধীন এই প্রকল্পের কাজের গড় অগ্রগতি ৭৫%। ২০১১-২০১২ অর্থবছরে উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১০ টি রাবার ড্যাম এবং রাবার ড্যামের কমান্ড এরিয়ায় ১২ টি রেগুলেটর নির্মাণের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশপ্রাপ্ত রাবার ড্যাম ও রেগুলেটরের মধ্যে চট্টগ্রাম জেলার হালদা নদীর উপর ৫৫ মিটার দীর্ঘ রাবার ড্যাম, বান্দরবান জেলার সদর উপজেলায় ৩৫ মিটার দীর্ঘ শীলক খাল রাবার ড্যাম, মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলায় ৬০ মিটার দীর্ঘ লংলা রাবার ড্যাম ও লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলায় ১০০ মিটার দীর্ঘ সানিয়াজান নদীতে রাবার ড্যাম এবং ৬ টি রেগুলেটর এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৬ টি রাবার ড্যামের মধ্যে যথাক্রমে-নওগাঁ জেলার আত্রাই নদী, ঠাকুরগাঁও জেলার টাংগন নদী, দিনাজপুর জেলার রাণীঘাট নদী, কুড়িগ্রাম জেলার জিনজিরাম নদী, খাগড়াছড়ি জেলার চেঙ্গি নদী এবং দিনাজপুর জেলার আত্রাই নদীতে মোহনপুর ব্রিজের নিকট রাবার ড্যাম নির্মাণ কাজ ৬০% থেকে ৮০% এবং অবশিষ্ট ৬ টি রেগুলেটর এর নির্মাণ কাজ ৫০% থেকে ৮০% সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মোট ১১,০০০ হেক্টর জমি সেচের সুবিধা পাবে, প্রতিবছর অতিরিক্ত ৩৫,৮০২ মেট্রিক টন খাদ্য উৎপাদিত হবে এবং ২,৬৫,৫১১ জন দিবস কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

২৮ মার্চ ২০১২ তারিখে চট্টগাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলাধীন কৈয়াছড়ায় হালদা নদীর উপর নির্মিত ৫৫ মিটার দীর্ঘ রাবার ড্যামের শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে "খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত এই রাবার ড্যাম নির্মাণে ৯.৭৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। রাবার ড্যামটি নির্মাণের ফলে ফটিকছড়ি উপজেলার ৩ টি ইউনিয়নের ১১ টি গ্রামের প্রায় ১০০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আসবে। এর ফলে প্রতি বছর ৩,১০৫ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল উৎপন্ন হবে, ৩,৯৭৫ টি কৃষি-সংশ্লিষ্ট পরিবারের ১০,০৫০ জন উপকৃত হবে এবং ২০,০০০ জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। এছাড়া, উপ-প্রকল্প এলাকায় রবি, বোরো ও টি আমনে সেচ কাজে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

উপযুক্ত ক্ষেত্রে রাবার ড্যাম নির্মাণ জনগণ তথা জনপ্রতিনিধিদের কাছে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি আকর্ষণীয় বিকল্প হিসাবে নন্দিত হওয়ায় রাবার ড্যাম নির্মাণ এলজিইডি'র নিয়মিত কর্মকাণ্ড হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে উপরোক্ত প্রকল্পের আওতায় আরও ৬ টি রাবার ড্যাম নির্মাণ পরিকল্পনা বর্তমানে সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

আলোকচিত্র-৮২ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮ মার্চ ২০১২ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলায় হালদা নদীর উপর ৫৫ মিটার দীর্ঘ রাবার ড্যামের শুভ উদ্বোধন করেন।

আলোকচিত্র-৮৩ঃ হালদা নদী রাবার ড্যাম, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

৪.২ ই-গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট

দরপত্রে প্রতিযোগিতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২ জুন ২০১১ তারিখে ই-জিপি (Electronic Government Procurement) পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে (Pilot Basis) যে চারটি সংস্থায় ই-জিপি পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর তাদের মধ্যে একটি। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ইতোমধ্যে এ পদ্ধতির অনুসরণে গোপালগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (Open Tendering Method) ২টি এবং ঢাকা জেলায় সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে ২টি e-Tendering এর মাধ্যমে দরপত্র আহবান করে চুক্তি সম্পাদন করেছে। এ পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ ডিজিটাল। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে একটি মাইল ফলক। এ পদ্ধতিতে ঠিকাদার অন-লাইনে দরপত্র ফরম পূরণ করে যে কোন স্থান হতে দরপত্র দাখিল করতে পারে এবং ই-জিপি পদ্ধতির মাধ্যমে দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন করা হয়। এর ফলে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করাসহ দরপত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা, স্বচ্ছতা ও পণ্যের সঠিক মূল্য নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

৪.৩ জেন্ডার ও উন্নয়ন (GAD)

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মসূচি ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার আলো বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এলজিইডি'র সেক্টরভিত্তিক প্রকল্পসমূহের মধ্যে জেন্ডার ও উন্নয়ন বিষয়ক কাজের সমন্বয় সাধনে এলজিইডি'র সকল কার্যক্রমে ক্রমান্বয়ে নারী কর্মকর্তাদের অধিকহারে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং সংশ্লিষ্ট অংগনে সামর্থ্য বৃদ্ধি সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে এলজিইডি ব্যবস্থাপনাকে পরামর্শ প্রদানে

আলোকচিত্র-৮৪ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, গোপালগঞ্জ এবং ই-জিপি পদ্ধতির সর্বনিম্ন দরদাতা জনাব নারায়ন চন্দ্র দাস এর সংগে ৩১ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকায় চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান। উক্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আজিজুল হক, প্রকল্প পরিচালক জনাব পি, কে, চৌধুরী এবং ঢাকা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব নজরুল ইসলাম।

এলজিইডি জেণ্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিয়মিত সভায় মিলিত হয়। জেণ্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরামের তত্ত্বাবধানে এলজিইডি'র ডে-কেয়ার সেন্টারে এলজিইডি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শিশু সন্তানের যত্ন নেওয়া হচ্ছে। ***ফোরাম জেলা পর্যায়ে ৮ মার্চ ২০১২ এবং সদর দপ্তর পর্যায়ে ১৫ মার্চ ২০১২ তারিখে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করে। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি এলজিইডি'র তিনটি সেক্টরের স্বাবলম্বী ১৫ জন নারীকে সম্মাননা প্রদান করেন।*** এলজিইডি'র মাঠ পর্যায়ে জেণ্ডারের কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য ফোরামের সদস্যবৃন্দ মাঠ পর্যায় পরিদর্শন করছেন। জেলা পর্যায়ে জেণ্ডার সংক্রান্ত তথ্য/উপাত্ত সঠিকভাবে সংগ্রহের জন্য ২০১১-১২ অর্থবছরে ৬৪ জেলার সমাজ বিজ্ঞানীকে ত্রৈমাসিক মনিটরিং ছকের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পল্লী, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে জেণ্ডার বিষয়ক যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় সেগুলোকে নিচে বর্ণিত কয়েকটি ক্ষেত্রে চিহ্নিত করা যায়।

কর্মসংস্থান ঃ দুঃস্থ মহিলাদের একত্রিত করে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদল (এলসিএস) এর মাধ্যমে ইউনিয়ন ও উপজেলা সড়ক নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা এবং অবকাঠামো উন্নয়ন যেমন- গ্রামীণ সড়ক এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন, মার্কেট শেড, পাইপ কালভার্ট, ইউ-ড্রেন নির্মাণ, বসতভিটা উঁচুকরণ, মজাপুকুর খনন, বাঁধ, নালা সংস্কার ইত্যাদি কাজে নারীদের সম্পৃক্ত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাছাড়া, ঠিকাদারের মাধ্যমে বাস্তবায়িত অবকাঠামো নির্মাণ কাজে নারীদের শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ এবং একই ধরণের কাজে নারী-পুরুষের সমান মজুরী প্রদানের জন্য ঠিকাদারদের উৎসাহিত করা হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে পল্লী, নগর ও পানি সম্পদ সেক্টরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষরোপণে ১৪,৩২,৩৮৩ জন নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে। এর মধ্যে পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে ১১,৪৮,৬১৩ জন, পানি সম্পদ সেক্টরে ৮৩,৮৭৩ জন এবং নগর উন্নয়ন সেক্টরে ১,৯৯,৮৯৭ জন নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে।

আলোকচিত্র-৮৫ঃ রাস্তা মেরামতে এলসিএস সদস্য।

আলোকচিত্র-৮৬ঃ নির্মাণ কাজে নারী শ্রমিক।

আত্মকর্মসংস্থানঃ দুঃস্থ নারীদের সংগঠিত করে দল গঠন, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সুবিধাভোগীদের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৪,৫৭,২২১ জন নারী ৩২,৮২,৯৫,০৬০ টাকা সঞ্চয় করে এবং ৪৫,৫৩৮ জন নারী নিজস্ব সঞ্চয় তহবিল অথবা প্রকল্পের অনুদান হিসেবে ২১৭,১৭,৮৩,৮৩০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে।

আলোকচিত্র-৮৭ঃ হাঁসমুরগী পালন প্রশিক্ষণ শেষে হাঁসের বাচ্চা বিতরণ।

আলোকচিত্র-৮৮ঃ নিজ মুদি দোকানে কর্মরত হালিমা বেগম।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও নারীর ক্ষমতায়নঃ উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ ও মত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি যেখানে রয়েছে একজন নারী ইউপি সদস্য ও একজন ব্যবসায়ী নারী প্রতিনিধি এবং পৌর বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটিতে পৌরসভার নারী কাউন্সিলরবৃন্দ। প্রকল্প প্রণয়ন, উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ বা স্কীম নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা পর্যায়ে নারীদের সরাসরি অংশগ্রহণের জন্য পৌরসভা পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটি, যেমন-নগর সমন্বয় কমিটি (TLCC), ওয়ার্ড লেভেল সমন্বয় কমিটি (WLCC), বিভিন্ন স্ট্যান্ডিং কমিটি ও উপ-কমিটি এবং কমিউনিটি ভিত্তিক অর্গানাইজেশন (CBO), বস্তি উন্নয়ন কমিটি (SIC) বা কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (CDC) ইত্যাদিতে নারীদের সভাপতি এবং সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গঠিত বিভিন্ন উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)-তেও নারীদের সদস্য হিসাবে রাখা হয়েছে। প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিতে ৮৭,৯৯৩ জন নারীকে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। পল্লী উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্পের বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটিতে ৬০,০০০ জন নারী অন্তর্ভুক্ত হয়। পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের প্রকল্পের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি/কমিটিতে ৯,৩১৫ জন অংশগ্রহণ করেছে। নগর উন্নয়ন সেক্টরের প্রকল্পগুলির মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ের ও পৌরসভা পর্যায়ের কমিটিতে ১৮,৬৭৮ জন নারী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আলোকচিত্র-৮৯ঃ মহিলা মেম্বার নক্সা সই করছেন।

আলোকচিত্র-৯০ঃ পরিকল্পনা প্রণয়নে সিডিসি'র সদস্যবৃন্দ।

নেতৃত্ব বিকাশঃ এলজিইডি'র প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তা সমাধানে নারী পুরুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণের লক্ষ্যে নেতৃত্ব পর্যায়ে নারীদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। পল্লী, পানি ও নগর সেক্টরের প্রকল্পগুলিতে সুবিধাভোগীদের নিয়ে গঠিত সকল কমিটি, ওয়ার্ড লেভেল পর্যায়ের কমিটি এবং নগর পর্যায়ের কমিটিতে নারীরা সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সচিব বা উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনে (পৌরসভা, ইউনিয়ন) প্রকল্পের সুবিধাভোগী নারীগণ তাঁদের যোগ্যতাবলে পৌর কাউন্সিলর এবং ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার হিসাবে নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। এলাকায় সমস্যাচিহ্নিত করে তা সমাধানে নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে পানি ও নগর সেক্টরের কমিটির নেতৃত্ব পর্যায়ে ৬,৫৮৬ জন নারী ও ১,৫২৩ জন পুর"ষ অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে পানি সম্পদ সেক্টরে ২৩২ জন নারী ও ৪৬৪ জন পুরুষ এবং নগর সেক্টরে ৬,৩৫৪ জন নারী ও ১,০৫৯ জন পুরুষ।

ব্যবসা সহায়ক সুবিধাঃ হাট বাজার ও গ্রোথ সেন্টারে মহিলা বিপনী কেন্দ্র (Women`s Market Section) নির্মাণ করে ক্ষুদ্র নারী ব্যবসায়ীদের পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় নির্মিত/ নির্মিতব্য প্রতিটি মার্কেটে উন্মুক্ত ছাউনিতে (Open Shed) কমপক্ষে ১৫% জায়গা মহিলা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে বরাদ্দ দেয়া হয়। নগর প্রকল্পগুলিতে শিক্ষানবীশ কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র নারীদেরকে উপযুক্ত বিভিন্ন ব্যাভসায় সম্পৃক্ত করা হয়। পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে ১০৫ টি মহিলা বিপনী কেন্দ্রে ৩৯৫ টি দোকান মহিলাদের বরাদ্দ করা হয় যেখানে ৬৩,৯৭১ জন মহিলা ব্যবসা পরিচালনা করছেন। নগর উন্নয়ন সেক্টরে ৩ টি মহিলা বিপনী কেন্দ্রে ১৫ টি দোকান মহিলাদের বরাদ্দ করা হয়, যেখানে ৮,৯৭১ জন নারী প্রকল্পের অনুদান গ্রহণ করে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। শিক্ষানবীশ কার্যক্রমে ৮,৯৭১ জন নারী বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর সুযোগ পেয়েছে।

আলোকচিত্র-৯১ঃ মহিলা বিপনী কেন্দ্র, কুটুমভাঙ্গা, দিনাজপুর।

আলোকচিত্র-৯২ঃ শিক্ষানবীশ কার্যক্রমের একটি দৃশ্য।

মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)ঃ সুবিধাভোগী নারীদের মানব সম্পদে পরিণত করার জন্য প্রকল্প থেকে দেয়া হয় বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ। এর মধ্যে রয়েছে সামাজিক সচেতনতা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা প্রস্তুতি, জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতা, নেতৃত্ব বিকাশ, সংগঠন ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সঠিক কাজটি খুঁজে নিতে এবং দক্ষতার সংগে পণ্য উৎপাদন ও সঠিক মূল্যে বিপণন করার জন্য নারীদের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এলজিইডি'র কর্মকর্তা/কর্মচারী, এলজিআই প্রতিনিধি, ষ্টাফ এবং ঠিকাদারদের জন্য জেন্ডার সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। জেন্ডার সচেতনতা প্রশিক্ষণে ১৪,৬৭৬ জন নারী অংশগ্রহণ করে তন্মধ্যে পল্লী সেক্টরে ১১,৯৫৬ জন নারী, পানি সম্পদ সেক্টরে ৮৬৬ জন নারী এবং নগর উন্নয়ন সেক্টরে ১,৮৫৩ জন নারী। তাছাড়া, বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২,৩৮৭ জন ষ্টাফ এবং ১,৩০,১৬৮ উপকারভোগীকে কারিগরী ও জীবন মান উন্নয়নের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

আলোকচিত্র-৯৩ঃ এলসিএস সদস্যগণ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

আলোকচিত্র-৯৪ঃ জেন্ডার এ্যাকশন প্লানের আওতায় সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক চলছে।

কর্মক্ষেত্রে এবং অন্যান্য স্থাপনায় সহায়ক সুবিধাঃ কর্মক্ষেত্রে এবং এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন স্থাপনা যেমন ইউপি কমপ্লেক্স ভবন, ফেরীঘাট, গ্রোথ সেন্টার, বাস টার্মিনাল, পৌরপার্ক মার্কেটে নারীদের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আলাদা কক্ষ, টয়লেট ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া, নির্মাণ সাইটে নারী শ্রমিকদের শিশু সন্তানের জন্য শেডের ব্যবস্থা করা হয়।

আলোকচিত্র-৯৫ঃ বাস টার্মিনালে নারীদের জন্য পৃথক টিকিট কাউন্টার।

আলোকচিত্র-৯৬ঃ পৌরপার্কে নারীদের জন্য পৃথক বসারস্থান।

পল্লী উন্নয়ন সেক্টরের প্রকল্পের মাধ্যমে নারীদের জন্য ১৩০ টি গ্রোথ সেন্টারে ১২৭ টি, ৭ টি মার্কেটে ৫ টি এবং ১ টি সাইক্লোন রেজিষ্ট্যান্ট মাল্টিপারপাস মার্কেট শেডে ১ টি টয়লেট নির্মাণ করা হয়।

৫.০ ২০১১-১২ অর্থবছরে এলজিইডি'র কর্মকাণ্ড পরিদর্শনে মন্ত্রণালয় ও এলজিইডি'র উর্ধতন কর্মকর্তা এবং আগত প্রতিনিধি ও মিশনসমূহ

বিগত ২০১১-১২ অর্থবছরে নিচে বর্ণিত মন্ত্রণালয় ও এলজিইডি'র উর্ধতন কর্মকর্তা এবং আগত প্রতিনিধি ও মিশনসমূহ এলজিইডি'র কার্যাদি সম্পর্কিত পরিদর্শনে আসেনঃ

১. ১১-২৫ জুলাই ২০১১ সময়ে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল-এর যৌথ পর্যালোচনা মিশন "অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর" শীর্ষক প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। পরিদর্শনকালে মিশন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন পরামর্শক দলের কার্যক্রমের অগ্রগতি, পিআরএ, এফএসডিডি, আইএনজিও, ও এনজিও নিয়োগ ও বিভিন্ন পণ্য ও ভৌত কাজের ক্রয়, কৃষি ও মৎস্য বিষয়ক কার্যাবলী, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারবর্গের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন এবং জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান, চুক্তি ও অর্থছাড়করণ এবং এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট ও সমবায় অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলো পর্যালোচনা করেন। মিশন প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কাজের অগ্রগতি দেখার জন্য দিনাজপুর জেলার নিমাই খাড়ী ও জয়পুরহাট জেলার পূর্ব সরাইল-মাদাই উপ-প্রকল্প, ময়মনসিংহ জেলার গুমুরিয়া, ঢাকা জেলার আলমখালী, রাজবাড়ী জেলার ব্রজমূল ভিটি খাল এবং ফরিদপুর জেলার সোনাতলা উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করেন এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং সাধারণ সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন।

২. ১১ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) ও মূখ্য সচিব এবং এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমানসহ অন্যান্য উর্ধতন কর্মকর্তা "গোপালগঞ্জ পৌরসভার মরা মধুমতি নদী পুনর্বাসন ও পার্শ্ববর্তী এলাকা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ও মান দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

৩. ১৩ সেপ্টেম্বর-০৯ অক্টোবর ২০১১ সময়ে ADB, KfW ও GIZ এর যৌথ প্রজেক্ট রিভিউ মিশন বাংলাদেশ সফর করে। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে মিশন "দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার লক্ষ্যে এলজিইডি সদর দপ্তরে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় মিলিত হন। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত অপর এক সভায় মিশনকে জেন্ডার ও পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে মিশন রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, দিনাজপুর, নরসিংদী এবং গাইবান্ধা জেলায় প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করে। পরিদর্শন শেষে মিশন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহীদ খান মহোদয়ের সভাপতিত্বে স্থানীয় সরকার বিভাগে অনুষ্ঠিত Wrap-up সভায় অংশগ্রহণ করেন।

৪. মিডটার্ম রিভিউ মিশনের সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনান্তে প্রকল্পের অবশিষ্ট সময়ের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণে সম্মত হওয়ার উদ্দেশ্যে ১৬-২৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ সময়ে ইফাদ সুপারভিশন মিশন **"চর অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন"** প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করে। প্রকল্পের সীমাবদ্ধতা সনাক্তকরণসহ প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনাও এই মিশন পর্যালোচনা করে। মিশন ৩ টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে প্রকল্পের ৫ টি জেলা পরিদর্শন শেষে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত Wrap-up মিটিং এ অংশগ্রহণ করেন।

৫. ২৮ সেপ্টেম্বর-১৩ অক্টোবর ২০১১ সময়ে প্রস্তাবিত Second Rural Transport Improvement Project (RTIP-II) এর বিশ্বব্যাংকের Preparation Mission এবং Rural Transport Improvement Project (RTIP) এর 16th Implementation Support Mission বাংলাদেশ সফর করে। ১৩ অক্টোবর ২০১১ তারিখে RTIP এর 16th Implementation Support Mission এর Aide-memoire স্বাক্ষরিত হয়। Aide-memoire এ প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন-বন্যা পুনর্বাসন কার্যক্রম, Operational Risk Assessment, Financial Management, Institutional Development, Local Government

Capacity Building, পূর্তকাজ, Procurement, Social & Environmental Safeguards ইত্যাদির উপর ইতোপূর্বে সম্মত কার্যক্রম ও তার অগ্রগতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। প্রকল্প সময়সীমা ৩০ জুন ২০১২ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধিসহ প্রস্তাবিত RTIP-II প্রকল্পের Consultancy Service ও Environmental Impact Assessment and Management Framework এর ব্যয়ভার RTIP প্রকল্প হতে মিটানোর বিষয়ও উক্ত Aide-memoire এ উল্লেখ করা হয়। এছাড়া, প্রস্তাবিত Second Rural Transport Improvement Project (RTIP-II)-Preparation Mission এর Aide-memoire এ প্রকল্প প্রস্তুত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন-প্রকল্প কাঠামো নির্ধারণ, প্রকল্প যাচাই-বাছাই, প্রকল্পের বিভিন্ন উপাংশ নির্ধারণ, SIMF, EMF, SCM প্রস্তুত, বিভিন্ন স্টাডি সম্পাদন, Economic Analysis, Project Preparation Timetable ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

৬. ০২-১৩ অক্টোবর ২০১১ সময়ে টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স (টিএ) ফর এ্যাক্সটেনডেড মিউনিসিপ্যাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রাম এ্যান্ড প্রিপারেশন অফ মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রজেক্ট-II-এর সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে Mr. Songsu Choi, Lead Economist, World Bank HQ, Washington, D.C. এর নেতৃত্বে বিশ্বব্যাংকের একটি রিভিউ মিশন বাংলাদেশ সফর করে। মিশনটি মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রকল্পের ফলো-আপ প্রকল্প প্রণয়নের বিষয় নিয়ে সরকারের সংগে প্রাথমিক আলাপ আলোচনা করে। আলোচনাকালে জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ নতুন প্রস্তাবিত কুমিল্লা ও রংপুর সিটি কর্পোরেশন কে বিশ্বব্যাংকের সহায়তার আওতায় অর্ন্তভূক্ত করার বিষয়ে মিশনকে অনুরোধ করেন।

৭. ০৩ - ২৮ অক্টোবর ২০১১ সময়ে ইফাদ মিড টার্ম রিভিউ মিশন নোয়াখালী, লক্ষীপুর, বরিশাল, ভোলা ও পটুয়াখালী জেলায় "চর অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীদের সংগে মত বিনিময় করে।

৮. ২০ অক্টোবর-০২ নভেম্বর ২০১১ সময়ে ADB, KfW ও GIZ - এর তিন সদস্যের যৌথ প্রজেক্ট রিভিউ মিশন "দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের সুনামগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, বি-বাড়ীয়া, ময়মনসিংহ ও জামালপুর পৌরসভার চলমান ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়নসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করে।

9. ADB, KfW ও GIZ - এর যৌথ রিভিউ মিশন আঞ্চলিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র, এলজিইডি, ময়মনসিংহে ২৫ অক্টোবর ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আওতাধীন "জেন্ডার কর্ম পরিকল্পনা (GAP) বাস্তবায়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী পৌর কাউন্সিলরবৃন্দের সাথে গৃহীত কার্যক্রম নিয়ে মত বিনিময় করে।

১০. ১৪-২৪ নভেম্বর ২০১১ সময়ে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) রিভিউ মিশন "সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন (ফেজ-২)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মুন্সিগঞ্জ, বি-বাড়ীয়া, সুনামগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও জামালপুর পৌরসভার উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে ড্রেন, পাবলিক টয়লেট, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ এবং ল্যান্ডফিল সাইট ও বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শনপূর্বক সম্পাদিত কাজের অগ্রগতি ও গুণগত মান সম্পর্কে মিশন সন্তোষ প্রকাশ করে।

১১. ২৫-২৮ নভেম্বর ২০১১ সময়ে ADB, KfW ও GIZ -এর যৌথ রিভিউ মিশন "দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্পভুক্ত এলাকা সুনামগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, কুমিল্লা, বি-বাড়ীয়া, ময়মনসিংহ এবং জামালপুর পৌরসভার চলমান ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়নসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করে। এ সময়ে মিশন TLCC, SIC এবং বেশ কয়েকটি জেন্ডার কমিটির সভার কার্যক্রমও অবলোকন করে।

১২. ১১-২২ ডিসেম্বর ২০১১ সময়ে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল এর যৌথ পর্যালোচনা মিশন "অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর" শীর্ষক প্রকল্পের উপ-প্রকল্প এলাকা চট্টগ্রাম জেলার ডাবুয়া ও হারোয়াল ছড়ি উপ-প্রকল্প এবং কক্সবাজার জেলার বাকখালী, সোনাইছড়ি ও পোকখালী-নাইখ্যংদিয়া উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করেন এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং সাধারণ সদস্যদের

সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। পরিদর্শনকালে মিশন প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি, চুক্তি সম্পাদন, অর্থ ছাড়করণ ও পুনভরণ, পিআরএ, এফএসডিডি, আইএনজিও, ও এনজিও নিয়োগ; প্রকল্পের বিভিন্ন পণ্য ও ভৌত কাজের ক্রয়, জেণ্ডার অ্যাকশন প্ল্যান, এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট ও সমবায় অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ, কমিউনিটি অ্যাসিসট্যান্ট ও এনজিও ফ্যাসিলিটেটর নিয়োগ, সামাজিক সুরক্ষা, TLCC O&M Strategy ও উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়গুলোর অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন।

১৩. ১৩-১৫ ডিসেম্বর ২০১১ সময়ে প্রস্তাবিত Second Rural Transport Improvement Project (RTIP-II) এর বিশ্বব্যাংকের Hand-over Mission বাংলাদেশ সফর করে। এই মিশনে বিদায়ী Task Team Leader Mr. Jean-Noel Guillossou এর স্থলে নতুন নিযুক্ত Task Team Leader Mr. Manzoor Ur Rehman কে RTIP-II প্রকল্পের প্রস্তুতি কার্যক্রম তদারকির জন্য দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয়।

১৪. ২১-২২ জানুয়ারি ২০১২ সময়ে তারিখে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট BMZ মিশন "দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম মূল্যায়নের লক্ষ্যে রংপুর পৌরসভা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে মিশন রংপুর পৌরসভায় টাউন লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (টিএলসিসি) এর বিশেষ সভায় মিলিত হন।

১৫. ২৯ জানুয়ারি-১২ ফেব্রুয়ারি ২০১২ সময়ে প্রস্তাবিত Second Rural Transport Improvement Project (RTIP-II) এর বিশ্বব্যাংকের Pre-Appraisal Mission বাংলাদেশ সফর করে। উল্লেখ্য যে, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে প্রস্তাবিত RTIP-II এর Pre-Appraisal Mission এর Draft Aide-memoire স্বাক্ষরিত হয়। Aide-memoire এ প্রকল্প প্রস্তুত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন-Appraisal Mission, Board Presentation, Negotiation এর সময়সূচি নির্ধারণ, প্রকল্পের বিভিন্ন উপাংশে নির্ধারণ ও তার অনুকূলে ব্যয় নির্ধারণ, SIMF, EMF Disclosure, Project Preparation Report, বিভিন্ন স্টাডি সম্পাদন এবং পূর্তকাজের Selection Criteria প্রস্তুত ও Economic Analysis প্রস্তুত ও তা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পাদনের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

১৬. ২৬ ফেব্রুয়ারি-০১ মার্চ ২০১২ সময়ে "Capacity Development Technical Assistance (CDTA) for Strengthening Resilience of the Urban Water, Drainage and Sanitation Sector to Climate Change in Coastal Towns" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের উপর ADB কর্তৃক গঠিত TA Inception Mission বাংলাদেশ সফর করেন। বাংলাদেশ সফর কালে উক্ত টীম ২৬ ফেব্রুয়ারি প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়সহ এলজিইডি প্রকৌশলীবৃন্দের সাথে সাক্ষাত করেন এবং ২৯ ফেব্রুয়ারি CDTA Steering Committee এর সভা করেন। উক্ত সভায় কারিগরি সহায়তায় প্রকল্পের Scope ও approach নিয়ে এবং প্রস্তাবিত উপকূলীয় শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের Concept নিয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উক্ত Inception Mission এ সদস্য হিসাবে ছিলেন Norio Saito, Senior Urban Development Specialist/Mission Leader, SAUW, Ron Slangen, Urban Development Specialist এবং Md. Rafiqul Islam, Senior Project Officer, BRM.

১৭. ০৬-১৩ মার্চ ২০১২ সময়ে প্রস্তাবিত Second Rural Transport Improvement Project (RTIP-II) এর বিশ্বব্যাংকের Appraisal Mission বাংলাদেশ সফর করে। উল্লেখ্য যে, ২০ মার্চ ২০১২ তারিখে প্রস্তাবিত RTIP-II এর Appraisal Mission এর Aide-memoire স্বাক্ষরিত হয়। Aide-memoire এ প্রকল্প প্রস্তুত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমনঃ Appraisal Mission, Board Presentation, Negotiation এর সময়সূচি নির্ধারণ, প্রকল্পের ব্যয় নির্ধারণ, SIMF, EMF Disclosure, Governance and Accountability Action Plan (GAAP), Operational Risk Assessment Framework (ORAF), বিভিন্ন স্টাডি সম্পাদন এবং পূর্তকাজের ডিজাইন ও Selection Criteria প্রস্তুত ও Economic Analysis প্রস্তুত ও তা সম্মত সময়সীমার মধ্যে সম্পাদনের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

১৮. ১৮-২০ মার্চ ২০১২ সময়ে এডিবি ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে দেশের উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনে সহণীয় Coastal Town Infrastructure Improvement Project (CTIIP) শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের উপর ADB এর Loan Reconnaissance (PPTA-Fact-Finding) Mission বাংলাদেশ সফর করেন।

১৯. ১৮ এপ্রিল ২০১২ তারিখে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের South Asia & Water অধিদপ্তরের পরিচালক, জনাব Fei Yue এলজিইডি সদর দপ্তর পরিদর্শনে আসেন। এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। এলজিইডি'র কনফারেন্স কক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় জনাব রওশন কবীর, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ, প্রকল্প পরিচালক, দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। প্রকল্প বাস্তবায়নে এডিবি'র সহযোগিতার জন্য এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

২০. ১৮-২৬ এপ্রিল ২০১২ সময়ে "CDTA for Strengthening Resilience of the Urban Water, Drainage and Sanitation Sector to Climate Change in Coastal Towns" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের ADB কর্তৃক গঠিত TA Inception Mission এর Team Leader, Mr. Norio Saito বাংলাদেশ সফর করেন এবং ২৬ এপ্রিল Steering Committee এর ১ম সভায় অংশ গ্রহণ করেন। উক্ত সফরে তিনি প্রকল্পের প্রস্তাবিত এলাকা পরিদর্শন করেন।

২১. ১৯ এপ্রিল - ১০ মে ২০১২ সময়ে টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স (টিএ) ফর এ্যাক্সটেনডেড মিউনিসিপ্যাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রাম এ্যান্ড প্রিপারেশন অফ মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রজেক্ট-II-এর অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য বিশ্বব্যাংকের একটি রিভিউ মিশন বাংলাদেশ সফর করে। মিশন এলজিইডি, বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সংগে আলোচনা এবং কয়েকটি পৌরসভা পরিদর্শন করে।

২২. ২০-২৬ এপ্রিল ২০১২ সময়ে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মিডটার্ম রিভিউ মিশন "দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্পভুক্ত বেনাপোল, বাগেরহাট, ঝালকাঠী, ভোলা, ফরিদপুর ও ভাংগা পৌরসভার মাঠ পর্যায়ের পূর্ত কাজের অগ্রগতি ও বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রমের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করেন। এসময়ে বেনাপোল, বাগেরহাট, ফরিদপুর, ঝালকাঠীতে বিশেষ টিএলসিসি সভায় অংশগ্রহণ করে সদস্যদের সাথে মত বিনিময় করেন। এছাড়া, মিশন বেনাপোল পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত দারিদ্র হ্রাসকরণ ও জেন্ডার কর্মসূচির আওতায় পৌরসভার নিজস্ব তহবিলে পরিচালিত একটি সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও পরিদর্শন করে।

২৩. ২২-২৬ এপ্রিল ২০১২ সময়ে "CDTA for Strengthening Resilience of the Urban Water, Drainage and Sanitation Sector to Climate Change in Coastal Towns" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের পরামর্শকগণ আমতলি, গলাচিপা ও পিরোজপুর পৌরসভা পরিদর্শন করেন।

২৪. ২৭ এপ্রিল ২০১২ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহীদ খান বগুড়া জেলা পরিদর্শন করেন। এ সময়ে তাঁর সংগে ছিলেন যুগ্ম-সচিব জনাব মোঃ আখতার হোসেন। পরিদর্শন কালে তিনি ধুপ চাঁচিয়া উপজেলায় এলজিইডি'র আওতায় নির্মাণাধীন একটি ব্রিজের অগ্রগতি দেখেন এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি'র দপ্তরে এক পর্যালোচনা সভায় যোগদান করেন। পর্যালোচনা সভায় তিনি জেলায় চলমান সকল অবকাঠামোর গুণগত মান বজায় রেখে যথাসময়ে সমাপ্ত করণের জন্য বলেন। এছাড়া তিনি জেলা ও উপজেলার প্রকৌশলীগণের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আওতায় চলমান কাজের অগ্রগতি তদারকির জন্য বেশি বেশি পরিদর্শনের জন্য নির্দেশনা দেন।

২৫. ২৯ এপ্রিল-০৭ মে ২০১২ সময়ে Rural Transport Improvement Project (RTIP) এর বিশ্বব্যাংকের 17th Implementation Support Mission বাংলাদেশ সফর করে। ১০ মে ২০১২ তারিখে এই সফরের ভিত্তিতে

Aide-memoire স্বাক্ষরিত হয়। Aide-memoire এ প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমনঃ বন্যা পূণর্বাসন কার্যক্রম, Operational Risk Assessment, Financial Management, Institutional Development, Local Government Capacity Building, পূর্তকাজ, Procurement, Social & Environmental Safeguards ইত্যাদির উপর ইতোপূর্বে সম্মত কার্যক্রম ও তার অগ্রগতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়।

২৬. ০৮- ২১ মে ২০১২ সময়ে ADB, KfW ও GIZ এর তিন সদস্যের যৌথ প্রজেক্ট রিভিউ মিশন বাংলাদেশ সফর করে। ০৮ মে ২০১২ তারিখে মিশন "দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার লক্ষ্যে এলজিইডি সদর দপ্তরে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের সভাপতিতে প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় মিলিত হয়। ০৯- ১৩ মে ২০১২ সময়ে মিশন প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়মূলক কাজ সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য নরসিংদী, কুমিল্লা এবং রংপুর জেলা পরিদর্শন করে এবং ২১ মে ২০১২ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহীদ খান এর সভাপতিত্বে উক্ত বিভাগে অনুষ্ঠিত Wrap-up সভায় অংশগ্রহণ করেন।

২৭. ১০-১২ মে ২০১২ সময়ে "CDTA for Strengthening Resilience of the Urban Water, Drainage and Sanitation Sector to Climate Change in Coastal Towns" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য Urban Drainage Model এর দায়িত্ব প্রাপ্ত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের IWFM টিম আমতলি, গলাচিপা ও পিরোজপুর পৌরসভা পরিদর্শন করেন। মাঠ পরিদর্শণকালে উক্ত টিম Reconnaissance Survey করে।

২৮. ২১-২২ মে ২০১২ সময়ে কনসালটেশন মিশন "দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হওয়ার লক্ষ্যে ঘোড়াশাল পৌরসভা পরিদর্শন করে।

২৯. ২৫ এপ্রিল-০৯ মে ২০১২ সময়ে নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প (ইউপিপিআরপি) এর পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট মিডটার্ম রিভিউ মিশন বাংলাদেশ সফর করে। মিশন ডিএফআইডি, ইউএনডিপি ও ইউপিপিআরপি'র প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় করেন। মিশন ঢাকার মিরপুরের রহমত ক্যাম্প, টাঙ্গাইল, টঙ্গি ও চট্টগ্রাম এর বিভিন্ন বস্তি সরেজমিনে পরিদর্শন করে এবং বস্তিবাসী কমিউনিটির (সিডিসি) নেতৃবৃন্দের সাথেও আলোচনা ও মতবিনিময় করেন। তাছাড়া, এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিবের সঙ্গেও পৃথক পৃথক বৈঠক করে এবং প্রকল্পের অগ্রগতি ও সমস্যা নিয়ে মতবিনিময় করেন। মিশন প্রকল্পের পারফরমেন্সে সন্তোষ প্রকাশ করে 'এ' গ্রেডিং প্রদান করে।

৩০. ৭-২১ জুন ২০১২ সময়ে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল-এর যৌথ পর্যালোচনা মিশন "অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর" শীর্ষক প্রকল্পের উপ-প্রকল্প এলাকা লালমনিরহাট জেলার ভেলাবাড়ী-দুর্গাপুর, দিনাজপুর জেলার নিমাই খাড়ী ও জয়পুরহাট জেলার পূর্ব সরাইল-মাদাই উপ-প্রকল্প, রংপুর জেলার হিয়ালার বিল, চাপাই-নবাবগঞ্জ জেলার ছারিয়াপুর, অগ্রনী ও নয়াগোলা-মহানন্দা উপ-প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং সাধারণ সদস্যদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। পরিদর্শনকালে মিশন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন পরামর্শক দলের কার্যক্রমের অগ্রগতি; সার্ভিসেস নিয়োগের অগ্রগতি এবং জে-ার অ্যাকশন প্ল্যান পর্যালোচনা, ২০১২ সালের চুক্তি সম্পাদন, অর্থ ছাড়করণ ও পুনর্ভরণ ইত্যাদি বিষয়গুলোর অগ্রগতি পর্যালোচনা করে।

৩১. ১৭ জুন ২০১২ তারিখে দুই সদস্য বিশিষ্ট KfW মিশন "দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হওয়ার লক্ষ্যে প্রকল্পের সদর দপ্তর পরিদর্শন করে এবং প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সংগে আলোচনা সভায় মিলিত হন। মিশন প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আলোকচিত্র-৯৭ঃ ইফাদ সুপারভিশন মিশন প্রধান MIDPCR প্রকল্পের মার্কেট ম্যানেজমেন্ট কমিটির সংগে বাজার ব্যবস্থাপনার অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করছে।

আলোকচিত্র-৯৮ঃ ইফাদ সুপারভিশন মিশন এর সদস্য MIDPCR প্রকল্পের মার্কেট পরিদর্শনকালে মার্কেট ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যদের সাথে বাজার উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করছে।

আলোকচিত্র-৯৯ঃ ইউপিপিআরপি'র মিডটার্ম রিভিউ মিশন টাঙ্গাইল পৌরসভার ৩ নং ওয়ার্ড হাউজিং সিডিসি পরিদর্শনকালে কমিউনিটি এ্যাকশান প্লান নিয়ে সিডিসি সদস্যদের সাথে আলোচনা করছে।

আলোকচিত্র-১০০ঃ এডিবি ও ইফাদ যৌথ পর্যালোচনা মিশনের সদস্যগণ "অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর" শীর্ষক প্রকল্পের চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার ঘারিয়াপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করছে।

আলোকচিত্র-১০১ঃ এডিবি ও ইফাদ যৌথ পর্যালোচনা মিশনের সদস্যগণ "অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর" শীর্ষক প্রকল্পের চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার নয়াগোলা মহানন্দা ক্যাড উপ-প্রকল্পের পাম্প মেশিন দেখছে।

আলোকচিত্র-১০২ঃ ২১ মে ২০১২ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহীদ খান মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত *Wrap-up* সভায় উপস্থিত *ADB, KfW* ও *GIZ* এর যৌথ প্রজেক্ট রিভিউ মিশন এবং এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলীসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

৬.০ ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রকাশনা

বেশ কিছু নিয়মিত প্রকাশনা ছাড়াও এলজিইডি'র বিভিন্ন কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন নির্দেশিকা ও ম্যানুয়েল প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। এ সকল নির্দেশিকা ও ম্যানুয়াল এলজিইডি'র গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করা হয়। প্রতি বছর নিয়মিত প্রকাশিত হয় এরূপ প্রকাশনার তথ্যাদি নিম্নরূপ ঃ

১। এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন।

২। ইউনিয়ন বার্তা (ষান্মাসিক)।

৩। নগর সংবাদ (ত্রৈমাসিক)।

৪। পানি সম্পদ বার্তা (ত্রৈমাসিক)।

৫। News Letter (ত্রৈমাসিক)।

তাছাড়া, বর্তমান সরকারের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে "উত্তরণ তিন বছরের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ২০০৯-২০১১" শীর্ষক এলজিইডি কর্তৃক সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধিত অগ্রগতির বিবরণ সম্বলিত ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে বাংলা ও ইংরেজী দৈনিকে ক্রোড়পত্রও প্রকাশ করা হয়।

৭.০ বিভিন্ন প্রদর্শনীতে এলজিইডি'র অংশগ্রহণ

২০১১-১২ অর্থবছরে নিচে বর্ণিত প্রদর্শনীতে এলজিইডি অংশগ্রহণ করেছে ঃ

ক) ৬-৯ জুলাই ২০১১ সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভো থিয়েটারে 'ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা-২০১১' আয়োজন করা হয় যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ জুলাই ২০১১ তারিখে উদ্বোধন করেন। মেলায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, এলজিইডিসহ বিভিন্ন অধিদপ্তর ও ৬ টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মোট ৮০ টি ষ্টল ছিল। মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের বিভিন্ন ই সার্ভিসেস ও উদ্ভাবনী তাদের ষ্টলে প্রদর্শন করে।

খ) ১২-১৩ ডিসেম্বর ২০১১ সময়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ও তথ্য সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে সম্যক ধারণা লাভের জন্য সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), জামালপুর 'তথ্য মেলা-২০১১' আয়োজন করে। মেলার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'স্বাধীনতার গৌরবময় চল্লিশঃ চাই তথ্য প্রবাহ-দুর্নীতিমুক্ত স্বদেশ'। মেলায় বিভিন্ন তথ্য সমৃদ্ধ ষ্টল নিয়ে এলজিইডি, জামালপুর অংশগ্রহণ করে। উক্ত মেলায় এলজিইডি, জামালপুর অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করায় ধন্যবাদসহ আন্তরিক অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হয়।

গ) ২১ ও ২২ জানুয়ারি ২০১২ সময়ে এলজিইডি'র নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প (অংশ-২) (ইউপিপিআর) এর আওতায় নওগাঁ পৌরসভা ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নওগাঁ জেলা স্কুল মাঠে 'ডিজিটাল উদ্ভাবনা ও সেবা মেলা-২০১২' অনুষ্ঠিত হয়। মেলার মূল উদ্দেশ্য ছিল সেবা প্রদানকারীদের দায়িত্ব ও সক্রিয়তা বৃদ্ধি করা, একইভাবে সেবা গ্রহণকারীদের সচেতন করে তোলা। সরকারি বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী বিভাগ, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম প্রতিনিধি, ইউপিপিআর প্রকল্প কর্মীরা ও সর্বোপরি সাধারণ জনগণ এই মেলায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

আলোকচিত্র-১০৩ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভো থিয়েটারে অনুষ্ঠিত তিনদিন ব্যাপী 'ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১১' উদ্বোধন শেষে মেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আলোকচিত্র-১০৪ঃ নওগাঁ জেলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত 'ডিজিটাল উদ্ভাবনা ও সেবা মেলা ২০১২' এ প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব জনাব ম. নজরুল ইসলাম খান মেলা পরিদর্শন করছেন।

ঘ) ২৮-৩০ এপ্রিল ২০১২ সময়ে জেলা প্রশাসন, কিশোরগঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত 'ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১২' আয়োজন করা হয়। মেলার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'জনগণের দোরগোড়ায় সেবা'। মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ই-সেবা কার্যক্রম প্রদর্শন ও ই-সেবা প্রদান করে মেলাকে সাফল্য মন্ডিত করায় এলজিইডি, কিশোরগঞ্জকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে প্রত্যায়ন পত্র প্রদান করা হয়।

ঙ) ২৭-২৯ জুন ২০১২ সময়ে জামালপুর জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত 'জামালপুর ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা-২০১২' আয়োজন করা হয়। মেলায় নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, জামালপুর, এলজিইডি অংশগ্রহণ করে। মেলায় এলজিইডি, জামালপুর প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখার জন্য জেলা প্রশাসন, জামালপুর এর পক্ষ হতে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

আলোকচিত্র-১০৫ঃ 'ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা-২০১২' এর আয়োজক জেলা প্রশাসন, কিশোরগঞ্জ কর্তৃক এলজিইডি, কিশোরগঞ্জকে প্রদানকৃত সনদপত্র।

আলোকচিত্র-১০৬ঃ 'জামালপুর ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা-২০১২' এর আয়োজক জেলা প্রশাসন, জামালপুর কর্তৃক এলজিইডি, জামালপুরকে প্রদানকৃত সনদপত্র।

ছ) ২৭-২৯ জুন ২০১২ সময়ে নরসিংদী জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত 'ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা-২০১২' আয়োজন করা হয়। মেলায় নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, নরসিংদী, এলজিইডি অংশগ্রহণ করে। মেলায় এলজিইডি, নরসিংদী ই-সেবায় প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখায় ২য় স্থান লাভ করে।

আলোকচিত্র-১০৭ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নরসিংদী এর পক্ষ থেকে জনাব তহুরা বেগম নরসিংদী উপ-কমিশনারের নিকট হতে ও ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা-২০১২ এর ২য় পুরস্কার গ্রহণ করছেন।

আলোকচিত্র-১০৮ঃ আয়োজিত 'তথ্য মেলা-২০১১' এ বিভিন্ন তথ্য সমৃদ্ধ স্টল নিয়ে এলজিইডি, জামালপুর অংশগ্রহণ করায় চেতন নাগরিক কমিটি, জামালপুর কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র।

৮.০ ২০১১-১২ অর্থবছরে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত এলজিইডি'র উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রতিবেদন

৮.১ চিরিরবন্দরে রাবার ড্যাম প্রকল্পের সাফল্য-৫০ হাজার কৃষকের মুখে হাসিঃ (সূত্রঃ দৈনিক বাংলাদেশ সময়, তারিখ-২২/১০/২০১১)

"দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলার ৮নং সাইতাড়া ইউনিয়নের কাঁকড়া নদীতে সেচ কাজে নির্মিত রাবার ড্যামের অবিরাম জলবর্ষণকে যে কেউ জলপ্রপাত মনে করতে পারেন। এ রাবার ড্যাম প্রকল্প শুষ্ক নদীর দু'কূলের প্রায় ৫ হাজার কৃষক পরিবারের ৫০ হাজার মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। কৃষকের ভাগ্য বদলের পাশাপাশি কর্মসংস্থান হয়েছে আরও ১০ হাজার মানুষের। জীববৈচিত্র রক্ষা করে এলাকায় এনেছে নান্দনিক সৌন্দর্য। প্রায় ১০ ফুট উঁচু ফোলানো রাবারের বেলুনের উপর দিয়ে প্রচন্ড গর্জন ও তীব্র বেগে আছড়ে পড়ছে জলধারা।

চিরিরবন্দর উপজেলার কৃষকদের চাষাবাদের বিষয়টি চিন্তা করে ২০০১ সালে এলজিইডি ৮ কোটি ৪০ লাখ টাকা ব্যয়ে ১৩০ ফুট দীর্ঘ রাবার ড্যামটি নির্মাণ করে। এর ফলে উপজেলার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া আত্রাই ও কাঁকড়া নদীর ১০ কিঃমিঃ এবং পার্শ্ববর্তী ১২ কিঃমিঃ কয়েকটি শাখা খাল বছরের পুরো সময় পানিতে ভর্তি থাকে। উপজেলার ২৪ টি ব্লকের মধ্যে ১২ টি ব্লকের ২ হাজার ২০৫ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় এসেছে। ফলে ১৫ টি গ্রামের ৪ হাজার ৯৫০ জন কৃষক ড্যামের পানি তাদের জমিতে সেচ কাজে ব্যবহার করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। জনৈক কৃষক জানান এ এলাকার জমি উর্বর হওয়া সত্ত্বেও সেচের অভাবে এতদিন অনাবাদি ছিল। রাবার ড্যাম নির্মিত হওয়ায় এখন নিয়মিত ৪ টি ফসল হচ্ছে। সেচ সুবিধার কারণে এখন বিঘা প্রতি ৩৫ থেকে ৪০ মণ ধান উৎপন্ন হচ্ছে। অন্যান্য ফসলেরও বাম্পার ফলন হচ্ছে।"

৮.২ বগুড়ার সারিয়াকান্দির ধু-ধু চরে গাড়ি ঘোড়া চলছে পাকা রাস্তায়, পাল্টে যাচ্ছে দুর্গম চরাঞ্চলের চিত্রঃ (সূত্রঃ দৈনিক করতোয়া, তারিখ-০৮/০২/২০১২)

"নদীর চরে পাকা রাস্তা! চরে পাকা রাস্তা হতে পারে এই বিষয়টি চরবাসিদের কল্পনাতেও ছিল না কোনদিন। সারিয়াকান্দির ধু-ধু বালু-চরের রাস্তায় মোটরসাইকেল, নসিমন (ভটভটি), রিক্সা চলবে এটা ছিল চরবাসিদের স্বপ্নের অতীত। কিন্তু সেই কল্পনাতীত স্বপ্ন এখন বাস্তব। এক সময় যমুনার পাড়ের সারিয়াকান্দির কয়েকটি ইউনিয়ন কর্ণিবাড়ি, কাজলা, বোহাইল ও চালুয়াবাড়িতে ছিল ঘন বসতি। যমুনার করাল গ্রাসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সেই সব জনবসতি। কয়েক যুগ পর আবারও সেখানে জেগে উঠে চর। যমুনায় বিলীন হয়ে সহায় সম্বল হারানো মানুষেরা সেই চরে ফিরে আসতে শুরু করে। চাষাবাদে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তারা। কিন্তু যোগাযোগের অভাবে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত ছিল তারা। এখন পাকা রাস্তা হওয়ায় এলাকার জীবন যাত্রার মান পাল্টে গেছে। তাদের উৎপাদিত পন্য দ্রুত পরিবহণ করতে পেরে তারা খুশি। এখন চরের বালু ঠেলে রিক্সা-ভ্যান নিয়ে যেতে হয় না।

আলোকচিত্র-১০৯ঃ বগুড়ার সারিয়াকান্দির ধু-ধু বালু চরে এলজিইডি'র নির্মিত পাকা রাস্তা।

নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি বগুড়া জানান, এ পর্যন্ত চরের ৪ কিলোমিটার আরসিসি রাস্তার কাজ শেষ হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ৮১ লাখ ৬৬ হাজার ২৮১ টাকা।"

৮.৩ গোপালগঞ্জে নির্মিত হচ্ছে গৃহহারা ২'শ পবিারের হাউজিং প্রকল্পঃ (সূত্রঃ দৈনিক ভোরের ডাক, তাং-০৮/০২/২০১২)

"গোপালগঞ্জ পৌরসভার উদ্যোগে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের কোল ঘেঁষে শহরের মান্দারতলায় গৃহহারা ২'শ পরিবারের জন্য নির্মাণ করা হচ্ছে হাউজিং প্রকল্প। এলজিইডি'র আওতায় নগর অংশীদারত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প (ইউপিপিআর) এর অর্থায়নে গোপালগঞ্জ পৌরসভা শহরের ৩নং সিডিসির মাধ্যমে মান্দারতলা হাউজিং প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। গোপালগঞ্জ শহরের মরা মধুমতি নদীতে লেক নির্মাণ কাজ শুরুর আগে ২০০৯ সালে শহরের প্রায় ৫'শ পরিবারকে কুলুপাড়ার বস্তি থেকে উচ্ছেদ করা হলে গৃহহীন হয়ে পড়ে সেখানকার লোকজন। গৃহহারা পরিবারের বাসস্থান সৃষ্টি করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জেলা প্রশাসকের নিকট হতে পৌরসভার সিডিসি

সমিতিকে ৪ একর ১৬ শতক জমি বন্দোবস্ত নিয়ে দেন। প্রকল্পের কাজ শেষ করে ওইসব উচ্ছেদকৃত ১'শ ৯৮ টি অতিদরিদ্র পরিবারকে ঘরে তুলে দেয়া পর্যন্ত প্রকল্পটিতে ব্যয় হবে প্রায় দু'কোটি টাকা। এ প্রকল্পে রয়েছে মসজিদ, মন্দির, রাস্তা, পাঠশালা এবং প্রতিটি পরিবারের বসতিঘর, রান্নাঘর ও বাথরুম। এছাড়া, এ প্রকল্পের মাধ্যমে তাদেরকে পরবর্তীতে সাবলম্বী করারও চিন্তা-ভাবনা রয়েছে ইউপিপিআর'র। কাজটি বাস্তবায়নে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। যার মধ্যে গোপালগঞ্জ পৌরসভা এবং এলজিইডি'র ৩ জন প্রকৌশলী, ইউপিপিআর প্রতিনিধি, ২ জন সিডিসি সভানেত্রী ও ২ জন সিডিসি কোষাধ্যক্ষ রয়েছে। তারা কোটেশন আহবান করে সর্বনিম্ন দরদাতাকে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে গোপালগঞ্জ পৌরসভার মেয়র রেজাউল হক সিকদার রাজু জানান, আমরা প্রথমে দু'শ পরিবারের বাসস্থান সৃষ্টির উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেছি। পৌরসভা এলাকায় আরো অনেক গৃহহারা ও দরিদ্র পরিবার রয়েছে। সুযোগ-সুবিধা মতো জায়গা পেলে তাদেরকেও বাসস্থান সৃষ্টি করে দেয়ার চেষ্ট করবো।"

৮.৪ চলনবিলে সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ শেষ পর্যায়ে কয়েক লাখ মানুষ উপকৃত হবেঃ (দৈনিক বাংলাদেশ সময়, তারিখ-১৮/০৩/২০১২ ও দৈনিক দিনকাল, তারিখ-১৭/০৩/২০১২)।

"বৃহত্তর চলনবিলের সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় সাব মারজিবল সড়কের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। বর্ষা মৌসুমে এ সড়কের উপর চলবে নৌকা আর শুষ্ক মৌসুমে চলবে অন্য যানবাহন। প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা এইচটি ইমামের প্রচেষ্টায় গত অর্থবছর ৯ টি প্রকল্পের মাধ্যমে এসব সড়ক নির্মাণ কাজ হাতে নেয় সিরাজগঞ্জ এলজিইডি। ইতোমধ্যে প্রকল্পগুলোর প্রায় ৮০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। বাকি কাজ আগামী বছরের প্রথম দিকেই শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। সাব-মারজিবল রাস্তার নির্মাণ কাজ শেষ হলে উপজেলার ৫টি ইউনিয়নের কয়েক লাখ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

জানা যায়, চলনবিল এলাকার প্রত্যন্ত গ্রামগুলোর সঙ্গে সিরাজগঞ্জ জেলা সদর ও উল্লাপাড়া উপজেলা সদরের যোগাযোগ সহজতর করতে সিরাজগঞ্জ এলজিইডি গত অর্থবছর ৯ টি প্রকল্পের মাধ্যমে সাব মার্জিবল সড়ক নির্মাণ কাজ শুরু করে। মোহনপুর ইউপি অফিস থেকে কালিয়াকৈরহাট রোড এবং গয়হাট্টা জিসি থেকে নওগাঁ জিসি হয়ে বিনায়েকপুর রোড পর্যন্ত ১৪.৬০ কিঃমিঃ সাব-মার্জিবল রাস্তা ও ২৫.৫০ মিঃ ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হচ্ছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে এলজিইডি'র ব্যয় হচ্ছে প্রায় ১৪ কোটি ৭৭ লাখ টাকা। ৯ টি প্রকল্পের মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের রাস্তার নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। ব্রিজ/কালভার্টসহ অন্যান্য প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। পুরো প্রকল্পের কাজের গড় অগ্রগতি ৮০ শতাংশ বলে একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানায়। সাব মার্জিবল রাস্তার নির্মাণ কাজ শেষ হলে উল্লাপাড়া উপজেলার লাহিড়ী মোহনপুর, বাঙ্গালা, গয়হাট্টা, কুচিয়ামারা ও কালিয়াকৈর ইউনিয়নের কয়েকে লাখ মানুষ উপকৃত হবে। এমনকি পাবনা জেলার ফরিদপুরের সঙ্গে সিরাজগঞ্জের দূরত্ব কমে যাবে বলেও এলজিইডি অফিস সূত্রে জানা যায়।

এলাকাবাসী জানায়, বর্ষা মৌসুমে ৫ ইউনিয়নের শতাধিক গ্রামের কয়েক লাখ মানুষ নৌকাযোগে চলাচল করলেও শুষ্ক মৌসুমে এ প্রত্যন্ত গ্রামগুলো প্রায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এতে একদিকে উপজেলা সদর থেকে প্রত্যন্ত গ্রামগুলোর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে প্রশাসনকে হিমশিম খেতে হয় অন্যদিকে অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারনে গ্রামগুলোর উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী সঠিক সময়ে হাট-বাজারে পৌঁছাতে না পারায় কৃষক উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যদাম থেকে বঞ্চিত হয়। স্কুল, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কয়েক কিলোমিটার হেঁটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে হয়। এমনকি অসুস্থ ব্যক্তিদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতাল বা ক্লিনিকে নিতে চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়। সাব-মার্জিবল রাস্তার নির্মাণ কাজ শেষ হলে এ অঞ্চলের মানুষের নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হবে। সিরাজগঞ্জ জেলার এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলী বলেন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো গ্রামীণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন। চলনবিল এলাকার প্রত্যন্ত গ্রামগুলোর সঙ্গে জেলা ও উপজেলা সদরের সহজতর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ অঞ্চলে এলজিইডি সাব-মার্জিবল রাস্তা নির্মাণ করছে। এতে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি এলাকার কৃষকরা স্বল্প সময়ে তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করতে পারবে। এর ফলে বিল এলাকার অনগ্রসর গ্রামের মানুষ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।"

৯.০ ২০১১-১২ অর্থবছরে এলজিইডি সম্পর্কিত বহির্মূল্যায়ন

৯.১ কমিউনিটি ড্রাইভেন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি) প্রোগ্রামে এলজিইডি'র প্রতিনিধি এবং দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-২) কে সোকেস হিসেবে মনোনয়ন

৩১ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে ফিলিপাইনের ম্যানিলায় এডিবি সদর দপ্তরে এশিয়া প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের কমিউনিটি ড্রাইভেন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি) এর আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলন এশিয়া ও প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে সিডিডি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অর্জিত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ করে দেয়। বাংলাদেশ, কোরিয়া, চীন, ফিলিপাইন এবং ইন্দোনেশিয়া এই পাঁচটি দেশের পাঁচটি প্রকল্পের সিডিডি বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতার কার্যকর শিক্ষা এ সম্মেলনে উপস্থাপন করা হয়। জনাব মোঃ নূরুল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) এবং জনাব এ কে এম লুৎফর রহমান (উপ পরিচালক, আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট) এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা সম্মেলনে কমিউনিটি ড্রাইভেন ডেভেলপমেন্ট এন্ড ইনস্টিটিউশনাল সাসটেইনেবিলিটি শিরোনামে বাংলাদেশে ইউজিআইআইপি-২ এর অধীনে সিডিডি বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা তুলে ধরেন। তাঁদের উপস্থাপনা সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের মনোযোগ ও প্রশংসা লাভ করে। সম্মেলনের অব্যবহিত পর এডিবি, কোরিয়া, ই-এশিয়া এন্ড নলেজ পার্টনারশীপ তহবিলের সহায়তায় টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্স প্রোজেক্ট অন শেয়ারিং নলেজ অন কমিউনিটি ড্রাইভেন ডেভেলপমেন্ট ইন এশিয়া এন্ড দ্য প্যাসিফিক একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হ'লো কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এ্যাপ্রোচ প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সিডিডি নেটওয়ার্কভুক্ত দেশসমূহ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রচারণা, তথ্য আদান প্রদান ও পারস্পরিক সহায়তা। কার্যকর সিডিডি বাস্তবায়ন ও সমগ্র অঞ্চলে এই প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করে এডিবি সহায়তাপুষ্ট রিজিওনাল ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্স প্রোজেক্ট অন শেয়ারিং নলেজ অন কমিউনিটি ড্রাইভেন ডেভেলপমেন্ট ইন এশিয়া এন্ড দ্য প্যাসিফিক এর পাঁচটি প্রকল্পের একটি প্রকল্প হিসেবে দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-২) নির্বাচিত হয়।

১০.০ ২০১১-১২ অর্থবছরে এলজিইডি'র উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

১০.১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট টুংগীপাড়া পৌরসভার মহাপরিকল্পনা উপস্থাপন

এলজিইডি'র অধীন উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে টুংগীপাড়া পৌরসভা উন্নয়নের খসড়া মহাপরিকল্পনা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট ৩১ জুলাই ২০১১ তারিখে উপস্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে উপজেলা পর্যায়ের ২২৩ টি পৌরসভা এবং কুয়াকাটা পর্যটন কেন্দ্রের ২০ বছর মেয়াদী মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের অধীনে এই মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট টুংগীপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলা কমপ্লেক্স পুনর্নির্মাণ প্রকল্প উপস্থাপন করা হয়।

আলোকচিত্র-১১০: ৩১ জুলাই ২০১১ তারিখে টুংগীপাড়া উন্নয়নের খসড়া মহাপরিকল্পনা উপস্থাপনকালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করছেন।

টুংগীপাড়া শহরের সকল ভৌত অবকাঠামোর ডিজিটাইজড তথ্য ব্যবস্থা দেখে এবং মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের বিভিন্ন স্তরে পৌরসভার সক্রিয় অংশগ্রহণ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসহ জনগণের মতামতের ভিত্তিতে মহাপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হচ্ছে জেনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি অপরিকল্পিত উন্নয়নের কুফল মাথায় রেখে সকলকে পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করার আহবান জানান। এ প্রসংগে তিনি পর্যায়ক্রমে বাংলেদেশের সকল শহর এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়ের গ্রোথসেন্টারসমূহের মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সকলকে এ বিষয়ে কাজ করার জন্য এগিয়ে আসার পরামর্শ দেন।

১০.২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলাধীন দহগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন উদ্বোধন

১৯ অক্টোবর ২০১১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনবিঘা করিডোরে এসে পৌঁছলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী গোলাম নবী আজাদ ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র প্রসাদ সিং। এ সময় ভারতের উত্তরবঙ্গ বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) সেকেন্ডারি স্কুলের শিক্ষার্থীরা রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের জাতীয় পতাকা নেড়ে এবং ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে শুভেচ্ছা জানায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে। প্রধানমন্ত্রী দহগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে স্থানীয় ছিটমহলবাসীর সঙ্গে মত বিনিময় শেষে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন কার্যক্রম, ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ও এলজিইডি কর্তৃক নব নির্মিত দহগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ ভবন উদ্বোধন করেন।

আলোকচিত্র-১১১ঃ ১৯ অক্টোবর ২০১১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলাধীন দহগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন উদ্বোধন করছেন।

১০.৩ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক কোটালীপাড়া নবনির্মিত পৌর ভবন উদ্বোধন ও কোটালীপাড়া উপজেলা কমপ্লেক্স এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ নভেম্বর ২০১১ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলায় এলজিইডি কর্তৃক নব নির্মিত পৌরভবনের উদ্বোধন করেন এবং কোটালীপাড়া উপজেলা পরিষদ ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক "উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আগামী ১৫ মাসের মধ্যে ১০.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে কোটালীপাড়া উপজেলা পরিষদ ভবন এর নতুন ভবন নির্মিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়াও তিনি বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য দূরীকরণ ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বিপিএআরডিএ) এর ভিত্তি প্রস্তরও স্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোটালীপাড়ায় এক জনসভায় বলেন, তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পথ অনুসরণ করে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য প্রয়োজনে নিজের জীবন উৎসর্গ করবেন। বাংলাদেশকে ক্ষুধা, বেকারত্ব ও বিদ্যুৎ ঘাটতির মত সমস্যা চির অবসানের জন্য তাঁর সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

আলোকচিত্র-১১২ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ নভেম্বর ২০১১ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া নবনির্মিত পৌর ভবন উদ্বোধন ও কোটালীপাড়া উপজেলা পরিষদ ভবন এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। মাননীয় সংসদ সদস্য এবং উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম,এমপি এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

১০.৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক পটুয়াখালীর নবগঠিত রাঙ্গাবালি উপজেলা কমপ্লেক্স এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পটুয়াখালীতে প্রায় ২০০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখ পটুয়াখালীর চর এলাকা রাঙ্গাবালি, ছোট বাইশদিয়া, বড় বাইশদিয়া, চালতাবুনিয়া ও চরমোন্তজ এই ৫ টি ইউনিয়ন সমন্বয়ে নবগঠিত রাঙ্গাবালি উপজেলায় (যা মূল ভূখ- হতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন) আসেন। সেখানে তিনি এলজিইডি'র "নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলাসমূহে কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১,৩৯৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নির্মিতব্য নবগঠিত রাঙ্গাবালি উপজেলা কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। উল্লেখ্য কমপ্লেক্সের প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ৪০,৪০০ বর্গফুট আয়তনের ৪ তলা প্রশাসনিক ভবন, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউএনও এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বাস ভবন ও ডরমেটরী নির্মাণ ইত্যাদি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরে কুয়াকাটায় গমন করেন। সেখানে তিনি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর অর্থায়নে ১১২ শয্যার যুব পান্থ নিবাস ও ২০ শয্যার কুয়াকাটা হাসপাতাল উদ্বোধন এবং নবগঠিত কুয়াকাটা পৌরসভার অফিস ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এরপর তিনি কলাপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তিন ছেলে শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেলের নামে তিনটি সেতুর ফলক উন্মোচন করেন।

আলোকচিত্র-১১৩ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক পটুয়াখালী জেলার নবগঠিত রাঙ্গাবালি উপজেলা কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব মতিয়া চৌধুরী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া এবং কলাপাড়া-রাঙ্গাবালি আসনের সংসদ সদস্য ও পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আলোকচিত্র-১১৪ঃ ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন শেষে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও উপস্থিত সকলকে কমপ্লেক্সের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত করছেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব মতিয়া চৌধুরী, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া, কলাপাড়া-রাঙ্গাবালি আসনের সংসদ সদস্য ও পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান।

১০.৫ এলজিআরডি'র মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক "দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্পভুক্ত ৩৫ টি পৌরসভায় গার্বেজ ডাম্প ট্রাক হস্তান্তর

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি ১৩ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের প্রকল্পভুক্ত ৩৫ টি পৌরসভার মেয়রদের হাতে ১.৫ টন ক্ষমতা বিশিষ্ট ৫২ টি ও ৩ টন ক্ষমতা বিশিষ্ট ৪০ টি গার্বেজ ডাম্প ট্রাকের চাবি তুলে দেন। তিনি বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুত নগর উন্নয়নে সহায়তার জন্য প্রকল্পের দাতা সংস্থা ADB, KfW এবং GIZ কে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক জানান যে, বর্তমান সরকার নগরবাসীর মৌলিক সেবাসমূহ জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে পৌরসভা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো শক্তিশালী ও যুগোপযোগী করার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান, যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) জনাব আব্দুল মালেক, এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান এবং প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দসহ প্রকল্পভুক্ত ৩৫ টি পৌরসভা থেকে আগত সম্মানিত মেয়রগণ।

আলোকচিত্র-১১৫ঃ গার্বেজ ডাম্প ট্রাক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান, যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) জানব আব্দুল মালেক ও এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

১০.৬ বিজয়ের ৪০ বছর পূর্তিতে এলজিইডি

মহান বিজয় দিবসের ৪০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ এলজিইডি সদর দপ্তরে ১৮ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে দিনব্যাপী আলোচনা, চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ, মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খানের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় অর্থ মন্ত্রী জনাব আবুল মা'ল আবদুল মুহিত, এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাননীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন এ.বি. তাজুল ইসলাম (অব), এমপি এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি। এছাড়া, অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, ঢাকা ওয়াসার চেয়ারম্যান ড. গোলাম মোস্তফা এবং এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

উল্লেখ্য, মহান বিজয়ের ৪০ বছর পূর্তিতে স্থানীয় সরকার বিভাগ দেশের প্রতিটি জেলা থেকে শিশু-কিশোরদের জন্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর জাতীয় পর্যায়ের চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এতে মোট প্রায় ৫ হাজার প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। বয়স ভিত্তিক তিনটি গ্রুপের প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রতি গ্রুপের জন্য তিন জনকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী জনাব আবুল মা'ল আবদুল মুহিত বলেন, বিজয়ের ৪০ বছরে অনেক কিছুই অর্জিত হয়েছে, আবার অনেক কিছুই অর্জিত হয়নি। তিনি বলেন, যা অর্জিত হয়নি তা অর্জনের জন্য আমাদের অধিকতর স্পৃহা থাকবে। অর্থ মন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশে গ্রামকেন্দ্রিক উন্নয়ন যা কিছু হয়েছে তার জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পর্যাপ্ত অবদান রেখেছে। পল্লী অঞ্চলে যে উন্নয়ন হয়েছে তার যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এখন খুবই প্রয়োজন বলে তিনি জানান।

অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেন, আজকের প্রজন্ম, যারা বয়সে নবীন, তারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে আঁকা তাদের ছবিতে আমি দেখেছি মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাদের অপরিসীম শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও কৌতুহলের ছোঁয়া। মাননীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন এ.বি. তাজুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান মোট জনসংখ্যার একটা বড় অংশ, যারা বয়সে নবীন, তারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি। সেই নতুন প্রজন্মের মাঝে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সঞ্চারিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান বলেন, আজ এদেশের মুক্তিযোদ্ধারা সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ। তিনি তাঁর বক্তব্যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ত্বরান্বিত ও কার্যকর করার আহবান জানান। সভাপতির ভাষণে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান বলেন, আমাদের এখনো অনেক অপূর্ণতা আছে। আমাদের সামনে বাঁধা আছে। তিনি বলেন, এসব প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে এবং লড়াই করতে হবে নতুন প্রজন্মকেই।

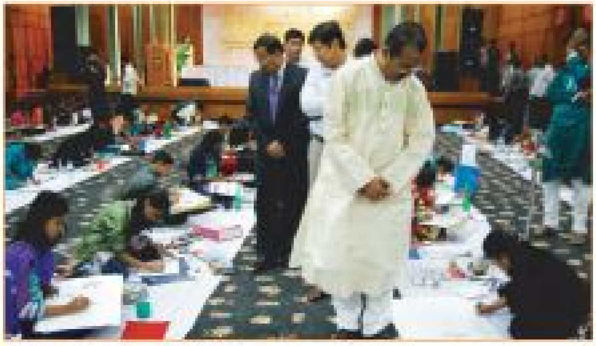

আলোকচিত্র-১১৬ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান এবং এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশুদেরকে উৎসাহিত করছেন।

আলোকচিত্র-১১৭ঃ ১৮ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে মহান বিজয়ের ৪০ বছর পূর্তিতে এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত দিনব্যাপী চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন মাননীয় অর্থ মন্ত্রী জনাব আবুল মা'ল আবদুল মুহিত, এমপি।

১০.৭ মাননীয় রেলমন্ত্রী কর্তৃক নির্মিত বানিয়াচং-আজমিরিগঞ্জ ভায়া শিবপাশা পাকা সড়কের উদ্বোধন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী বাবু সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত ০২ মার্চ ২০১২ তারিখে এলজিইডি'র আওতায় পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প, অবকাঠামো উন্নয়ন-২৬ শীর্ষক প্রকল্পের অর্থায়নে নির্মিত বানিয়াচং-আজমিরিগঞ্জ ভায়া শিবপাশা পাকা সড়কটি উদ্বোধন করেন। এ সড়কের ১৫ কিঃমিঃ রাস্তার ৯ কিঃমিঃ পাকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ১৩ কোটি টাকা। এই সড়কটি হাওর এলাকা দিয়ে অতিক্রম করায় ইতোমধ্যে এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নসহ অতি গুরুত্বপূর্ণ শিবপাশা বাজারের সংগে উপজেলা সদরের সংযোগ সাধন করেছে।

আলোকচিত্র-১১৮ঃ তৎকালীন মাননীয় রেল মন্ত্রী সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত ০২ মার্চ ২০১২ তারিখে হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং এ নবনির্মিত বানিয়াচং-আজমিরিগঞ্জ ভায়া শিবপাশা পাকা সড়কের উদ্বোধন করেন। মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব এ্যাডভোকেট আব্দুল মজিদ খান, এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ জয়নাল আবেদিন এবং পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প, অবকাঠামো উন্নয়ন-২৬ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল কাদের উক্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

১০.৮ নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবানের লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সংগে ঋণচুক্তি স্বাক্ষর

"নগর অঞ্চল উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি ঢাকা ও খুলনা অঞ্চলের ৩ টি সিটি কর্পোরেশন, ১৫ টি পৌরসভা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার আরবান সেন্টারসমূহে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন, পৌরসভার ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা বাড়ানোর কার্যক্রমের লক্ষ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ ১১ জুলাই ২০১১ তারিখ হতে শুরু হয়েছে যা ডিসেম্বর ২০১৬ মাসে সমাপ্ত হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঋণ হিসেবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ৮৩৮.৬৯ কোটি টাকা এবং অনুদান হিসেবে কেএফডব্লিউ ও ইসিএফ যথাক্রমে ১০৭.১০ কোটি ও ১০.৪২ কোটি টাকা সহায়তা দেবে। অবশিষ্ট ৩৪৯.৪১ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল হতে ব্যয় করা হবে।

প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১০ আগষ্ট ২০১১ তারিখে এডিবি'র সংগে বাংলাদেশ সরকারের ১২০ মিলিয়ন US$ এর ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে এডিবি'র পক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত এডিবি'র কান্ট্রি ডাইরেক্টর জনাব থেবা কুমার কান্দিয়াহ এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন ভুঁইয়া চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

১০.৯ রাজধানীর যানজট নিরসনে মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণের লক্ষ্যে ঋণচুক্তি স্বাক্ষর

"ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)" শীর্ষক প্রকল্পটি ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনের লক্ষ্যে ৭৭২.৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮.২৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ফ্লাইওভার ব্রিজটির বাস্তবায়ন কাজ জানুয়ারি ২০১২ তারিখ হতে এলজিইডি শুরু করেছে যা আগামী ডিসেম্বর ২০১৩ মাসে সমাপ্ত হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঋণ হিসেবে সৌদি ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট (SFD) ৩৭৩.০০ কোটি টাকা এবং ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (OFID) ১৯৯.২৩ কোটি টাকা সহায়তা দেবে। অবশিষ্ট ২০০.৪৭ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল হতে ব্যয় করা হবে। প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ০২ জুলাই ২০১১ তারিখে SFD এবং ২৪ আগষ্ট ২০১১ তারিখে OFID এর সংগে বাংলাদেশ সরকারের একটি ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

১০.১০ জিআইজেড (GIZ) এর সংগে দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের 'ইমপ্লিমেন্টেশন এগ্রিমেন্ট' শীর্ষক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর

২৭ জুলাই ২০১২ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরে জার্মান সরকারের কারিগরি সহায়তা প্রতিষ্ঠান GIZ ও দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের মধ্যে 'ইমপ্লিমেন্টেশন এগ্রিমেন্ট' শীর্ষক এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নের পাশপাশি পৌরসভাসমূহে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ২.৫ মিলিয়ন ইউরো সমপরিমান অর্থের এই চুক্তির মাধ্যমে পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরী ও পৌরসভায় নিয়োজিত কর্মকর্তা, কর্মচারী, মেয়র, কাউন্সিলর এবং জনসাধারণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। চুক্তিপত্রে এলজিইডি'র পক্ষে প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান ও GIZ এর পক্ষে পারমিতা সেনগুপ্তা স্বাক্ষর করেন।

আলোকচিত্র-১১৯ঃ স্বাক্ষরিত ইমপ্লিমেন্টেশন এগ্রিমেন্ট হস্তান্তর করছেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান ও GIZ এর এ্যাক্টিং কান্ট্রি ডিরেক্টর পারমিতা সেনগুপ্তা।

১১.০ ২০১১-১২ অর্থবছরে এলজিইডি'র অর্জন/প্রাপ্ত প্রশংসা

১১.১ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এর ক্রেস্ট ও সনদপত্র অর্জন

৮ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে ঢাকায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক Annual Performance Recognition Award '২০১১ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ADB, KFW ও GIZ সাহায্যপুষ্ট দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) (UGIIP-II) শীর্ষক প্রকল্প এ পুরস্কার লাভ করে। দক্ষ ব্যবস্থাপনা, লক্ষ্য অর্জনে সফলতা, আর্থিক স্বচ্ছতা, টীমওয়ার্ক ও যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে দেশের ৩৫ টি পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা গড়ে তোলার পাশাপাশি উন্নত নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত প্রকল্পটিকে এ পুরস্কারে ভূষিত করে ক্রেস্ট ও সনদপত্র

আলোকচিত্র-১২০ঃ ২০১১ সালে এডিবি'র পুরস্কারপ্রাপ্তদের সঙ্গে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত আছেন এডিবি'র কান্ট্রি ডাইরেক্টর এবং এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী।

১১.২ 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০১১' উপলক্ষ্যে পরিবেশ মেলায় পুরস্কার অর্জন

৫-৭ জুন ২০১১ সময়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০১১' উপলক্ষ্যে তিন দিনব্যাপী পরিবেশ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এতে এলজিইডি'র ষ্টল ১ম পুরস্কার লাভ করে। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে ডঃ মোহাম্মদ হাসান মাহমুদ, প্রতিমন্ত্রী, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান এর নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কারের সার্টিফিকেট ও ক্রেষ্ট প্রদান করেন।

আলোকচিত্র-১২১ঃ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ মোহাম্মদ হাসান মাহমুদ এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান এর নিকট পুরস্কারের সার্টিফিকেট ও ক্রেষ্ট প্রদান করছেন।

১১.৩ 'তথ্য মেলা-২০১১' এ এলজিইডি, কিশোরগঞ্জের ষ্টল শ্রেষ্ঠ ষ্টল হিসেবে পুরস্কৃত

২৮-২৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ সময়ে কিশোরগঞ্জ প্রেসক্লাব প্রাঙ্গনে ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ও সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), কিশোরগঞ্জ উদ্যোগে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবা সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে অবহিত করা এবং তথ্য প্রত্যাশি ও তথ্য প্রদানকারীর মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে দু'দিনব্যাপী 'তথ্য মেলা-২০১১' আয়োজন করা হয়। উক্ত মেলায় এলজিইডি, কিশোরগঞ্জের ষ্টল **শ্রেষ্ঠ ষ্টল** হিসেবে পুরস্কৃত হয়। সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এলজিইডি'র অংশগ্রহণ ও তথ্য প্রকাশ প্রক্রিয়ায় ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ও সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), কিশোরগঞ্জ মুগ্ধতা প্রকাশ করে বলেন তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এলজিইডি'র এ উদ্যোগ প্রশংসার দাবী রাখে।

আলোকচিত্র-১২২ঃ 'তথ্য মেলা-২০১১'এ অংশগ্রহণ করে শ্রেষ্ঠ ষ্টল হিসেবে পুরস্কৃত হওয়ায় সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), কিশোরগঞ্জ কর্তৃক এলজিইডি, কিশোরগঞ্জকে প্রদানকৃত অভিনন্দনপত্র।

১১.৪ জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১১ এ প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কার অর্জন

নাটোর-বগুড়া আরএইচডি-শেরকোল ইউপি কুশাবাড়ী বাজার ধুলিয়াডাঙ্গা হাট রাস্তায় সিংড়া উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, এলজিইডি কর্তৃক ২৬,৫০০.০০ টাকা ব্যয়ে ১,০০০ টি বৃক্ষরোপণ করা হয় এবং রোপিত চারা জীবিত রাখার লক্ষ্যে নিবিড় পরিচর্যা করা হয়। ফলশ্রুতিতে নাটোর জেলায় অনুষ্ঠিত জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১১ এ এলজিইডি'র অংশগ্রহণ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে বৃক্ষরোপণ করে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর, এলজিইডি, সিংড়াকে প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কারের জন্য ৩য় স্থান নির্ধারণ করা হয়।

আলোকচিত্র-১২৩ঃ জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১১ এ ৩য় স্থান লাভ করায় জনাব শেখ মোহাম্মদ ফরিদ, উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, নাটোর বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মেজবাহ উল আলম এর নিকট হতে এলজিইডি'র পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কার গ্রহণ করছেন।

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ ঃ

১) **জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান**, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি।
ফোন ঃ ৮১১৪৮০৫, ৮১১৬৮১৭ ; ই-মেইলঃ ce@lged.gov.bd

২) **জনাব সৈয়দ মাহবুবুর রহমান**, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন), এলজিইডি।
ফোন ঃ ৯১৩৮০৬০; ই-মেইলঃ ace.imp@lged.gov.bd

৩) **জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন**, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন), এলজিইডি।
ফোন ঃ ৮১৪৪৪৬৫; ই-মেইলঃ se.pme@lged.gov.bd

মুদ্রণে : অগ্রণী প্রিন্টিং প্রেস
এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।